ডায়েরি

১৯১৬-১৯১৯

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশকের নিবেদন

ড কালিদাস নাগ প্রথম যৌবন থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত দিনলিপি রেখেছেন অচ্যুত নিষ্ঠায়। এই পঞ্জির কেন্দ্রপুরুষ অবশ্যই তিনি ; কিন্তু তাঁর পরিচিতবর্গের মধ্যে যেহেতু আছেন বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালি সংস্কৃতির প্রমুখ গুণীরা, এই 'ডায়েরি' হ'য়ে উঠেছে সেই সময়ের সামাজিক ইতিহাসের আকর তথ্যপঞ্জি। কালের ব্যবধানে তাঁদের কারো-কারো নাম আজ হয়তো ধূসর হ'য়ে এসেছে। একালের পাঠককে তাই নতুন ক'রে পরিচয় করিয়ে দিতে হ'তে পারে এর কুশীলবদের। খণ্ডশঃ প্রকাশ্য, যদিও প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, এই সংগ্রহের শেষ পর্বে সংকলিত হবে 'ডায়েরি'র পাত্রপাত্রীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ।

বিশ্বমনা স্বাদেশিক কালিদাস নাগ

স্বপন মজুমদার

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জ'ন্মে যাঁদের জীবনের বেশিরভাগটাই কেটেছিল পরাধীন ভারতে, স্বাদেশিকতার বোধ তাঁদের জীবনযাপনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে উঠেছিল। তার প্রকাশও হয়েছিল বিচিত্র। কেউ লিপ্ত হয়েছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, কেউ-বা শিল্পসাহিত্যচর্চার তথাকথিত নিরাপদ দূরত্বে থেকেও বহন করছিলেন তারই অপ্রত্যক্ষ পতাকা। অধ্যাপক কালিদাস নাগ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বাদেশিক। দেশে-দেশে তাঁর যাত্রা ত কেবল ভ্রামণিকের চক্ষুর চরিতার্থতার জন্য নয়, এ যেন তাঁর প্রব্রজ্যা: ভারতসংস্কৃতির দিগ্বিজয়ের চারণ তিনি—স্বামী বিবেকানন্দের ভাবমন্ত্রে দীক্ষিত।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ উত্তর কলকাতার সিকদারবাগানে মামাবাড়িতে জন্ম হয় কালিদাস নাগের। মা কমলা দেবী (?-১৯০৬); বাবা মতিলাল নাগ (?-১৯০৮) ছিলেন বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতা। ফটোগ্রাফি ছিল তাঁর শখ। 'কল্লোলে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহযোগী সম্পাদক গোকুলচন্দ্র (১৮৯৪-১৯২৫) তাঁর অনুজ। পিতার মৃত্যুর পর সেই বছরেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নগেন্দ্রনাথ ঘোষের আনুকূল্যে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হন কালিদাস। ১৯১২-য় জেনারেল এসেম্ব্লিজ্. ইনস্টিটিউশন থেকে সাম্মানিক ইতিহাস নিয়ে স্নাতক হন তিনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ. পাশ করেন ১৯১৪-য়। কালিদাস নাগের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে। পাঁচ বছর অধ্যাপনার পর সিংহলের মহিন্দ (মহেন্দ্র) কলেজের অধ্যক্ষ (১৯১৯-২০) হয়ে চ'লে যান তিনি। সে-কাজ ছেড়ে ১৯২১-এ ফ্রান্সের পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে যান অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির তত্ত্বাবধানে। ১৯২৩-এ 'প্রাচীন ভারতের কূটনীতিতত্ত্ব ও 'অর্থশাস্ত্র'' বিষয়ে গবেষণার জন্য ডি. লিট্. উপাধি পান। দেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক পদে

নিযুক্ত হন ড নাগ (১৯২৩-৫৬)। ২৪ এপ্রিল ১৯২৫ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিদুষী কন্যা শান্তা দেবীর (১৮৯৩-১৯৫৬) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। তিন গুণী কন্যা : শান্তিশ্রী, শ্যামশ্রী (লাল) ও পারমিতা (বিশ্বনাথন) তাঁদের সংসার পূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম লোকসভায় রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন তিনি। ৮ নভেম্বর ১৯৫৬ এই বিচিত্রকর্মা অধ্যাপকের জীবনাবসান হয়।

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী জীবনের এই তথ্যসারটুকু থেকে অবশ্য অধ্যাপক নাগের প্রাণপ্রাচুর্যের সামান্যই পরিচয় পাওয়া যাবে। কৈশোরে পিতৃমাতৃহীন কালিদাস দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের আশ্রয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে লালিত হয়েও ধ্রুব আদর্শের শিক্ষা, সে-যুগের অনেকের মতো, পেয়েছিলেন তাঁর অনামা শিক্ষকদের কাছে। আবার তারই পাশাপাশি রসবোধের দীক্ষাও দিয়েছিলেন তাঁরা। শিবপুর এইচ. সি. ই. স্কুলের বিপিনবাবু, গদাধরবাবু, শ্রীধরবাবুর কথা পরিণত বয়সেও ভুলতে পারেননি তাঁদের ছাত্র কালিদাস নাগ। ইতিহাসচর্চায় প্রত্ন অনুসন্ধানের প্রত্যক্ষ পাঠ পেয়েছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ; সঙ্গী ছিলেন তাঁর উদয়গিরি খণ্ডগিরি খননে। তাছাড়া কলকাতা তখন দেশের মননচিন্তারও ভরকেন্দ্র। দেশ-বিদেশের গুণিজনদের বক্তৃতার নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন তিনি। তাঁর ভবিষ্যৎ বাগ্মিতায় এঁদের প্রভাব পড়েছিল, অনুমান করা যেতে পারে। সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন ইতিহাসের অরুণ সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাতত্ত্বের সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, দর্শনের প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সংখ্যাতত্ত্বের প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং ব্রাহ্মসমাজ সূত্রে সুকুমার রায়। আর স্নেহে সাহচর্যে সখ্যে বঞ্চিত জীবনের অনেকটাই পূরণ ক'রে তুলেছিলেন সাহিত্যের সঙ্গী মামীমা ইন্দুমতী দেবী। অসম-বয়সীদের সঙ্গেও বন্ধুতা গ'ড়ে তোলার অসামান্য ক্ষমতা ছিল অধ্যাপক নাগের। একদিকে ব্রাহ্মসমাজ-মণ্ডা ক্লাব, অন্যদিকে 'প্রবাসী'-'কল্লোল'-'গল্পভারতী' কেন্দ্র ক'রে তৈরি হয়েছিল তাঁর প্রায় তিন প্রজন্মের পরিচিতের পরিমণ্ডল।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দুই মনীষী রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁ ছিলেন সে-মণ্ডলের দুই মেরু। আর এই দুই প্রতিভার সংযোজক অক্ষের মতোই ছিল তাঁর জীবন। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে যোগ পরিণত হয়েছিল পারিবারিক নৈকট্যে ; রলাঁর কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রাচ্যের সঙ্গে আদানপ্রদানের অন্তরাস্থ। রলাঁকে বাঙালি পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন তিনি, ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর ভূমিকাও নগণ্য ছিলনা। ফরাসিতে 'বলাকা' আর বাঙলায় 'জঁা

ক্রিস্তফে'র অনুবাদচেষ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে কালিদাস নাগের মন ও মননের পরিচয়—আধুনিক সভ্যতায় শিল্পসৃষ্টি ও সৃজনসঙ্কটের সমস্যায় তাঁর উৎকণ্ঠা। এই বাইরের জীবনের উজ্জ্বল বৈদগ্ধ্যের আড়ালে একান্ত জীবনের স্থির স্নিগ্ধ শিখাটির মতো ছিল স্ত্রী শান্তা দেবীর নিবেদনের সাধনা। বহুবিচিত্র বিপ্রতীপ প্রতিভার বিকর্ষণের মধ্যেও যে বিক্ষত হয়নি বিদ্যাজীবীর অন্বেষণ, তার কারণ ঐ-কেন্দ্রশক্তির স্থৈর্য ; অধ্যাপক নাগের ব্যক্তিতার সমগ্রতা তারই বহিঃপ্রকাশ।

যেমন ব্যক্তি-সম্পর্কে, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক-সংযোগেও কালিদাস নাগের বিস্তার বিস্ময়কর। যখন ব্যক্তিবিরোধে চূর্ণ হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠান, তখনও প্রতিষ্ঠার জন্য অধীর হননি, ব্যক্তি-অভিমানকে সরিয়ে রেখেছেন দূরে। কর্মজীবনের সূচনাতেই সাংগঠনিক দায়িত্বে তিনি যুক্ত হন একদিকে তরুণ ব্রাহ্মসমাজ ও অন্য-দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে। গবেষণার জন্য বিদেশে থাকতেই শুরু করেছিলেন গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি ; প্রতিষ্ঠাতা-সচিব ছিলেন এক দশকেরও বেশি (১৯২২-৩৩)। কলকাতায় ফিরে বিশ্বভারতীর সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা নেন কর্মসমিতির সদস্য হিসেবে (১৯২৩-৪৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের সেনেট, রামকৃষ্ণ মিশন ও রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পরিষদ্, ভারতীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিষদ্ ও স্বপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমির (দিল্লি ১৯৫১) কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন জীবনের বিভিন্ন পর্বে। এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯৪৬), বেথুন কলেজ (১৯৪৯) ও মহাবোধি সোসাইটির (১৯৫১) জয়ন্তী সমারোহ আয়োজনেও তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠক। কিন্তু তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় সম্ভবত 'গোল্ডেন বুক অফ্ টেগোর' (১৯৩২) প্রকাশ। এছাড়াও প্রথম এশীয় সম্পর্ক পরিষদের (১৯৪৭), শান্তিনিকেতনে ওয়র্ল্ড প্যাসি-ফিস্টস্ কন্‌ফারেন্সের (১৯৪৯) সংগঠন সমিতির সদস্য ছিলেন তিনি। গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষান্ত ভাষণদাতার (১৯৩৪) ও পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আন্ত-র্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনে (১৯৫১) বিশেষ অতিথির সম্মান পান অধ্যাপক কালিদাস নাগ।

সমকালীন বাঙালি বিদ্যাজীবীদের মধ্যে সুনীতিকুমারের মতো কালিদাস নাগেরও বিদেশ ভ্রমণের বিপুল অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আর তাঁর গ্রহিষ্ণু মন সেই অভিজ্ঞতা শুধু সঞ্চয় করেনি, সঞ্চার করেছিল। কর্মসূত্রেই প্রথম বিদেশ যান অধ্যাপক নাগ। সিংহল প্রবাসের এই সময় তাঁর মনে বৌদ্ধ প্রভাব গভীর ছায়া ফেলে। প্রতীচ্য বিশ্লেষণী মননের সঙ্গে পরিচয়ের আগে সংশ্লেষক প্রাচ্য

হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয় তাঁর মনুষ্যত্ববোধকে পূর্ণতার সন্ধান দিয়েছিল। য়ুরোপেও 'প্রতীচীর প্রাচ্যমগ্ন প্রতিভা' রমাঁ্যা রলাঁর সান্নিধ্য এই সন্ধানে তাঁকে সাহায্য করেছিল। রলাঁর গান্ধি (১৯২৪), রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চায় (১৯২৭) ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তথ্য সরবরাহে অধ্যাপক নাগের ভূমিকা ছিল অসামান্য। রমাঁ্যা ও মাদেলিন রলাঁর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী পত্রবিনিময় পড়লেই দেখা যাবে, এ-ক্ষেত্রে প্রায় প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। ফ্রান্সে থাকার সময়েই আন্তর্জাতিক শিক্ষাসত্রে (জেনিভা ১৯২১) এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বাধীনতা সঙ্ঘতে (লুগানো ১৯২২) ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন। হেরমান হেস্‌সের সঙ্গে লুগানোয় তাঁর পরিচয় ও 'সিদ্ধার্থ'র প্রশস্তি দুজনের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূচনা করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র হয়ে তিনি যোগ দেন আন্ত-র্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের কংগ্রেসে (পারি ১৯২৩)। এই প্রবাসযাত্রায় য়ুরোপের প্রায় প্রতিটি প্রধান দেশ, মিশর ও প্যালেস্টাইন ভ্রমণ করেন অধ্যাপক নাগ। রবীন্দ্রনাথের যাত্রাসঙ্গী হয়ে তিনি চীন ও জাপান যান। এই ভ্রমণের বিবরণ 'কবির সঙ্গে একশো দিন' ও 'টক্‌স্ ইন চায়না'র রুদ্ধপ্রচার প্রথম সংস্করণ কবিজীবনীর এক অমূল্য উপকরণ। ফেরার পথে ইন্দো-চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও ব্রহ্মদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে আসেন অধ্যাপক নাগ। ১৯৩০-৩১-এ ন্যু ইয়র্কের ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ইণ্টার-ন্যাশনাল এডুকেশনের আমন্ত্রণে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পসংগ্রহ-শালায় বক্তৃতা করেন। বুয়েনস্ আইরিসে পি. ই. এন. কংগ্রেসে (১৯৩৬) যোগ দেওয়ার সুযোগে বিশ্বপ্রদক্ষিণ ক'রে আসেন উরুগুয়ে, ব্রাজিল, ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সিংহল হয়ে। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতচর্চা বিভাগ উদ্বোধন করেন ১৯৩৭-এ। ১৯৩৮-এ সিডনিতে কমনওয়েলথ রিলেশনস্ কন্‌ফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন অধ্যাপক নাগ। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা ক'রে ফেরার পথে দ্বিতীয়বার পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রত্ননিদর্শনগুলি দেখে আসেন। ১৯৫০-এ মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতি-নিধিদলের উপদেষ্টা হিসেবে ভ্রমণ করেন ইরাক, ইরান, সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক ও মিশর। আমেরিকার হ্যামলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক অধ্যাপক হয়ে সপরিবারে পৃথিবী ঘুরে আসেন অধ্যাপক নাগ (১৯৫১-৫২)। সেই তাঁর শেষ বিদেশযাত্রা।

স্বাধীনতার আগে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি আর স্বাধীনতার পরে বিশ্বের সঙ্গে দেশের বন্ধুত্বস্থাপনের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক নাগকে ভারতসংস্কৃতির প্রচারকের

ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। তার ফলে নিবদ্ধদৃষ্টি গবেষকের মতো তিনি একটিমাত্র প্রসঙ্গের চর্চায় জীবন অতিবাহিত করতে পারেননি। ইতিহাস ও রাষ্ট্র-নীতির যৌথ প্রস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাত্রা ছিল তাঁর আগ্রহের প্রধান বিষয়। এ-প্রসঙ্গের বক্তৃতাগুলোই পরিমার্জিত ক'রে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর গ্রন্থাবলি। ফরাসিতে লেখা তাঁর গবেষণাপত্র ও 'বলাকা' অনুবাদ ছাড়া বাঙলায় তাঁর জীবৎকালে মাত্র একটিই মৌলিক রচনাসংকলন প্রকাশ পায়: 'সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৯৫৭)। তাঁর ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস 'স্বদেশ ও সভ্যতা' (১৯৩৮) রাজপুরুষদের কীর্তিমূলক আখ্যান থেকে বহুস্তর সাংস্কৃতিক জীবনের রঙরেকাবি ক'রে তুলেছিল পুরাবৃত্তকে। শতাব্দীর প্রায় একপাদ জুড়ে এই বইটিই ছিল বাঙালি ছাত্রের স্বদেশপরিচয়ের প্রথম অলিন্দ। শেষ জীবনে এক দশকেরও বেশি তাঁর অন্যতম সামাজিক পরিচয় ছিল 'গল্পভারতী'র সম্পাদক হিসেবে। প্রবীণ ও নবীনের সাম্মিলনে সে-পত্রিকা তখন হয়ে উঠেছিল ঐতিহ্য ও প্রগতির নিরীক্ষার ক্ষেত্র। অধ্যাপক নাগের চিন্তাচেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কিন্তু ঘটেছিল ইংরেজিতেই। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' (সম্পাদিত ১৯৩২-৩৪), 'আর্ট অ্যাণ্ড আর্কিওলজি অ্যাব্রড' (১৯৩৭), 'প্রি-হিস্টোরিক জাপান' (১৯৪১), 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দ্য প্যাসিফিক ওয়ার্ল্ড' (১৯৪২), 'টেগোর ইন চায়না' (১৯৪৪), 'টেগোর ইন সিলোন' (১৯৪৬), 'টলস্টয় অ্যাণ্ড গান্ধি' (১৯৫৪), 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দ্য মিড্‌ল ইস্ট' (১৯৫৪), 'চায়না অ্যাণ্ড গান্ধি-য়ান ইণ্ডিয়া' (১৯৫৬), 'ডিসকভারি অফ এসিয়া' (১৯৫৭) ও 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া' (১৯৬০)। প্রকাশিত রচনার তুলনায় অধ্যাপক নাগের গ্রন্থাকারে অসংকলিত রচনার পরিমাণ কয়েক গুণ। তাঁর দিনপঞ্জি, ভ্রমণকথা ও পত্রাবলি কখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হ'লে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক ইতিহাস হয়ে উঠবে।

অধ্যাপক কালিদাস নাগের রচনাগুলি উপলক্ষপ্রবণ। ভাষণের আশু চিহ্ন সে-রচনায় বর্তমান। কিন্তু সময়ের বিচারে তার মধ্যে অনেকগুলিই পথিকৃতের গৌরব দাবি করতে পারে। তাঁর বক্তব্যে হয়ত যতটা বিস্তার ছিল ততটা গভীরতা ছিলনা, কিন্তু সে-অভাব পর্যাপ্তভাবে পূরণ করেছিল তাঁর উদার মানবিকতার বোধ। সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতায় তাঁর মন সায় দেয়নি, তাই কোন কৃত্রিম আড়ালের—সে বর্গেরই হোক্ বা তত্ত্বের—সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন অধ্যাপক নাগ। জীবনের শেষ প্রান্তে ৫০ দশকে বামপন্থী ভাবাদর্শের প্রসারে ছাত্রমহলে তাঁর

প্রভাব কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হয়নি। কোন অনুযোগ-অভিমান তাঁর স্বচ্ছ অন্তঃকরণে স্থান পায়নি। তাঁর লেখা কবিতা ছিল তাঁর কণ্ঠের গানের মতোই অবলীল আনন্দে ভেসে-আসা—তার মধ্যে প্রতিষ্ঠাকামীর কোন প্রত্যাশা ছিলনা। রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন নাগরিক জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠেনি, তখনই প্রচার নয়, সে-সঙ্গীত শেখার প্রয়োজন উপলব্ধি ক'রে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন 'গীতবিতান' সঙ্গীতশিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায়। রবীন্দ্র-সৃজন ও জীবন থেকে যাঁরা কর্ম ও কথার আত্মীয়তার শিক্ষা নিয়েছিলেন, সেই সদর্থে রাবীন্দ্রিকদের তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর স্বদেশসন্ধান সমে এসে পৌঁছেছিল রবীন্দ্রনাথে। সেই ছিল তাঁর সুখ, তাঁর সার্থকতা।

১-১-১৯১৬

নববর্ষের নব রবিকিরণে ভাসতে২ চলেছি আমাদের আর-একটি নূতন কেন্দ্র দেখতে। পলাশডাঙা প্রায় বড়জোড়া থেকে ৮ মাইল। পৌঁছাতে২ বেলা একটা। হেড-মাস্টার ভোলানাথ ঘোষ সাদরে আমাদের নিয়ে গেলেন—খাওয়াদাওয়া সেরে দু-একটি কথা কইতেই জমে যাওয়া গেল—কত কষ্টে যে এই-সব পল্লীগ্রামের হেড-মাস্টাররা স্কুল গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন এবং শিক্ষক-ছাত্রে যে কী মধুর সম্পর্ক তা ভোলানাথবাবু এবং রমণীবাবুর সঙ্গে আলাপ করে জানলেম। আমাদের শহরের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে কত মহাপ্রাণ কী মহান দুঃখের মধ্যে সংগ্রাম করছেন তার আভাস পেয়ে প্রাণ ভরে উঠল—নববর্ষের উন্মেষের সঙ্গে যেন এক নূতন দৃষ্টি খুলে গেল।

শিক্ষক-ছাত্রদের কাছে বিদায় নিয়ে রাত আটটায় বেরুলাম—বড়জোড়ায় পোঁছানো গেল রাত ২টায়।

২-১-১৯১৬

আজ বাঁকুড়ায় শেষ দিন—আজ দুই হেডমাস্টার মহাশয় বড়জোড়ায় আসবেন—আমি যাবার আগে আমাদের প্রত্যেক কেন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ পরামর্শ করা হবে—সকলে মিলে দ্বিজেনবাবুকে জানাবার যে-সব কথা সেগুলি লিপিবদ্ধ করা গেল—আজ আবার 'বিতরণ' দিন—লোকের বন্যা, আমাদের চালাঘর বুঝি-বা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। "'একটা টিকিট দে বাবা! একটু টেনা দে বাবা'" এই শব্দ চারি দিক থেকে উঠছে। ব্যক্তিগত জীবনের ছোটোখাটো অনুযোগ অভিযোগ অভিমান যেন এই জীবন-মরণের সংগ্রাম-সংগীতে কোথায় ডুবে যায়—হায় রে আমার আমি!

বিদায় নিয়ে—এবং অনেক স্নেহ ও শিক্ষার ভার নিয়ে বেরুলুম—রাত ১২টায় গাড়িতে কলকাতা রওনা হওয়া গেল।

৩-১-১৯১৬

ভোরে Mayo-তে উঠলুম—সকালটা দ্বিজেনমামাকে report দিয়ে দুপুরে

বাড়ি পৌঁছানো গেল—খেয়েই ছাত্রদের পড়াতে যাওয়া—সেখান থেকে Suburban School-এর হেডমাস্টার দেববাবুর সঙ্গে কাপড়-সংগ্রহের ব্যবস্থা করে সুকিয়া স্ট্রীটে যাওয়া গেল—আমাদের অধিবেশন, অজিত বক্তা, বিষয় Shelley—II.

অধিবেশনের পর প্রশান্তের সঙ্গে রাস্তায় রাত ৯॥টা পর্যন্ত পায়চারি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের গতি সম্বন্ধে কথা।

মামাবাবু রাঁচি যাত্রা করলেন।

৪-১-১৯১৬

কলেজে যেতেই Walt সাহেব ডেকে কলেজ থেকে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করতে রাজি হলেন। জানালেন আমি camp থেকে চিঠি লিখেছিলুম তার ফল হয়েছে।

৫-১-১৯১৬

আজ কলেজেতে Principal নিজে সঙ্গে করে III year class-কে address করতে দিলেন—Scripture hours-এতে—ছেলেরা বেশ impressed হল।

তারপর Spencer's Hotel-এতে গিয়ে দেখি Mr. and Mrs. Geddes, Mr. Lindsay রয়েছেন, একটু কথা কইতে২ Dr. Seal এলেন—প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁর সঙ্গে ভবিষ্যতের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলাপ। Dr. Seal-এর কথা শুনে সকলে বললেন, বহুদিন এত বড়ো লোকের সঙ্গে কথা কইনি। Lindsay তাঁর ভাই Prof. Lindsay (Balliol)-কে বলে Seal-কে Gifford Lectureship দেন, এ বিষয়ে Geddes অনুরোধ করলেন।

তারপর basti improvement সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শ নিয়ে এবং তাঁর Biology Syllabus নিয়ে বাড়ি এলুম।

৬-১-১৯১৬

আজ III year থেকে একসঙ্গে ৪২॥ টাকা উঠল—কাপড়ও অনেক জমেছে—Principal বেশ উৎসাহের সঙ্গে লেগেছেন।

Honours class নিয়ে আজ III & IV year আলাদা করে দিলুম—IV year-এর এখন বেশি lecture দরকার—৫টা পর্যন্ত তাদের lecture দিয়ে course শেষ করব। III year ইতিমধ্যে Prof. Roy-এর কাছে Greece পড়বে, এই বন্দোবস্ত হল।

অধরবাবু আসেননি তাঁর হয়ে III year pass class নিলুম।

৭-১-১৯১৬

সকালে প্রশান্তের সঙ্গে Geddes-এর Biology Syllabus পড়া গেল এবং তার হাত দিয়ে Dr. J. C. Bose-কে পাঠান গেল।

তারপর College-এ এসে IV year class-কে address করা গেল—আগামী সোমবার collection হবে।

তার পর Ist year lecture দিয়ে ৫টা পর্যন্ত IV year Honours নেওয়া গেল। তার পর স্বকুমারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দ্বিজেনমামার সঙ্গে দেখা—Famine Fund সম্বন্ধে কথা হল—তার পর ছাত্রদের পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

অরুণের চিঠি পেলুম।

সে কাপড় ও টাকা তুলছে।

৮-১-১৯১৬

আজ মামীমারা বৈদ্যনাথ যাবেন। Mayo-তে সন্ধ্যাটা পুরাতন কাপড় (বাঁকুড়ার) লীলামামীমার সঙ্গে গুছিয়ে station-এতে গেলুম। রাত ১০টায় গাড়িতে মামাবাবু, মামীমা, দিদিমা, টোবল,—গেল।

অজিতদার সঙ্গে দেখা করে এলাম—সোমবার বোলপুর যাচ্ছেন অভিনয়ের জন্যে।

৯-১-১৯১৬

আজ সকালে রমেশবাবু, শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে দেখি মটর ও সত্যবাবু স্থন্দরবন থেকে ফিরেছেন। আজই সন্ধ্যায় মোজাফ্ফারপুর যাবেন—মটরও সেইসঙ্গে বৈদ্যনাথ যাবে।

দুপুরে বিপিনবাবুর 'রাগের পথে' নুতন অধ্যায় শুনে—পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

১০-১-১৯১৬

কলেজ পড়িয়ে রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করে প্রশান্তর বাড়ি, আজ অধিবেশন। সকলে মিলে Telepathy, Sub-conscious Self সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

১১-১-১৯১৬

আজ কলেজের পর উষাদের বাড়ি গিয়ে খবর নিয়ে এলুম—তারপর Dr. B. L. Chowdhury-র " 'Mendelism and Mutation' "-সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনা গেল, তারপর হঠাৎ খেয়াল চাপল একটা-কিছু দেখে যাওয়া যাক—Empire কিংবা Grand Opera—Empire-এতে প্রায় ঢুকি—হঠাৎ মন বললে Grand Opera-টা বেড়িয়ে আসা যাক্—একটু দেখতেই দ্বিজেনমামা উপস্থিত—দুজনে Verdi's *Il Trovatore* শোনা গেল—৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। তারপর হেঁটে বাড়ি ফেরা রাত ১টায়—সারা রাস্তা স্বরের রেশটুকু উপভোগ করতে২ এলুম—পাশ্চাত্য সংগীত এই প্রথম উপভোগ করলুম—চমৎকার!

১২-১-১৯১৬

আজ IInd year class দুই section (Mr. Douglas and Mr. Cameron) address করা গেল।

তারপর Ist year & IV year পড়িয়ে, ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

বড়োমামীর চিঠি পেলুম।

১৩-১-১৯১৬

আজ সকালে মামাবাবু এলেন—খবর ভালো—মটর পৌঁচেছে—রাতে মামাবাবুর সঙ্গে আমার Life Insurance সম্বন্ধে কথা হল।

মেজমামীর চিঠি পেলুম—তাঁর মা'র শরীর খুব খারাপ।

আজ III & IV year Science section (Mr. Ewan) address করা গেল।

IInd year Test-এর আমার এবং অধরবাবুর (Greece & Rome)-এর marks submit করলুম।

১৪-১-১৯১৬

সেজমামা মাদ্রাজ থেকে এলেন।

আজ Ist year & IV year ৫টা পর্যন্ত নিয়ে ৫॥টায় Historical Society-তে বসা গেল, বিষয় (Akbar as an empire builder)—সকলেই আলোচনায় যোগ দিলে—চমৎকার হল।

তারপর রাখালবাবুর কাছে গেলুম, সকালে রামমোহন লাইব্রেরির সম্পাদক দ্বিজেন পাল এসে আমায় জানালেন রাখালবাবু শয্যাশায়ী। তাঁর প্রবন্ধ 'History of Bengal' আমায় পড়তে হবে। রাত ৯টা পর্যন্ত রাখালবাবুর কাছে কাজ করে জোড়াসাঁকো এলুম—কবি এসেছেন—'ফাল্গুনী'র ভূমিকা লেখা হয়েছে শোনালেন—মুশকিল! আমায় কবিশেখরের ভূমিকা নিতে অনুরোধ করলেন। কথা শেষ হল তখন ১১টা, কাজেই দ্বিজেনমামার সঙ্গে Mayo-তে এলুম।

১৫-১-১৯১৬

সকালটা Mayo-তে দ্বিজেনমামার কিছু কাজ করে দুপুরে রাখালবাবুর কাছে এলুম। তাঁর paper complete হয়েছে, একবার সবটা পড়া গেল—তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে Rammohan Library-তে গিয়ে পড়া গেল। তারপর পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

মামাবাবু সেজোমামাকে নিয়ে আজ আবার বৈদ্যনাথ গেলেন।

১৬-১-১৯১৬

আজ সকালে ছাত্রদের পড়িয়ে শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে খেয়ে সেজোমামা ও মামীকে চিঠি লিখে জোড়াসাঁকো গেলুম—আজ rehearsal, কবি ডেকেছেন—কবিশেখরের ভূমিকা সুকুমারবাবু এবং আমি trial দেব ঠিক হল।

তারপর সমাজে সীতানাথবাবুর উপাসনা শুনে বাড়ি ফেরা।

১৭-১-১৯১৬

আজ কলেজের পর আমাদের অধিবেশন—সুনীতিবাবুর বাড়ি, বক্তা গিরীজাবাবু, বিষয়—'Nietzsche'—বেশ লাগল। শ্রীশ সেনের সঙ্গে আলাপ হলো।

কবি কলকাতায় এসে 'ফাল্গুনী'র তালিম দিচ্ছেন।

১৮-১-১৯১৬

আজ দুপুরে কবির সঙ্গে দেখা হলো—তিনিই 'বৈরাগ্য সাধনে' কবির ভূমিকায় নামতে রাজি হয়েছেন—আমি তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

১৯-১-১৯১৬

আজ *La Traviata* matinee দেখে পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

২০-১-১৯১৬

আজ কলেজের পর মহর্ষির শ্রাদ্ধবাসরে যোগ দিয়ে তারপর St. Pauls-এ organ recital শুনে বাড়ি ফেরা।

২১-১-১৯১৬

আজ কলেজের পর রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে অক্ষয় মৈত্রের বক্তৃতা শুনে দাদাবাবুকে দেখতে বৌবাজার এলুম। চোখকাটা হয়েছে—ভালো হবে আশা করা যায়।

২২-১-১৯১৬

আজ দুপুরে বেরিয়ে অজিতদার বাড়ি হয়ে রাখালবাবুর বাড়ি 'Gupta Palaeography' পাঠ নিয়ে অক্ষয় মৈত্রের বক্তৃতা। তারপর ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

২৩-১-১৯১৬

আজ সকালে মামীমারা জশিডি থেকে এলেন—দুপুরে ছাত্রদের পড়িয়ে সন্ধ্যায় Empire-এতে 'Betty' দেখে সমাজে প্রাণকৃষ্ণবাবুর উপাসনা শুনে বাড়ি ফেরা।

২৪-১-১৯১৬

আজ কলেজের পর Mayo-তে উপস্থিত। রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল ১১ই মাঘ, এইখান থেকে করাই সুবিধা।

সুরেনমামা বুধবার কলকাতায় আসছেন।

২৫-১-১৯১৬

Mayo থেকে সকলের সঙ্গে সাধারণ সমাজে এসে সকাল ৭টা পর্যন্ত গান শুনে—ছুটে জোড়াসাঁকো এসে কবির উপাসনায় যোগ দিলুম—ঠিক আমার যে জিনিস শোনা উচিত ছিল শুনলুম। তারপর Mayo থেকে খেয়ে কলেজে এলুম—৫টা পর্যন্ত honours class নিয়ে ছুটে জোড়াসাঁকো এলুম—গান, উপাসনা—কবি আজ একেবারে prophetic vein-এতে ছিলেন।

কবি সারাদিন ঋষির মতো জলছেন।

২৬-১-১৯১৬

সকাল ১০টার ট্রেনে সুরেনমামা দেশে পা দিলেন—স্টেশনে সকলে দেখা করে—Mayo-তে গিয়ে কথাবার্তা কয়ে, খেয়ে কলেজে এলুম—তারপর 'Rigoletto' দেখে ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

২৮-১-১৯১৬

কলেজে যাবার পথে রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে Museum-এতে গেলুম—ভীষণ খবর—১৫ দিনের ছুটি নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন, আমায় তাঁর *Bengal Sculpture* পড়ে সংশোধন করে দিতে বললেন।

তারপর কলেজে ৫টা পর্যন্ত পড়িয়ে Mayo-তে দ্বিজেনমামাকে ১০ টাকা (এক ছাত্রের স্ত্রীর দুর্ভিক্ষে দান) জমা দিয়ে—হীরেন-এর সঙ্গে দেখা করে ফেরা।

২৯-১-১৯১৬

সকালে Mayo থেকে সুরেনমামা ও সুষমামামী এলেন—সারাদিন নানা প্রসঙ্গে কাটল—সন্ধ্যায় বেড়িয়ে এসে একত্রে বসা গেল—সুরেনমামার গান—তার পরই ডবল অনুরোধ, সুরেনমামার গানের জন্য এবং সুষমামামীর আমার পড়া এবং আবৃত্তি—অগত্যা 'ফাল্গুনী'টা পড়লুম, সঙ্গে কিছু গানও গাইলুম—'না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে'—সোমবার একসঙ্গে অভিনয় দেখা যাবে।

৩০-১-১৯১৬

সকালে মামীমারা Mayo-তে গেলেন—হীরেন এল—সারা দুপুর তাকে ইংরাজি পড়ালুম—তারপর শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে ছাত্রদের পড়িয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

Jayswal এবং মেজমামীকে চিঠি লিখলুম—জ্ঞানাঞ্জন Elphinstone নিয়ে গেল।

৩১-১-১৯১৬

আজ IInd year এবং IV year শেষ করে ছেলেদের কাছে বিদায় নিয়েই ছুট। Lecture শেষ হল তখন ৫।·টা আর 'ফাল্গুনী' আরম্ভ হবে ৫।৷টায়—এক দৌড়ে হাজির—রাত ৮৷৷টা পর্যন্ত—কী আনন্দ, কী উপভোগ! কবিকে

তিন ভূমিকায় দেখা—এত বড়ো সৌভাগ্য আর হবে কি ! Dostoievsky পড়া আরম্ভ ।

১-২-১৯১৬
(অরুণকে চিঠি লিখলুম ।)

২-২-১৯১৬
আজ Ist year-এর দুই দলকে address করলুম—দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্যে ।

তারপর জোড়াসাঁকো গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করলুম—'ফাল্গুনী'র সমালোচনা নিয়ে অনেক কথা হল—কাল ভোরে শিলাইদহ যাচ্ছেন ।

৩-২-১৯১৬
আজ IInd year-এতে 'Government & Governed' শেষ করলুম—এবং Ist year-এ Mr. Mills' section-এর শেষ দলকে address করলুম ।

আজ টাকা ২৫ উঠেছে ।

টাকা দশেকের বই—টোবলের কিছু, আমার কিছু, Euripides, Dostoievsky (২ খানা) ইত্যাদি, সঙ্গে Great Musical Composersও আনলুম—Verdi ও Gounod পড়া হল ।

৪-১-১৯১৬
আজ Dostoievsky-র *Poor Folk* পড়তে আরম্ভ করলুম—কলেজের পর সংগীত সম্মেলনীর অধিবেশন দেখতে গেলুম—মামীমার সঙ্গে বাড়ি ফেরা গেল ।

৬-২-১৯১৬
আজ club থেকে outing করা গেল—রেলে করে কোন্নগর গিয়ে—সারাদিন খুব মাতামাতি করে—ফেরবার পথে বোটে করে বাড়ি ফেরা—খুব চমৎকার লাগল ।

রাতে সুরেনমামা দ্বিজেনমামা মামীমারা এলেন—খাওয়া-দাওয়া, গল্প হল ! দ্বিজেনমামা League-এর দরুন লেখালিখি ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে বললেন—দুদিন করে সপ্তাহে Mayo-তে গিয়ে কাজ করব ঠিক হল ।

৮-২-১৯১৬

আজ কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে কাজ বুঝে নিলুম—তারপর পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

৯-২-১৯১৬

আজ সুরেনমামার সঙ্গে Italian Opera-এ Gounod's *Faust* দেখা গেল—গান চমৎকার কিন্তু staging & acting সুবিধার নয়। Modern dramatist-দের গ্রাস করা যাচ্ছে—Hauptmann চলছে।

১১-২-১৯১৬

আজ তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আশুবাবু বিপিনবাবু ইত্যাদির সঙ্গে দেখা করে আসা গেল।

১২-২-১৯১৬

দুপুরে উপেন ভদ্র এলেন—Ibsen, Hauptmann, Maeterlinck প্রভৃতির কিছু বই দিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যায় সুরেনমামাকে দিয়ে গান চলল।

১৩-২-১৯১৬

এক সপ্তাহ কাটিয়ে সুরেনমামা ও সুষমামামী Mayo-তে ফিরলেন—আমি দিদিমণিকে শিবপুরে রেখে এলুম—বাড়ি মেরামত করা হবে—ভাড়াটে যোগাড়ও করতে হবে।

১৪-২-১৯১৬

কলেজের পর Dundas Hostel Re-union-এতে গিয়ে, তার পর club-এতে অজিতদার Shelley, সুনীতিবাবুকে Euripides ও 'অশোক' ফেরত দিলুম।

১৫-২-১৯১৬

আজ কলেজের পর অজিতদার সঙ্গে দেখা করে—তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা হল—তারপর রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করে—পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

Hauptmann's dramas (2 vols)—অজিতদার কাছ থেকে আনলুম।

১৬-২-১৯১৬

কলেজের পথে দিদিমণিদের দেখে কলেজের কাজ সেরে—Mayo-তে এলুম। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে—দুর্গার বাড়ি তাদের দেখে—বাড়ি ফেরা—শুনলাম মেজমামীর মা মারা গেছেন পরশু দিন (14th)।

১৭-২-১৯১৬

আজ Museum-এ গিয়ে রাখালবাবুর কাছে ভীষণ খবর শোনা গেল—তারপর সমুদ্রগুপ্তের inscription পড়া আরম্ভ করে কলেজে পড়িয়ে Mitchell সাহেবের Astronomy-র বক্তৃতায় এলুম—তাঁর সঙ্গে দেখা করে, কিছু কথা কয়ে, পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

মেজমামীকে চিঠি লিখলুম।

১৮-২-১৯১৬

কলেজের পর Mayo-তে—কাজ করতে গেলুম—কাজ চলছে হঠাৎ Lord Bishop উপস্থিত—বাঁকুড়ায় আমাদের কাজ ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা হল—তারপর Imperial Library-তে সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে—পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

সুমতীদিদিরা এলেন।

১৯-২-১৯১৬

সকালে অরুণ, Jayswal, পুলিন, গুণময়কে চিঠির জবাব দিলুম। দুপুরে দিদিমণিদের দেখে বিকালে অজিতদার সঙ্গে কথা কয়ে সন্ধ্যায় সমাজে এলাম—Justice Chandravarkar 'নচিকেতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন—বেশ লাগল।

২০-২-১৯১৬

ছাত্রদের পড়িয়ে সন্ধ্যায় অজিতদার বাড়ি নিমন্ত্রণ—বেশ খাওয়া গেল—সুজিতের আবার জ্বর—ভাবনার কথা—।

২১-২-১৯১৬

আজ কলেজের পর প্রশান্তর বাড়ি হয়ে—তার গাড়িতেই বালিগঞ্জে শ্রীশবাবুর

কাছে যাওয়া গেল—আজ সেখানে অধিবেশন—'ব্রাহ্মগণ—হিন্দু কিনা' তুমুল তর্ক—আগামী মঙ্গলবার আবার তার জের চলবে।

২২-২-১৯১৬

কলেজের পর রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করে জীবন ও ছোটোমামীর বাসা হয়ে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম—ঘণ্টা দুই কথাবার্তা হল—প্রতি সোমবার—আমায় কিছু২ পড়াবেন বললেন।

মামাবাবু ও আমি শিবপুরে গিয়ে নূতন মিস্ত্রিকে বাড়ি দেখিয়ে কাজ ঠিক করে এলুম।

২৩-২-১৯১৬

শরীরটা ভারি খারাপ বোধ হচ্ছে—কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে ছ'টাকা দু'আনা চাঁদা জমা দিয়ে—কাজ করে—ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি এলুম—পড়াতে পারলুম না।

কলেজে যাবার পথে মালমশলা কিনে দিয়ে মিস্ত্রিদের দিদিমণির বাড়িতে লাগিয়ে দিয়ে এলুম।

২৪-২-১৯১৬

আজ কলেজে বঙ্কুবাবু এলেন—'বাঁকুড়ার' সম্বন্ধে অনেক কথা হল—তারপর ছাত্রদের পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

শরীরের অবস্থা সমান।

রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করে 'Allahabad Pillar Inscription' পড়া শেষ করে এলুম।

২৫-২-১৯১৬

আজ IIIrd year-এতে British India Lecture আরম্ভ করলুম। Ist year-এ 'Peloponnesian War'—চলছে তার পর Historical Society-তে preside করে বাড়ি ফেরা—শরীর সমান—সারাদিন উপবাস ছিলুম।

২৬-২-১৯১৬

আজ হীরেনের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলুম—সে English সম্বন্ধে বড়ো nervous

হয়ে গেছে—তাই তাকে প্রত্যেকদিন পড়াব ঠিক করলুম—অনেকটা আশ্বস্ত হলো।

২৮-২-১৯১৬

আজ Mayo-তে অধিবেশন—'ব্রাহ্মগণ হিন্দু কিনা'—এই তর্কের জের—তারপর শ্রীশ সেনের সঙ্গে গল্প করতে ২ রাত ১১টায় বাড়ি ফেরা।

১-৩-১৯১৬

আজ সুজিতকে দেখতে গিয়ে শুনলুম—Tuberculosis ধরা পড়েছে, বেচারির দিকে চাওয়া যায় না—তরুণ জীবনেই এই পরীক্ষা!

হীরেনকে English পড়াচ্ছি।

২-৩-১৯১৬

আজ বিকালে প্রশান্ত ডাকলে—বিকেলটা তার কাছে কাটিয়ে—'ব্রাহ্ম হিন্দু' সমস্যা সম্বন্ধে তার মতামত শুনে—পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

৩-৩-১৯১৬

আজ কলেজের পর হীরেনকে ৭টা পর্যন্ত পড়ানো—তার পর ছাত্রদের ৯॥টা পর্যন্ত—অত্যধিক পরিশ্রম হচ্ছে—শরীরটা একটু দমে আসছে।

৪-৩-১৯১৬

আজ দুপুরে হীরেনকে ও ছাত্রদের পড়িয়ে অধিবেশনে যোগ দেওয়া গেল—অজিতদা আসাম যাচ্ছেন—তাঁর আজ শেষ প্রসঙ্গ—'রাজা'—বেশ লাগল—তারপর তর্কও খুব জমল, তার পর club থেকে অজিতদাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায়।

সুজিতের টিকিট কিনে গিরিডী যাবার ঠিক করে এলুম। Hauptmann (2 vols)—শেষ হলো—অজিতদাকে ফেরত দিলুম।

৫-৩-১৯১৬

দুপুরে হীরেনকে পড়ানো—তারপর মেজমামীকে 'Little Wolf' (Ibsen) শুনিয়ে—শ্রীশবাবুর বাড়ি হয়ে প্রফুল্ল চৌধুরীর প্রীতিভোজে যোগ দিলুম—দু'ঘণ্টা

বাড়ি খোঁজা—তার পর দেখা, খাওয়া শেষ হতে রাত ১১টা—কাজেই দ্বিজেনমামার সঙ্গে Mayo-তে এলুম—রাত প্রায় ১॥টা পর্যন্ত নানা কথা কয়ে শুয়ে পড়া গেল।

৬-৩-১৯১৬

সকালে Mayo League-এর কিছু কাজ করে বাড়ি এসে, খেয়ে কলেজে গেলুম—তারপর আবার Mayo-তে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে—নিশিবাবুর সঙ্গে পরিচয়—তিনি আমাদের League-এর কাজে যোগ দিলেন—General Inspection Tour আরম্ভ করবেন—তার সব ঠিক করা গেল।

৭-৩-১৯১৬

আজ অজিতদা বগড়ীবাড়ি State-এতে tutor-এর কাজ নিয়ে আসাম গেলেন। হীরেনকে এবং নিজের ছাত্রদের পড়ানো গেল।

৮-৩-১৯১৬

শিবপুরে বাড়ির কাজ দেখে কিছু মালমশলা কিনে দিয়ে এলুম, তার পর কলেজ সেরে রাখালবাবুর কাছে—তাঁর Bengal Sculptureটা কতকটা সংশোধন করা গেল। তারপর ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

৯-৩-১৯১৬

আজ School Book Society থেকে টাকা ৮-এর বই রাম ও টোবলের জন্যে কিনে আনলুম—তার পর কলেজে পড়িয়ে Pearson এবং Prof. George Hare Leonard (of the Bristol University)-এর Social Service সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে বাড়ি ফেরা। সুষমামামী দুদিনের পর Mayo-তে ফিরলেন।

১০-৩-১৯১৬

কলেজের পর অজিতদার বাড়ি তাঁর খবর নিয়ে—ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা—মেজমামীর শরীর খারাপ চলছে—একটু ভালো—কাল মাদ্রাজ যাওয়া প্রায় ঠিক।

১১-৩-১৯১৬

দুপুরে হীরেনের কাছে গেলুম।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে পড়িয়ে—শেষ করে উৎসাহ দিয়ে—station-এ গেলুম—কেউ নেই—দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরে শুনি wire এসেছে দু-একদিন পরে যাওয়া চলে।

১২-৩-১৯১৬

দুপুরে ছাত্রদের পড়িয়ে বিকালে শ্রীশবাবুর স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনায় যোগ দিলুম—বিপিনবাবু আচার্য—তার পর খেয়েদেয়ে বাড়ি ফেরা—সুরেনমামা ও হাবল এসেছিলেন, তাঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এলুম—দেখি মেজমামী অপেক্ষা করছেন—আমার সঙ্গে একটু বেড়াবার জন্যে—কাল চলে যাবেন—দু'জনে খানিকটা বেড়ানো ও কথাবার্তা হল।

১৩-৩-১৯১৬

আজ মেজমামী ও মেজমামা মাদ্রাজ গেলেন—শরীরটা খারাপ বোধ হওয়ায় আমি আর station-এ গেলুম না।

১৫-৩-১৯১৬

আজ শরীরটা পরিষ্কার বোধ হচ্ছে না, দুপুরে ছাত্রদের পড়ালুম সারাদিন প্রায় উপবাস—তবু কেমন একটা অস্বস্তি।

আশুবাবুর পুত্রলাভ ও মামীমার পৌঁছানোর খবর এল।

১৬-৩-১৯১৬

আজ সকালে মামাবাবু ফিরলেন—দুপুরে আমার গার্ড duty ছিল—সেরে সটান বাড়ি ফেরা—বিকালে Prof. G. Leonard (of the Bristol University) সস্ত্রীক আমাদের বাড়ি এলেন—বাগান দেখবেন—Mayo থেকে সকলে এলেন—বেশ আলাপ করা গেল—তারপর দ্বিজেনমামা সেই motor-এ আমায় তুলে নিয়ে গেলেন—Annual Report লেখাটা শেষ করবার জন্য—রাত ২টা পর্যন্ত কাজ করা গেল।

১৭-৩-১৯১৬

সারাদিন Mayo-তে দ্বিজেনমামার সঙ্গে কাজ—সন্ধ্যায় Report শেষ, অজিতদা

উপস্থিত হলেন—আলিপুর থেকে সকলে এলেন—ছাদে জ্যোৎস্নায় সকলে খানিকটা বসে—তারপর খেয়ে বাড়ি ফেরা।

১৮-৩-১৯১৬

বিকালে City College-এতে members' meeting—গিয়ে দেখি দ্বিজেনমামা গলাভাঙা—আমায় Report পড়তে বললেন—meeting-এর পর—অজিতদার সঙ্গে রাত ৯টা পর্যন্ত কাটিয়ে বিদায় নিয়ে এলুম—তিনি সপরিবারে আসাম বগড়ীবাড়িতে কাজ নিয়ে যাচ্ছেন।

সকালে শিবপুরে বাড়ির সব দেখে এলুম—কাজ এখনো শেষ হয়নি।

১৯-৩-১৯১৬

মামীমাকে February মাসের tution fee Rs 40—দিলুম। মেজমামীর চিঠি পেলুম—বিকালে শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে—ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

২০-৩-১৯১৬

কলেজে গার্ড দিতে গিয়ে দেখি আজ Physics—কোনো ছেলে নেই—তারপর ব্রজেনবাবুর বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাহিত্য-আলোচনা ও 'বিশ্বশিল্পী' পড়া গেল—তারপর প্রশান্তদের বাড়ি অধিবেশনে আসা গেল—শ্রীশবাবু Eucken সম্বন্ধে বললেন—তারপর দ্বিজেনমামা, সুরেনমামা ও আমি ব্রজেনবাবুর কাছে এসে পেড়াপিড়ি—Annual Meeting-এতে কিছু বলবার জন্য—পিছিয়ে গেলেন কিন্তু আশুবাবুকে রাজি করাবেন বললেন।

তারপর Mayo-তে এসে রাত ২টা পর্যন্ত উৎসব চলল—donation list ছাপা হবে—classification করতে হবে।

২১-৩-১৯১৬

সকালে শাস্ত্রীমহাশয় Mayo-তে এলেন—তারপর কাজ করছি এমন সময় খবর এল নিশিবাবু ও বঙ্কুবাবু বাঁকুড়া পরিদর্শন করে এসেছেন—নীচে গিয়ে সব খবর নেওয়া গেল—ভীষণ জলকষ্ট—আমাদের সব কেন্দ্রে কূপ খননের বন্দোবস্ত করে চিঠি লিখলাম—আজ থেকে দ্বিজেনমামা বাঁকুড়ার file আমার হাতে দিলেন—

তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে donors-দের classification শেষ করে—ছাত্রদের সেরে বাড়ি ফেরা।

শরীর সমান—রুচি নেই—নাকের রক্ত বন্ধ হয়নি—কেমন lack of tone—ঘুমও ভালো নয়।

মামীমা Park Davis-এর toothpaste এবং এক silk-এর চাদর দিলেন।

২৭-৩-১৯১৬

কলেজের পর বঙ্কুবাবুব বাসায় গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে—Mayo-তে এলুম—সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে—সটান অমল হোমের বাড়ি—গান পালা চলল—জীবনের B. T. পরীক্ষা পণ্ড হয়েছে—Principal-এর কৃপায় জানলুম।

২৮-৩-১৯১৬

জীবনের বাসায় দেখা করে খবর নিলুম—তাঁর case নিয়ে পরামর্শ করবার জন্যে প্রশান্তের বাড়ি গেলুম—দেখা করে পড়িয়ে ফেরা গেল।

২৯-৩-১৯১৬

কলেজের পর Mayo-তে এলুম—সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে ফেরা—তারপর স্বরেনমামা তাঁর ছাত্রদের (সত্যেন বসু প্রভৃতি) নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আলাপ করে দিলেন—সন্ধ্যায় আমায় গান শোনাবার ফরমাশ হল—শুনিয়ে বাড়ি এলুম।

৩০-৩-১৯১৬

আজ বিকালে শ্রীশবাবুর বাড়িতে, তিনি, আমি ও মহেশবাবু—League-এর সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল—তারপর বিপিনবাবুকে নিমন্ত্রণপত্র দিতে গিয়ে প্রায় ৯টা পর্যন্ত গল্প—তাঁর বই Nationality & Empire—উপহার দিলেন।

৩১-৩-১৯১৬

সকালে Mayo-তে কাজ করে বিকালে কলেজের পর প্রাণকৃষ্ণবাবুর বাড়ি—উষাদের খবর নিয়ে পড়িয়ে বাড়ি ফেরা—ছাত্রের পিতা উপস্থিত ক'মাস আমায় রাখবার আর্জি জানালেন।

মামীমাকে March-এর মাইনে (college) দিলুম।

১-৪-১৯১৬

আজ League-এর annual meeting, সারাদিন Mayo-তে কাজ করে Rammohan Library-তে যাওয়া গেল—বেশ জমল—তারপর শ্রীশবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফেরা।

Mrs. Beasant Rs. 1000 পাঠালেন।

২-৪-১৯১৬

সকালে Mayo-তে workers meeting, বাঁকুড়ায় কূপ খনন এবং চালের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় অনেক কথা ঠিক হলো—তার পর বেলা ৪টা পর্যন্ত ভিন্ন২ কেন্দ্রে খবর দিয়ে চিঠি লিখে—শিবপুরে গেলুম—সেখানে কাজ সেরে বাড়ি ফিরলুম—দ্বিজেনমামা ছাড়া সকলেই আলিপুরে এসেছিলেন—গল্প করা গেল।

Ibsen-এর *When the Dead Awaken* পথে পড়ে ফেলা গেল।

৩-৪-১৯১৬

কলেজের পর কাজ সেরে ৫॥টা পর্যন্ত League-এর চিঠিপত্র লিখে ব্রজেনবাবুর কাছে—কিছুক্ষণ তাঁর Positive Views of the Hindus সম্বন্ধে গল্প করে স্নীতিবাবুর বাড়ি অধিবেশন। স্কুমারবাবুর Function of Art সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল—তার পর শ্রীশবাবুর সঙ্গে ফেরা গেল।

১০-৪-১৯১৬

আজ স্কুমারবাবুর বাড়ির অধিবেশন, অমল Oscar Wilde সম্বন্ধে বললে—তারপর দ্বিজেনমামার সঙ্গে কথা কইতে২ bioscope দেখে বাড়ি ফেরা।

১১-৪-১৯১৬

আজ কলেজের পর Library-তে গিয়ে খানিক পড়া গেল। স্বরেনবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হল।

১২-৪-১৯১৬

আজ কলেজের পর রাখালবাবুর বাড়ি গিয়ে তিনি এবং ননীগোপাল ও আমি সাহিত্য পরিষদে এলুম।

১৩-৪-১৯১৬

কলেজের পর Mayo-তে আজ sub-committee-র প্রথম meeting—Sanitation in Town সম্বন্ধে plan ঠিক হল। তারপর শ্রীশবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফেরা।

১৪-৪-১৯১৬

সকালে টোবলকে পড়িয়ে Mayo-তে গেলুম—আজ centres-এ পাতকুয়া প্রভৃতির টাকা পাঠাবার হিসাব এবং Secy-র tour programme ঠিক করা গেল—সেখান থেকে খেয়ে কলেজ আসা—তারপর ননীগোপাল মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে সাহিত্য সম্মিলন সেরে বাড়ি ফেরা।

বলাইবাবু ও অজিতদার চিঠি পেলুম। বলাই-এর চাকুরি হয়েছে।

১৫-৪-১৯১৬

আজ Market থেকে আমার জুতা ও Tolstoy-এর বই কিনে আনা গেল।

১৬-৪-১৯১৬

সকালে রমেশবাবু ও M. N. Bose-এর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে খাতা দেখা—তারপর শিবপুর গিয়ে দিদিমণিকে দেখে—Medical Club (72 Harrison Road)-এ আমাদের sub-committee-র meeting-এতে এলুম—আজ Education সম্বন্ধে প্রভাস মিত্রের scheme পাশ হলো—তারপর তিনি, দ্বিজেনমামা ও আমি কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলুম—রাত ৯৷৷টা পর্যন্ত নানা কথা—তারপর প্রভাস মিত্রের গাড়ি করে বাড়ি ফিরলুম—তার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হল—চমৎকার লোক!

১৭-৪-১৯১৬

আজ Ist year History-র বাৎসরিক পরীক্ষার marks দিলুম—III year class lecture আজ শেষ করলুম—তারপর বাড়ি এলুম—আজ আমার বাড়ি অধিবেশন—অমল হোম Oscar Wilde বক্তৃতা শেষ করলে—বেশ লাগল। রাতে হাবল ও সুরেনমামা থেকে গেলেন—রাত ২টা পর্যন্ত নানা গল্প করা গেল।

১৮-৪-১৯১৬

সকালটা সুরেনমামাকে Whitman শোনানো গেল—তারপর হাবলকে সঙ্গে করে তার সঙ্গে কথা কইতে২ কলেজ আসা। সেখান থেকে রমেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজেনবাবুর কাছে গেলুম—আমাদের দেশের ঐতিহাসিক গবেষণা প্রধানত কোন দিকে চলা উচিত সে বিষয় সুদীর্ঘ কথা হল—এবং আমাদের দুজনকে তিনি দুটি পথ ধরে কাজ করতে উপদেশ দিলেন ; ছুটির পর তাঁর সঙ্গে কাজ করব—এবং তাঁর Historic Comparative Method শিক্ষা করব।

তারপর জীবনের সঙ্গে দেখা—B.T. পাস হয়েছে শুনে কী relief লাগল বলতে পারি না। পথে মহেশ আতর্থীর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরা। রাতে নীরঞ্জনবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ।

১৯-৪-১৯১৬

দ্বিজেনমামা বাঁকুড়া পরিদর্শনে বেরুলেন।

April, May-র মাহিনা মামীমাকে দিলুম।

২০-৪-১৯১৬

আজ মামাবাবু মামীমা কাশ্মীর গেলেন—একমাসের ছুটি—টোবল Mayo-তে থাকবে ঠিক হল।

কলেজের ঠিকানায় মেজমামীর চিঠির জবাব দিলুম।

২১-৪-১৯১৬

সকালে কবির সঙ্গে দেখা—দেবল তাঁর plaster bust করছিল—সেই studio-তে বসেই তাঁর জাপান, চীন যাওয়া—বক্তৃতা-সম্বন্ধে অনেক কথা হলো। তারপর অধরবাবুর খোঁজ নিয়ে Mayo-তে এলুম—দুপুরে সুরেনমামার সঙ্গে আবার কবির কাছে আসা—তাঁর নতুন গানগুলি শোনা গেল—নতুন ভাব, নতুন সুর—'গানের সুরের আসনখানি' শেখা গেল। Mayo-তে এসে দেখি টোবলের হামজ্বর—সর্বনাশ—তখুনি আলিপুরে নিয়ে আসা—লীলামামীমা এলেন।

২২-৪-১৯১৬

আজ প্রবোধবাবু দেখে গেলেন—গিরীশবাবুকেও খবর দিলুম।

নন্দবাবু, অতুলবাবু বাঁকুড়ায় গেলেন—মহাসভা হবে—আমার যাওয়া হল না।

২৩-৪-১৯১৬

আজ গিরীশবাবু, প্রবোধবাবু দুজনেই দেখে গেলেন—কোনো ভয় নেই—রাতে প্রবোধবাবুর কন্যার আশীর্বাদ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ—সেখানে প্রভাস মিত্রের সঙ্গে কথা হল।

২৪-৪-১৯১৬

আজ টোবল ভালো আছে—বিকালে খুব বৃষ্টি—club-এ গেলুম—অতুলবাবুর বাড়ি কবিকে একদিন অভ্যর্থনা করা হবে তার নিমন্ত্রণ পেলুম।

২৭-৪-১৯১৬

আজ অতুলবাবুর বাড়ি Wellesly Mansion-এতে মজলিশ—কবি, গগনবাবু, অবনীবাবু, দিনুবাবু ইত্যাদি—বেশ জমল! গানের ফোয়ারা।

২৮-৪-১৯১৬

আজ সন্ধ্যায় Mayo-তে কবিকে অভ্যর্থনা—মজলিশ—দিনুবাবু ও কবি পুরোনো গান ও স্বদেশী গান গাইলেন—চমৎকার লাগল।

২৯-৪-১৯১৬

বিকালে East Regime—Grand Opera House-এ দেখে এলুম।

সকালে দিদিমণিদের শিবপুরে দেখে এলুম—ছেলেরা একটু ভালো আছে।

৩০-৪-১৯১৬

সকালে শ্রীশবাবু এলেন—দুপুরে পড়াশোনা—সন্ধ্যায় বহুবাজার থেকে দাদাবাবু ঠাকুমারা এলেন—বেড়ানো গেল। রাত ১২টা পর্যন্ত মামীমার সঙ্গে গল্প।

১-৫-১৯১৬

আজ ভোরে বেরিয়ে কবির কাছে এলুম—প্রায় ১০টা পর্যন্ত অনেক কথা—আজ রাতে চীন, জাপান প্রবাসে যাচ্ছেন—বছরখানেকের মতো—প্রণাম করে এলুম। তাঁর ৫৫তম জন্মদিনে।

তারপর Mayo-তে এসে সারাদিন League-এর কাজ করলুম। সন্ধ্যায় সুরেনমামার সঙ্গে অতুল সেনের বাড়ি অধিবেশন, এলুম—কিছু ইংরাজি ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' পাঠ হল—সুন্দর লাগল।

টোবল আজ স্কুলে গেল, মেজমামীর চিঠি পেলুম।

২-৫-১৯১৬

মেজমামীর চিঠির জবাব দিলুম—বিকালে দ্বিজেনমামা ডাকলেন—Mayo-তে গিয়ে সন্ধ্যাটা সুষমামামীর সঙ্গে নানা কথা—তারপর দ্বিজেনমামা নিশিবাবু, অতুলচন্দ্র সেন এলেন—অতুলবাবুর পতিসহরে রবিবাবুর কিভাবে কাজ চলছে তার বিবরণ শোনা গেল, তারপর খেয়ে দেয়ে ১০৷৷টায় দ্বিজেনমামার সঙ্গে কাজে বসা গেল—উঠে এলুম দু'জনে তখন রাত ৩৷৷টা।

৩-৫-১৯১৬

সকালে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে 'সঞ্জীবনী' অফিসে দেখা করে "মৈত্র সাহেবের বাঁকুড়া ভ্রমণ"—লেখাটা দিয়ে বাড়ি এলুম--কাল সারা রাত প্রায় জেগে ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল—দুপুরে একটুখানি শুয়ে Tolstoy একখানা পড়ে ফেলা গেল।

৪-৫-১৯১৬

আজ ভোরে উঠে গাড়ি নিয়ে station-এ গেলুম—মামীমা ৬৷৷টার Punjab Mail-এ বাড়ি ফিরলেন—দুপুরটা কাশ্মীরের গল্প শোনা গেল—Gorki-র একখানা বই শেষ হল—বিকালে গুণময় এল—তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা—তারপর রাত্তে সোমদেববাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ।

৫-৫-১৯১৬

দুপুরে দ্বিজেনমামার phone, কাজ অনেক জমেছে—সুরেনমামার testimonials ইত্যাদি P. K. Roy-কে দেখাবার জন্যে নিয়ে পাঠিয়ে দিলুম। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে সুলেখাকে চিঠি লিখে বাড়ি এলুম।

৬-৫-১৯১৬

আজ Mayo-তে Sub-committee, চুনীবাবু, কার্ত্তিকবাবু, প্রভাসবাবু প্রভৃতি

সকলে এলেন—Sanitation in Moffusil সম্বন্ধে কথা হল—প্রভাসবাবু আমায় তার Educational Scheme-এর draft দিলেন।

মেজমামা form fill-up করে পাঠালেন।

৭-৫-১৯১৬

দুপুরে দ্বিজেনমামা খবর পাঠালেন—কার্ত্তিক বসুর গ্রাম চিংড়িপোতায় U. P. Schoolটি দেখতে যেতে হবে—৫/৭জন ১/৪০-এর গাড়িতে ছেড়ে ২টায় পৌঁছালাম। তারপর সারা বিকালটা গ্রাম ও স্কুল পরিদর্শন করে tubewell দেখে সন্ধ্যায় কলকাতায়, তারপর ব্রজেনবাবু ও অধরবাবুর খবর নিয়ে বাড়ি এলুম। দু'জনেই বাইরে—দেখা হল না।

মেজমামার চিঠি—মেম্বর হয়েছেন—৬ টাকা বছরে দেবেন। রাখালবাবুর শক্ত অসুখ।

৮-৫-১৯১৬

আজ club-এ গিরিজাবাবু Mann সম্বন্ধে বলবেন—আসবার পথে রাখালবাবুর কাছে গিয়ে দেখি বাঁকারকমের জ্বর—কী দাঁড়াবে বলা যায় না।

৯-৫-১৯১৬

Library-তে সুরেনবাবুকে রাখালবাবুর খবর দিয়ে Mayo-তে গিয়ে কাজ করলুম, তারপর রাখালবাবুকে দেখে বাড়ি ফেরা।

১০-৫-১৯১৬

Imperial-এ পড়ে Mayo-তে গেলুম—নিশিবাবুর সঙ্গে ও দ্বিজেনমামার সঙ্গে কথা হল। মেজমামার চাঁদা ৬ টাকা জমা দিলুম।

তারপর রাখালবাবুকে দেখে বাড়ি ফেরা। আজ খুব কষ্ট বেড়েছে—

১১-৫-১৯১৬

সকালে শিবপুরে দিদিমণিদের দেখে Imperial Library-তে এলুম—১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত পড়া—তারপর রাখালবাবুকে দেখে শ্রীশবাবুর বাড়ি হয়ে বাড়ি ফেরা।

আজ সকালে রাখালবাবুর জ্বর ছেড়েছে—কিন্তু বিকালে আবার এল।

মেজমামাকে চিঠি লিখলুম ও 1916 subscription-এর রসিদ পাঠালুম।

১২-৫-১৯১৬

সকালে Mayo-তে গিয়ে Bombay থেকে গুজরাটি ভদ্রলোক বাঁকুড়ার অবস্থা দেখতে আসছেন—তাঁর সঙ্গে আলাপ করা গেল—তার পর বাড়ি ফিরে সব centre-এ তিন সের চালের ব্যবস্থা করবার খবর দিয়ে, চিঠি লিখে, খেয়ে, ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়া—রাত ১০টার গাড়ি—তিনজনে গল্প করতে২ রাত কেটে গেল—গুজরাটি, জৈন—ওদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক শিখলুম।

১৩-৫-১৯১৬

ভোর তিনটায় পিয়ারডোবা স্টেশনে পৌঁছে আমি নিশিবাবু ও গুজরাটি ভদ্রলোকটি গোশকটে ভৃত্যসহ যাত্রা করলুম—বেলা আন্দাজ ১১টায় পৌঁছালাম, পথে যে-সব পুকুর বাঁধ ইত্যাদি শুকিয়ে গেছে, সেগুলি পরিদর্শন করা গেল—দুপুরে একটু বিশ্রাম করে আবার ৩টায় বেরনো গেল—তিনটে থেকে যতক্ষণ আলো পাওয়া গেল—চতুর্দিকে জলাভাবের অবস্থা ও প্রকাণ্ড খালটির অবস্থা ঘুরে দেখা গেল—রাস্তায় শিউলিগ্রামে রাজেন পল্লিগ্রহীর বাড়ি খেয়ে তখুনি ঘোলা যাত্রা করা গেল—রাত ৩॥টায় পৌঁছানো—নেমে দেখি ১১ টাকার জুতা গাড়ি থেকে গলে কোথায় পড়ে গেছে—একটু ঘুমিয়ে নেওয়া গেল।

১৪-৫-১৯১৬

সমস্ত সকালটা ঘোলা স্কুলটি সম্বন্ধে সব বন্দোবস্ত করা গেল—তারপর একটি কেন্দ্রস্থাপনের জন্য আরো চার বিঘা জমি ঠিক করা গেল—তারপর ঘোলা কেন্দ্রের কার্যাধ্যক্ষ নির্বাচন করে—খেয়ে গোরুর গাড়ি করে, পিয়ারডোবা station যাত্রা —সেখান থেকে ৩টা আন্দাজ ছেড়ে ৪টায় বাঁকুড়া পৌঁছালুম—স্নান করে কাপড় ছেড়ে Michell সাহেবের সঙ্গে দেখা করে—ললিতবাবু ও কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে Night School সম্বন্ধে ও পরে মণ্ডলীর বাঁকুড়া-কেন্দ্র সম্বন্ধে—ঠিক করা গেল—নূতন অধ্যাপক প্রমোদবাবুর সঙ্গে আলাপ করে ভারি সুখী হলুম।

১৫-৫-১৯১৬

আজ সারাদিন গুণময়, Alfred প্রভৃতির সঙ্গে Bankura Night School সম্বন্ধে সব ঠিক করে, কাজ প্রায় আরম্ভ করা গেল। খানিকটা দুপুরে গুণময় ও পুলিনকে পড়ালুম—বিকালটা মেজমামা, মামী, অধরবাবু ও নতুনদাদাকে চিঠি

লেখা। সন্ধ্যায় সকলের সঙ্গে দেখা করে রাত ১১॥টার গাড়িতে রওনা হওয়া। উঠে দেখি অমল বাঁকি থেকে ফিরছে।

১৬-৫-১৯১৬

ভোরে বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় পৌঁছালুম—বাড়ি ফিরে গুছিয়ে নিয়ে দ্বিজেন-মামার সঙ্গে বিকালে দেখা করে সব খবর দিলুম—তারপর একসঙ্গে আলিপুর এলুম।

১৭-৫-১৯১৬

আজ Mayo হয়ে রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম—সেরে উঠেছেন—আমায় রোজ Museum যেতে বললেন কারণ শীঘ্র ৩ মাসের ছুটি নিয়ে change-এ যাবেন। তারপর নতুনদাদা নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেখানে খেয়ে বাড়ি ফেরা।

১৮-৫-১৯১৬

দুপুরে মিউজিয়ামে পড়ে গড়ের মাঠের উপর দিয়ে বাড়ি ফিরছি কি খেয়াল গেল—সটান মাটির উপর শুয়ে পড়লুম—একেবারে মাটির উপর বুক দিয়ে ঘণ্টা-দুই পড়ে থাকা—ভারি একটা শান্তি পেলুম—তারপর বাড়ি এসে মেজমামা ও মামীর চিঠি পেলুম।

১৯-৫-১৯১৬

সকালে একখানা উত্তর ভারতের প্রাচীন মানচিত্র প্রস্তুত করে মিউজিয়ামে গেলুম—রাখালবাবুর কাছে পড়ে Imperial-এ গিয়ে সুরেনবাবু ও হারান চাকলাদারের সঙ্গে দেখা—হারানবাবু Jayswal-এর খবর ও নিমন্ত্রণ দিলেন—June-এর প্রথম সপ্তাহে যেতেই হবে।

তারপর শ্রীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সুজিতকে দেখতে গেলুম—ঘণ্টা-কতক থাকা গেল—অনেক খবর পেলুম—যার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না।

২০-৫-১৯১৬

হরিদাস ভট্টর বিবাহের প্রীতিভোজ—আবার Mayo-তেও ভোজ—দুই-ই একরকম সারা গেল ও রাতটা Mayo-তে কাটানো গেল।

২১-৫-১৯১৬

সকালে League-এর কাজ করে শিবপুরে এলুম—দিদিমণির কাছে খেয়ে Mayo-তে এলুম—কাজ করে দ্বিজেনমামার সঙ্গে হরিনাভি এলুম—বেশ সভা হল—নীলরতনবাবু, প্রাণকৃষ্ণবাবু প্রভৃতি চমৎকার বললেন—শাখাসমিতি স্থাপিত হল।

২২-৫-১৯১৬

নিশিবাবু, দ্বিজেনমামা ও আমি কাজ সম্বন্ধে পরামর্শ করে, সুজিতকে দেখে বাড়ি এলুম।

২৩-৫-১৯১৬

বিকালে অতুল সেনের বাড়ি অধিবেশন, ৺অঘোর চট্টোর ছেলে হরিণের গান শুনালে—চমৎকার—গলা শুনে অবাক হয়েছি—ভারি আনন্দে কাটল।

২৪-৫-১৯১৬

মামাবাবুর সঙ্গে ৮০ টাকার আলমারি কিনে—School Book Society-তে বই ইত্যাদি দেখে, Library-তে পড়ে Mayo থেকে দ্বিজেনমামার সঙ্গে কার্ত্তিকবাবুর বাড়ি আসা গেল—হরিনাভিতে কিভাবে কাজ করা যাবে ঠিক হল—তারপর সুজিতকে দেখে বাড়ি ফিরলুম।

২৫-৫-১৯১৬

রাখালবাবুর সঙ্গে অফিসে দেখা করে—তাঁর বাড়ি থেকে 'Mahayana & Saka Era' প্রবন্ধটি I.R.A.L. (1909) থেকে নিয়ে Mayo-তে এলুম—রাত পর্যন্ত দ্বিজেন-মামার সঙ্গে কাজ করা গেল—রাতটা ছাদে কাটানো গেল—বড়ো ভালো লাগল।

২৬-৫-১৯১৬

সকালে মামীদের দুখানি গান, 'এরে ভিখারী সাজায়ে' ও 'কেন চোখের জলে'—শিখিয়ে Library-তে এলুম—সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়ে বাড়ি ফেরা। সুষমামামীর সঙ্গে খানিকটা বেশ কথা জমল।

চিঠি—১। পলাশডাঙা

২। মালিজোড়া

৩। বড়জোড়া

৪। বেলিয়াতোড়

৫। ভূতশহর

৬, ৭। ব্যক্তিগত সাহায্য প্রার্থীর জবাব

২৭-৫-১৯১৬

দুপুরে শ্রীশবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ সেরে রাখালবাবুর কাছে এলুম—তাঁর Mahayana and Saka Era প্রবন্ধটির proof দেখে দিয়ে এলুম—তারপর সুজিতকে দেখে উষাদের বাড়ি এলুম। অতুল সেন ইত্যাদি সকলে মিলে ঢাকার বিখ্যাত ওস্তাদ ভগবানের সেতার শোনা গেল।

২৮-৫-১৯১৬

সকালে কাগজপত্র এবং ৪৫০ টাকা নিয়ে শিবপুরে গিয়ে পালেদের বাড়িতে কড়িবাবুর কাকা ও সনৎবাবুর সামনে টাকা দিয়ে হিসাব চুকিয়ে ঠাকুরঘরের বন্দো-বস্ত করতে রাজি করিয়ে বাড়ি ফিরলুম, পথে হরি ডাক্তারের কাছে বন্ধক ঘড়ির খবর নিয়ে এলুম। সন্ধ্যায় ঘনঘটা করে জল এল। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বর্ষণ—পৃথিবী জুড়িয়ে গেল—যদি বাঁকুড়ায় এ-জল হয়ে থাকে।

২৯-৫-১৯১৬

Library-তে পড়ে সটান আমাদের অধিবেশনে এলুম—গিরিজাবাবু "Rammohan—was he a Tantric ?" এ বিষয়ে সুন্দর প্রসঙ্গ করলেন।

৩১-৫-১৯১৬

সকালে রাখালবাবুর বাড়ি Kalidas সম্বন্ধে পরামর্শ করে—খেয়ে তার গাড়িতেই Imperial-এ আসা—সারাদিন কাজ করে Mayo-তে এলুম—দ্বিজেনমামা শিবপুর B. E. College-এ নিয়ে গেলেন—inaugural meeting, Prof. Biren Gupta-এর বাড়ি উঠা গেল—তারপর meeting চমৎকার জমল—দ্বিজেনমামা সুন্দর বললেন।

১-৬-১৯১৬

মামাবাবু মামীমাকে নিয়ে সুজিতকে দেখে Mayo-তে এলুম—ঢাকার সেতার

শোনা গেল—তারপর খাওয়া—দ্বিজেনমামা আমায় ধরে রেখে দিলেন—রাত ২টা পর্যন্ত কাজ করা গেল।

২-৬-১৯১৬

সকালে Sibpur College meeting-এর report লিখতে আরম্ভ করলুম—তারপর দ্বিজেনমামার সঙ্গে সুজিতের কাছে—আজ নীলরতনবাবু দেখে দ্বিজেন-মামার diagnosis correct বললেন—তারপর কিরণ বসাককে worker করে Mayo-তে এসে খেয়ে কাজে বসলুম—সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে—খান-কুড়ি চিঠি লিখে—file সাফ করে—বাড়ি এলুম।

৩-৬-১৯১৬

সকালে জুতা আনলুম—(৭৷৷০ টাকা)। দিনটা বেশ কাটল—Mayo থেকে সকলে দুপুরে এসে খেলেন—বিকালে জিনিস গুছিয়ে—B.E. College-এ Meeting-এর report লিখতে বসলুম—শেষ হল তখন ৭৷৷টা, খেয়ে বেরুতে তখন ৮৷৷টা—হেঁটে station-এ আসতে হল। জানতুম ৯।৩৫-এ ছাড়বে—ও হরি, time বদলেছে, ৯।২৫-এ ছেড়ে দিয়েছে—অগত্যা Mayo-তে থেকে গেলুম।

৪-৬-১৯১৬

সকালে উঠে Justice Mitter, Chatterjee ও B. L. Mitter-এর বাড়ি হয়ে zoo-তে এলুম—সারাদিন কাটিয়ে বিকালে Mayo-তে workers conference-এ যোগ দিয়ে, কাজ করে Mayo থেকে খেয়ে Punjab Mail-এ মির্জাপুর রওনা হওয়া গেল। গাড়িতে মোটে ভিড় নেই—বাঙালি বন্ধু চারজন উঠল—বেশ আরামে গল্প ও ঘুম!

৫-৬-১৯১৬

সকাল ১১টায় মির্জাপুর পৌঁছালুম—বাড়িসুদ্ধ সকলে প্রতীক্ষা করছিলেন—আসবামাত্র সকলে যে কী করে একটু কাজে লাগবে তার ভাবনায় অস্থির—ভারি লজ্জা করছে।

অরুণ, শ্রীশবাবু ও মামীমাকে চিঠি লিখলুম। তারপর Jayswal-দের বসতবাড়ি দেখতে গেলুম—প্রকাণ্ড ব্যাপার—মামুলি বন্দোবস্ত থেকে আধুনিক কায়দা সব

বজায় রেখে—যথেষ্ট সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়ে, একেবারে গঙ্গার কোলের উপর বাড়িখানি উঠেছে—বাড়ি দেখে মির্জাপুরের সুবিখ্যাত 'পাক্কাঘাট' দেখতে গেলুম—আগাগোড়া পাথরের কাজ—কী সুন্দর শিল্পনৈপুণ্য। কিন্তু পরিদর্শন ও পরিচর্যার অভাবে নষ্ট হতে চলেছে—এমনি করে কত কীর্তি আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে—তারপর খেয়ে গঙ্গার উপরের ছাদে সারারাত প্রায় জেগে কেটে গেল!

৬-৬-১৯১৬

আজ বিবাহের 'বরাত' আসবে। সারা দিন খাবার তৈয়ারি হচ্ছে—Jayswal আমাকে চাখাচ্ছেন--বিকালে বরযাত্রীরা শোভাযাত্রা করে উপস্থিত—কন্যা-পক্ষেরা সমবেত হয়েছেন তার মধ্যে। উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে আলাপ হল, তিনি আমায় নিয়ে সারা শহর ঘুরিয়ে আনলেন—অনেক কথা হল।

৭-৬-১৯১৬

আজ সারাদিন বিবাহ দেখা গেল, বিকালে উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বেড়াতে২ দেশের কাজ সম্বন্ধে অনেক কথা হল—তিনি আমাদের দলে যোগ দেবেন বললেন।

৮-৬-১৯১৬

আজ 'Hazarataly'-এর অতিথির সঙ্গে বন্ধুত্ব হল—এবং সকলে মিলে বিন্ধ্যবাসিনী অষ্টভুজা দেখে সন্ধ্যায় ফেরা—তারপর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে, গিয়ে Jubbalpore-এর Prof. Satish Ghosh-এর চিঠি নিয়ে এবং তাকে member করে ফেরা গেল।

৯-৬-১৯১৬

ভোরে উঠেই কানাইয়ালাল শর্মা (Bundelkhundi, Mirzapur), নতুন ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে, Tunda Falls দেখে ১০টায় বাড়ি ফেরা, ১০৷৷টায় Bombay Mail ধরে Jubbalpore যাব—তাই তাড়াতাড়ি সব সেরে ঠিক ট্রেন ধরলুম—নামলুম তখন ৭টা, সন্ধ্যার আকাশ মেঘে ভরে এল—মুষলধারে বৃষ্টি—ভিজতে২ Prof. Satish Chandra Ghosh-এর বাড়ি উঠলুম।

১০-৬-১৯১৬

বৃষ্টির পর বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—তাই সকাল২ খাওয়া-দাওয়া করে এক টাঙা ভাড়া

করে সারাদিনের মতো বেড়িয়ে পড়া গেল। Marble Rocks, Narmada Falls, Madan Mahal ইত্যাদি দেখে রাতে বাড়ি ফিরে আসা গেল।

১১-৬-১৯১৬

আজ water works দেখতে যাব কিন্তু পাস পেলুম না—তাই সারাদিন শহর, দেখে ও স্থানীয় নতুন বন্ধুদের সঙ্গে League সম্বন্ধে কথা কয়ে ও member করে কাটানো গেল।

১২-৬-১৯১৬

সকাল থেকে water works দেখার সরঞ্জাম করা—১টায় চাবি ও pass পেয়ে ঘোষালবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে আমি, ছাত্রবন্ধু ও সরগুজার সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মিলে waterworks দেখতে গেলুম—পৌঁছালুম ২টা আন্দাজ—রাস্তা পাহাড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে—চমৎকার লাগল—water works ও দেখবার জিনিস—দেখে ছুটে station-এ এসে—Bombay Mail ধরে—একলা এক গাড়ি অধিকার করে বেরিয়ে পড়লুম—ভোর চারটায় কাশী পৌঁছালুম।

১৩-৬-১৯১৬

ভোরে কাশী পৌঁছে এক্কা করে দশাশ্বমেধ ঘাট, ঈশ্বর চৌধুরীর বাড়ি উঠলাম—ছেলেদের সকলেই বিশেষ যত্ন করেছেন—বিকালে শহর পরিদর্শন করা গেল।

১৪-৬-১৯১৬

সকালে অনেককে একত্র পেয়ে League-এর মেম্বর করে ফেললুম। দুপুরে বেরিয়ে সারনাথ ভালো করে দেখে এলুম—সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার আরতি দেখা গেল।

১৫-৬-১৯১৬

সকালে 'সারস্বত' ভবন—প্রকাণ্ড সংস্কৃত লাইব্রেরি দেখে—Hindu College, দুর্গাবাটি, ভাস্করানন্দ মন্দির দেখে বাড়ি ফেরা। সারাদিন ঝড় হচ্ছে—বিকালে সেই ঝড়ে নৌকাবিহারের বন্দোবস্ত করা গেল—রাত ৯টা পর্যন্ত গঙ্গা বিহার—ভরা জ্যোৎস্না—পূর্ণিমা—গানের পর গান—এমন উপভোগ অনেকদিন করিনি।

১৬-৬-১৯১৬
রামকৃষ্ণ সেবাভবন, মানমন্দির ইত্যাদি দেখে সকালে কাশী দেখার finishing touch দিয়ে—২টার O. P. R. Punjab Mail ধরে মোগলসরাই এসেই corresponding Punjab Mail (4pm)-টায়—সন্ধ্যা ৭॥টায় বাঁকিপুর এলুম—ভাড়া Rs 2.10। Jayswal প্রথম খবর দিলেন—তিনি Tagore Law Lectureship পেয়েছেন—দুজনে রাত ১টা পর্যন্ত নানা কথা কওয়া গেল।

১৭-৬-১৯১৬
সারাদিন Jayswal আমায় নিয়ে Mr. Panda-র পরিচয় করিয়ে দিয়ে নতুন excavation work সব দেখিয়ে আনলেন।

সন্ধ্যাটা দু'জনে মিলে তাঁর লেখাগুলি গুছিয়ে ফেলা গেল।

১৮-৬-১৯১৬
সারাদিন দু'জনে Brahman Empire প্রবন্ধটি press-এর জন্য প্রস্তুত করা গেল। সন্ধ্যায় খেয়ে দেয়ে Lucknow Express ধরে যাত্রা করা গেল। সঙ্গে Jayswal ভাসের লেখা নাটক ও খাম দিলেন। রাত ১২টায় মোকামায় পেঁৗছে—২॥টার গাড়ি ধরে loopline-এ সাবরে যাত্রা—ভাড়া ২॥ টাকা।

১৯-৬-১৯১৬
সকালে সাবরে পৌঁছে সারাদিন মটরের সঙ্গে কাটিয়ে তার Principal, professor ইত্যাদির সঙ্গে দেখা করে—বন্ধুদের সঙ্গে tiffin ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে—৫টার গাড়িতে কলকাতা রওনা হলুম—3rd class passenger—Rs. 3/-

২০-৬-১৯১৬
সকালে কলকাতায় পৌঁছে বাড়ি এলুম—সটান আহার নিদ্রা--কী আরাম—বিকালে বেরিয়ে senate গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা—Tagore Lecture-এর খবর তিনি Registrar এর কাছ থেকে দিলেন—পরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প—তাঁর কালিদাস সম্বন্ধে ২টি প্রবন্ধ দিলেন।

তারপর Mayo-তে গিয়ে সব কাজের হিসাব দিয়ে দেখা করে বাড়ি ফেরা।

২১-৬-১৯১৬

আজ সকালে আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম—Jayswal-এর ছাত্র এবং দত্তদের বাড়ির ছেলে জেনে বেশ warm welcome দিলেন—Tagore Professor-ship নিয়ে অনেক কথা হল।

২৬-৬-১৯১৬

আজ বিকালে League-এর কাজ সেরে দ্বিজেনমামার সঙ্গে A. P. Sen-এর বাড়ি আসা গেল—হু হু বৃষ্টি আর আমাদের গানের পর গান—অতুলবাবু নতুন কিছু গান বেঁধেছেন শোনালেন—আমি 'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ', 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'উতল ধারা বাদল ঝরে', 'নিশীথ রাতের বাদল ধারা' গাইলুম—বেশ জমল।

২৯-৬-১৯১৬

আজ বিকালে মামাবাবু মামীমার সঙ্গে Mayo-তে গেলুম—পথে Imperial-এতে সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে গেলুম। রাতে শাস্ত্রীমহাশয় উপাসনা করলেন লোকনাথ মৈত্রর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে।

৩০-৬-১৯১৬

আজ দুপুরে জিতেন বন্দ্যো, আমার ছাত্র, Ist class Honours পেয়েছেন—দেখা করতে এলেন, সারাদিন গল্প করা গেল—তাঁর Queen Elizabeth-এর note দিয়ে গেলেন।

১-৭-১৯১৬

আজ দুপুরে III year-এর একটি ছাত্র আমায় Elizabeth দিয়ে গেল।

২-৭-১৯১৬

সকালে বেরিয়ে অমল দত্তকে ডেকে তার পড়ার বন্দোবস্ত করে শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি এলুম—সুরেনমামা এসেছিলেন, খেয়ে দু'জনে অনেক গল্প হল—তাঁকে Geddes-এর 'Sex' দিলুম।

তারপর শিবপুরে জোড়াপিসির সঙ্গে দেখা করে গোলমাল চুকিয়ে, একজন

ভাড়াটের সঙ্গে দেখা করে Mayo-তে এলুম—সেখান থেকে League-এর কাজ করে বাড়ি ফেরা।

দ্বিজেনমামা আজ হরিনাভি গেছেন।

৩-৭-১৯১৬

আজ সুনীতিবাবুর বাড়ি বৈঠক—তিনি philosophy সম্বন্ধে কিছু বললেন—তারপর প্রশান্ত, জীবন, সব গল্প করতে২ বাড়ি এলুম।

মামাবাবু গিধনী গেলেন।

৪-৭-১৯১৬

কলেজ খুলল—আজ class বসল না—১২০ টাকা মামীমাকে দিলুম।

৫-৭-১৯১৬

আজ I, II, III year meet করলুম—তারপর ভূপেন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে রাখালবাবুর বাড়ি এসে দেখি তিনি এসেছেন। অনেক কাজ হল।

৬-৭-১৯১৬

IV year meet করে Elizabethan England-এর introductory lecture দিলুম।

৯-৭-১৯১৬

সকালে শ্রীশবাবুর বাড়ি বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা—তিনি Jubilee উপলক্ষে Bombay যাবেন শুনলুম।

বিকালে ননীগোপাল এলে সঙ্গে করে রাখালবাবুর বাড়ি যাওয়া—রমেশবাবু, সুরেনবাবুও জুটলেন—সকলে মিলে কিছু কাজের পরামর্শ করা গেল।

১০-৭-১৯১৬

আজ Mayo-তে কাজ করে সুরেনমামার সঙ্গে বাড়ি আসা গেল—আমাদের club-এর anniversary সম্বন্ধে পরামর্শ করা গেল।

১২-৭-১৯১৬

কলেজের পর বেরিয়ে প্রফুল্ল ঘোষের বাড়ি থেকে Robertson এর Elizabethan literature নিয়ে অনেক গল্প হল—বহুবাজারে নতুনদাদা, দাদাবাবু, ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরা।

মিককাকা আবার বিবাহ করলেন—দত্তদের Clive street-এর বাড়ি ২॥ লাখ টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে তাই নতুন দাদার উইল বদলাতে হবে।

১৩-৭-১৯১৬

IV year ও III+IV year Hons. class নিয়ে Mayo-তে গেলুম—সন্ধ্যা-পর্যন্ত কাজ করে বাড়ি ফেরা—কদিনই শরীরটা কেমন যেন বোধ হচ্ছে।

১৪-৭-১৯১৬

বাড়ি থেকে বেরিয়ে নোটনের জন্য কিছু ছবির বই ইত্যাদি কিনে Imperial-এ গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়া—তারপর শ্রীশবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফেরা।

মির্জাপুরের কানাইয়ালাল শর্মা member হয়ে form পাঠালেন।

১৫-৭-১৯১৬

সকালে জয়সওয়াল-এর চিঠি পেয়েই আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম—Tagore–professorship সম্বন্ধে কি হল wire করে দিলুম।

ফেরবার পথে রমেশবাবুর বাড়ি হয়ে এলুম—India সম্বন্ধে আমার III year lecture-এর plan করে এলুম। দুপুরে Watts সাহেবের জন্য কাজ করলুম এবং Jayswal-এর চিঠির জবাব দিলুম।

Pearie member হতে ও কাজ করতে রাজি রয়েছে। Sharma-র চাঁদা আট আনা পেলুম।

১৬-৭-১৯১৬

দুপুরে হীরেন এল, তার admission নিয়ে কথা কয়ে—তার সঙ্গে রমেশবাবুর বাড়ি হয়ে Mayo-তে এলুম—আজ নোটনের জন্মদিন, বেশ আমোদে কাটল।

১৭-৭-১৯১৬

আজ কলেজের পর ব্রজেনবাবুর বাড়ি—সেখানে সত্যেন, রাধাকুমুদ ইত্যাদি

ছিলেন—রবিবাবুর খুব সমালোচনা চলছিল—শুনে এলুম—তারপর রাখালবাবুর বাড়ি হয়ে প্রশান্তদের বাড়ি এলুম—আজ অধিবেশন—আমার Geography of Kalidas সম্বন্ধে আলোচনা চলল।

১৯-৭-১৯১৬

আজ কলেজের পর উষাকে দেখে বাড়ি ফেরা—তারপর বিপিনবাবুর ছেলে জ্ঞানাঞ্জনের জন্মদিন, নিমন্ত্রণ সেরে বাড়ি ফেরা।

২০-৭-১৯১৬

মেওতে অজিতদার সঙ্গে দেখা হল। কিছুদিনের জন্য এসেছেন।

২১-৭-১৯১৬

শিবপুরে দিদিমণির ছোটননদকে দেখে Mayo-তে এলুম—দ্বিজেনমামার আজ বক্তৃতা—Sibpur College-এতে—তার notes type করিয়ে দিলুম—কিছু কাজ করে বাড়ি ফেরা।

২২-৭-১৯১৬

আজ অজিতদা রাতে থাকলেন, অনেক গল্প হল—সারাদিন Foreign Relations of India সম্বন্ধে materials collect করলুম।

২৩-৭-১৯১৬

সকালে মামীমারা Mayo-তে এলেন—আমি দুপুরে রাখালবাবুর বাড়ি meet করে—'সন্দেশ' কিনে বাড়ি ফিরলুম—টোবলদের চড়ুইভাতি—বেশ খাওয়া গেল।

২৪-৭-১৯১৬

আজ কলেজের পর রাখালবাবুর বাড়ি দেখা করে Club-এ যোগ দিলুম—অমলের বাড়ি—আমার Geography of Kalidas শেষ করলুম—বেশ জমেছিল।

২৫-৭-১৯১৬

কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে নিশিবাবুর সঙ্গে দেখা। দু'জনে মিলে Ramdas

Khemji-এর Will-এর account শেষ করা গেল। তারপর Imperial Library হয়ে বাড়ি ফেরা।

২৬-৭-১৯১৬

কলেজের পর প্রশান্ত ডেকেছিল—হু হু করে বৃষ্টি—দেখা করে শ্রীশবাবুর বাড়ি হয়ে বাড়ি ফেরা।

College থেকে Hopkins-এর India আনলুম।

২৭-৭-১৯১৬

কলেজ সেরে বঙ্কুবাবুকে দেখে দ্বিজেনমামার সঙ্গে phone-এতে কথা কয়ে বাড়ি ফেরা—শরীরটা ভারি খারাপ লাগছে—বিশেষ বিকালে। Library থেকে Heitland's Roman Republic Vol. II আনলুম।

২৮-৭-১৯১৬

কলেজের পর Mayo-তে এসে Dr. Seal-এর lecture-এ আসা গেল। 'Hindu ethics' চলছে।

৩১-৭-১৯১৬

সকালে সটান Station-এ—Jayswal ও Ali Imam Hyderabad থেকে এলেন—দুপুরে Imperial Library-তে meet করবার কথা হল—আমি কলেজের পর রাখালবাবুকে নিয়ে উপস্থিত হলাম—অনেক কথা হল—তারপর আবার কলেজে এসে Historical Society-র meeting-এ preside করে—club-এ আসা—Prof. সতীশবাবু War & its problems সম্বন্ধে বললেন।

কলেজ থেকে (1) Macdonell (2) Havell (3) Risly (4) Jainism (5) Theism (6) Ramayana আনলুম।

১-৮-১৯১৬

বিকালে রাখালবাবুর বাড়ি বিজয় মজুমদার, সুরেনকুমার, হেম দাশগুপ্ত—যতীন রায়, ননী মজুমদার ও আমি—সকলে বসে কথাবার্তা কওয়া গেল—

বিজয়বাবুর পাণ্ডিত্য বাস্তবিক অসাধারণ, আমাদের দলে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেন।

৩-৮-১৯১৬

কলেজের পর হরিদাসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম—টিকিট সংগ্রহ করতে—আজ Star Theatre-এ মৃচ্ছকটিক—সংস্কৃতে অভিনয় হবে। টোলের ছাত্ররা অভিনয় করবে।

টিকিটের ব্যবস্থা করে—কড়িবাবুকে দিদিমণির বাড়ির Municipal tax দিয়ে একজন ভাড়াটের সন্ধান নিয়ে মেওতে এলুম—সেখানে কাজ করে—কিছু খেয়ে ছুট—ঠিক সময় Star-এ উপস্থিত, দল করে বেশ বসা গেল—৯টা থেকে প্রায় ৫টা পর্যন্ত অভিনয়—অথচ সমানে উপভোগ করা গেছে—এমন যে হবে আশা করিনি—

লীলামামীমার শরীর খারাপ হয়েছে।

৬-৮-১৯১৬

আজ মহেশ আতর্থীর ছেলের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা সেরে—সুনীতিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সুকুমারবাবুর বাড়ি উপস্থিত—তার নূতন ব্যঙ্গ নাটক শোনা গেল—এবং তার অভিনয় সম্বন্ধে কথা কওয়া গেল।

৭-৮-১৯১৬

আজ কলেজের পর রাখালবাবুর সঙ্গে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্যনির্বাহক সমিতিতে যোগ দেওয়া গেল—তারপর Dr J. C. Bose (সভাপতি)-এর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরা।

৮-৮-১৯১৬

Mayo-তে গিয়ে কাজ করছি এমন সময় লীলামামীমার Exam.-এর result এল, enteric fever সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বড়ো ভাবনার কথা।

শ্রীশবাবু Mayo-তে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফেরা গেল।

৯-৮-১৯১৬

কলেজের পর রাখালবাবুর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য পরিষদে আসা—কাজ সেরে রমেশবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফেরা।

১০-৮-১৯১৬

আজ অধর আসেননি, তাঁর class শুদ্ধ নিলুম—তারপর রাখালবাবুর বাড়িতে দেখা

করে এলুম—আজ Simla যাচ্ছেন। Hindu University সম্বন্ধে কথা হল।

বাড়ি ফেরবার সময় বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলুম—C. R. Das-এর কন্যার বিবাহ নিয়ে discussion হল।

উপেন ভদ্রকে ৪খানি drama পড়ে ফেরত দিলুম।

১১-৮-১৯১৬

আজ Imperial Library হয়ে Mayo-তে গেলুম—রাত পর্যন্ত কাজ করে বাড়ি ফেরা আজ।

সুরেনমামাকে বই ফেরত দিলুম—2nd vols পড়া হল।

১২-৮-১৯১৬

আজ সারাদিন notes লেখা—সন্ধ্যায় মামাবাবুর সঙ্গে Mayo-তে গিয়ে দেখি লীলামামীমা কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

১৩-৮ ১৯১৬

সকালে ইন্দুমতী তাঁর মামাতো ভায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এলেন—তার-পর অমল এল, তার পড়ার বন্দোবস্ত করে বিপিনবাবুর বাড়ি গেলুম। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মতিথি উপলক্ষে উপাসনা হল। সন্ধ্যায় কানাইবাবুর ছেলের বিবাহে নিমন্ত্রণ।

লীলামামীমা একই রকম।

১৫-৮-১৯১৬

কলেজের পর পরিষদের meeting-এ গেলুম—ডাঃ বসু সভাপতি উপস্থিত—সকলের সঙ্গে পরিচয় করলেন—চমৎকার বক্তৃতা দিলেন।

১৬-৮-১৯১৬

কলেজের পর Historical Society নতুন session-এর জন্য inaugurate করে শ্রীশবাবুর বাড়ি হয়ে বাড়ি ফেরা।

১৭-৮-১৯১৬

কলেজে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে ভাষা পড়বার বন্দোবস্ত করা গেল—তারপর

Honours Class-এ যাচ্ছি এমন সময় সার্জেন সাহেব হাজির Summons to Jurors—4/30-তে Coroner's Court-এ যেতে হবে—class সেরে ছুটে গেলুম—আমায় আবার foreman করলে—সেখান থেকে Mayo-তে লীলা-মামীমাকে দেখে league-এর কাজ সেরে ফেরা। K. G. Gupta-র ছেলে যতীন গুপ্তের সঙ্গে আলাপ হল।

১৮-৮-১৯১৬

সারাদিন note লেখা গেল—বিকালে মামীমার সঙ্গে Mayo-তে যাওয়া গেল—লীলামামীমা বেশ ভালো আছেন—

Peri ১০ জন member করে পাঠিয়েছে—রেখে এলুম।

১৯-৮-১৯১৬

সকালে আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম—আজ Jayswal-এর Professorship ঠিক হবে—আমায় senate-এ যেতে বল্লেন—বেলা ৩টা থেকে ৭টা পর্যন্ত meeting, খবর পেলুম—Senate pass করেছে—তক্ষুনি wire করে দিয়ে বাড়ি এলুম।

সুরেনমামা এসেছিলেন—খাওয়া দাওয়া গল্প করা গেল।

২৮-৮-১৯১৬

আজ Patiala College-এ application পাঠালুম।

মেজমামীকে চিঠি লিখলুম।

২৯-৮-১৯১৬

আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করে জানলুম Jayswal-এর সম্বন্ধে Senate-এর decision-ই final—লিখে দিলুম।

৩০-৮-১৯১৬

কলেজের পর শ্রীশবাবুর বাড়ি হয়ে রাস্তায় বৃষ্টিতে স্নান করে বাড়ি ফেরা।

৩১-৮-১৯১৬

আজ August-এর মাইনে পাওয়া গেল।

১-৯-১৯১৬

ছোটমাসির শরীর আবার খারাপ হয়েছে, দিদিমা দেখতে গেলেন—আমি কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে কাজ করছি—অজিতদাদা হঠাৎ উপস্থিত—স্বজিতের প্রায় শেষ অবস্থা, delirium দেখা দিয়েছে—১৪ দিনের ছুটি নিয়ে রাঁচি যাচ্ছেন।

২-৯-১৯১৬

মেজমামাকে চিঠি লিখলুম।

৩-৯-১৯১৬

আজ দুর্গাকে নিয়ে যেতে বলাইবাবু এলেন—আমাব নূতন suit বান্ধব ভাণ্ডার থেকে এল।

৪-৯-১৯১৬

কলেজে প্রফুল্ল চৌধুরীর ভাই খবর দিলে গত রবিবার বেলা ১॥ টায় স্বজিতের মৃত্যু হয়েছে—কলেজের পর বহুবাজারে নতুনদাদার খবর নিয়ে প্রফুল্লর কাছে স্বজিতের খবর শোনাবার জন্যে সমবায় ভবনে রাত ৯টা পর্যন্ত কাটালুম—।

৫-৯-১৯১৬

কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে কাজ করা গেল—তারপর সুরেনমামার testimonialsগুলি type করবার জন্য নিয়ে বাড়ি ফেরা।

৬-৯-১৯১৬

কলেজের পর Institute-এতে মুকুন্দ দাসের যাত্রা 'সমাজ'—শুনতে বসলুম—আদর্শের তুলনায় কিছু না—too much conscious preaching—৮টার মধ্যে উঠে পড়ে গোকুলদের স্কুলে অভিনয়ে এলুম—বেশ করলে। হীরেন এসেছিল—পিসেমশাইরা Hills-এ গেছেন।

৭-৯-১৯১৬

কলেজের পর অমলের বাড়ি অজিতদার মার সঙ্গে দেখা করলুম—প্রফুল্ল চৌধুরী ও দ্বিজেনমামা এলেন—স্বজিতের শেষ অবস্থার কথা শোনা গেল।

তারপর বিপিনবাবুর বক্তৃতায় এলুম এবং একসঙ্গে বাড়ি ফেরা গেল।

৮-৯-১৯১৬

বহুদিন পরে তাতার সঙ্গে দেখা করলুম—সমাজ সংক্রান্ত অনেক কথা হল, তারপর Mayo-তে গিয়ে কাজ করে সমাজে প্রতুলবাবুর বক্তৃতায় এলুম—বিশেষ কিছুই লাভ হল না। সভাপতি রামানন্দবাবু বেশ জোরের সঙ্গে দু-চার কথা বললেন।

১০-৯-১৯১৬

সকাল ৭৷৷টায় Armenian ঘাটে steamer ধরে কোলাঘাট যাত্রা করা গেল—সকলে বেশ enjoy করা হল—রাতে আমরা যে কয়জন থাকলুম—জ্যোৎস্নায় boating—চমৎকার গানে গানে মাৎ! রাত ২৷৷টার ট্রেনে আবার বেরিয়ে ভোরে পৌঁছানো—Mayo-তে চা খেয়ে সমাজে সুজিতের শ্রাদ্ধে আসা গেল। ৯৷৷টায় সভা ভাঙতেই—ছুটে বাড়ি ফিরে কোনোরকমে কাপড় পরে বই নিয়ে কলেজে এলুম।

১১-৯-১৯১৬

রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম, কুমার শরৎকুমার এলেন—তাঁর বাড়িতে একদিন meeting করবার জন্য।

১২-৯-১৯১৬

আজ কলেজের পর খোদনের সঙ্গে সকলে গিরিজাবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণে গেলুম—বেশ জমল—তারপর ট্রামফেল হয়ে দ্বিজেনমামার সঙ্গে Mayo-তে হাজির, রাতটা জ্যোৎস্নায় ছাদে প্রায় কাটল।

১৩-৯-১৯১৬

Mayo থেকেই কলেজ সেরে ফের Mayo তে আসা, আজ বুলবুলের নামকরণ হল—(ইন্দিরা)।

১৬-৯-১৯১৬

আজ বিপিন পালের মেয়ের engagement—সারাদিন সেখানে বেশ আমোদে কাটল—ব্রজেন গাঙ্গুলী গান করলেন—তাঁর সঙ্গে আলাপ হল।

১৭-৯-১৯১৬

কলেজের পর উষার সঙ্গে দেখা করে, রাখালবাবুর বাড়ি এসে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য পরিষদে এলুম। কাজ সেরে কুমার শরৎকুমারের মটরে আমি ও রাখালবাবু ফিরলুম।

১৮-৯-১৯১৬

কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে বঙ্কুবাবুর সঙ্গে কিছু কাজ করে দ্বিজেনমামার সঙ্গে শচীর জন্মদিনের নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া গেল। সেখানে খোদন তাতার সঙ্গে দেখা ও ঢাকায় যাবার কথা হল।

১৯-৯-১৯১৬

বুধবার প্রায় ঘণ্টাচারেক lecture দিয়ে সব কাজ সেরে শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরা।

২০-৯-১৯১৬

আজ কলেজের কাজ সেরে অপেক্ষা করছি, Farewell meeting হবে—হঠাৎ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হল—meeting postponed—ট্রাম বন্ধ—রাস্তায় জল জমেছে—কোনো ক্রমে রাখালবাবুর বাড়ি আসতেই কাপড় ভিজে গেল—তিনি কাপড় ছাড়িয়ে রাতে তাঁর কাছে থাকতে বললেন। থেকে গেলুম—বাঙলার ইতিহাসের 2nd vol. সম্বন্ধে কথা হল।

২১-৯-১৯১৬

আজ সকালে রাখালবাবুর বাড়ি থেকে ফিরলুম—বেলা ৮টায় ট্রাম চলতে আরম্ভ করল। বাগানে এসে দেখি গাছপালা পড়ে একাকার হয়েছে।

সারাদিন বাড়িতে রইলুম—Gorky-র "Outcaste" পড়ে ফেললুম।

২২-৯-১৯১৬

কলেজে guard only—Ist. and IV ও year exam.—কাগজ গুছিয়ে রেখে—অধরবাবুর কাছে দেখা করতে গেলুম। তাঁর কাগজ দেখা সম্বন্ধে directions নিলুম—next session থেকে তিনি নিশ্চয়ই কাজ ছাড়বেন—তখন আমাকে

তাঁর Honours-এর Middle Age এবং pass-এর Indian History-নিতে হবে। প্রস্তুত হতে বললেন।

1st year ছেলেদের আজ African civilization সম্বন্ধে ছবি দেখালুম, তারপর Dr. Walt ও Prof. Scrimgour-এর Farewell meeting-এতে এলুম।

২৫-৯-১৯১৬

আজ সাহিত্য পরিষদের meeting সেরে রাখালবাবুর সঙ্গে কথা কয়ে রমেশবাবুর সঙ্গে ফিরলুম।

২৬-৯-১৯১৬

মেজমামীর চিঠির জবাব দিলুম—খোদনমামার সঙ্গে দেখা করে ঢাকায় যাবার ঠিক করলুম।

২৭-৯-১৯১৬

সকালে College duty সেরে উপেন ভদ্রর বাসায় গিয়ে তার বই দেখলুম—প্রায় ৮/৯ খানা বই দিলে।

তারপর Mayo-তে গিয়ে দ্বিজেনমামার সঙ্গে রামমোহন লাইব্রেরিতে গিয়ে anniversaryতে যোগ দিলুম।

২৮-৯-১৯১৬

Mayo-তে মামাবাবুর গিধ্‌নি থেকে আজ বাড়ি ফেরার খবর দিয়ে college-এ গেলুম—তারপর college hostel-এ Douglas সাহেবের farewell-এতে যোগ দিয়ে অরুণের সঙ্গে দেখা করলুম—দীনেশবাবু বেশ interest নিয়ে কথাবার্তা কইলেন।

Sept. & Oct.-এর দরুন মাহিনা মামীমাকে জমা দিলাম—(২২০ টাকা ১০ আনা)। অমলকে Strindberg ও Gorky-র 2 vols. ফেরত দিলুম।

২৯-৯-১৯১৬

কলেজের পর Mayo-তে এলুম Burdwan flood-এর Geographyটি map-এতে study করা গেল—তারপর কাজ করতে২ শশীবাবু এলেন—দ্বিজেনমামা

একসপ্তাহের ছুটি দিলেন—ঢাকা যাওয়া ঠিক হল—টিকিটের টাকা দিলুম (২০ টাকা)।

সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী, চণ্ডীদাস পদকল্পতরু ও দোহাকোষ-এর জন্য ১০ টাকা নন্দবাবুকে দিয়ে এলুম। Maeterlinck শেষ হল—চমৎকার! সুষমা-মামীকে দিয়ে এলুম।

৩০-৯-১৯১৬

সকালে প্রশান্তের সঙ্গে দেখা করে শ্রীশবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণে এলুম—একসঙ্গে "রাজা" নাটকখানি পড়া গেল—তারপর বাড়িতে আসতেই হরিদাস, মণি, নিমাই ইত্যাদি হাজির—তাদের নিয়ে বাগান দেখালুম।

সন্ধ্যাটা মামাবাবু, মামীমা, সুমতীদিদি, আমি গল্প করা গেল—Bernard Shaw's Man of Destiny শেষ হল।

১-১০-১৯১৬

রাতে কলকাতা থেকে ১০টার ট্রেনে ঢাকা রওনা হওয়া গেল। শশীবাবু তাঁর স্ত্রী ও পার্বতীবাবু ও খোদনের সঙ্গে যাচ্ছি। পদ্মার গৌরব প্রথম চোখে পড়ল।

২-১০-১৯১৬

সারাদিন প্রাণ ভরে পদ্মার বুকে enjoy করে সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছানো গেল—তাতা, খোদন সব নিজের দল—বেশ at home বোধ হল।

৩-১০-১৯১৬

আজ প্রথম Conference—শশীবাবু reception committee-র chairman, শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা—দুপুরে discussion, রাতে হেমদিদির উপাসনা। আমরা chorus-এ গান করলুম—বেশ জমল।

৪-১০-১৯১৬

আজ conference সেরে club-এ গিয়ে Billiard খেলা দেখা গেল—তারপর বাড়িতে এসে গল্প—হাসির ফোয়ারা !!

সকালে নতুন গান শেখানো গেল টুলু, স্মৃতিদিদি।

৫-১০-১৯১৬

আজ conference শেষ হল—Dacca town ও সব দেখে নিলুম—খোদনের সতীশমামার সঙ্গে, আজ discussion চমৎকার জমল।

৬-১০-১৯১৬

ভোরে তাতা, টুলু, খোদন, ছোটকু ও আমি কাওরাইল যাত্রা করলুম—সন্ধ্যায় ফেরা গেল—সারাদিন কি উপভোগ করেছি বলা যায় না—রাতে তাতার গল্প অভিনয় হল।

৭-১০-১৯১৬

সকালে খোদনের ক'একটি আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে আলাপ কোরে, খেয়ে, ১২টার ট্রেনে ভাটপাড়া যাত্রা করা গেল—সন্ধ্যায় ভিজে স্নান করে পোঁছানো। ঘণ্টাখানেক সব দেখে, নৌকা করে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নায় বেয়ে আসা সে এক অপূর্ব অনুভূতি—তারপর ট্রেনে করে রাত ৩টায় বাড়ি ফেরা।

৮-১০-১৯১৬

সকালে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ১২॥টার ট্রেনে ঢাকা ছেড়ে ১টায় নারায়ণগঞ্জ এসে—১॥টায় জাহাজ ছাড়ল। রাত ১০টায় গোয়ালন্দ আসা ও ট্রেনে ওঠা। বরাবর পুরীর উকিল সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে আসা—বেশ আলাপ হল—আমায় পুরী যেতে অনুরোধ করলেন।

৯-১০-১৯১৬

সকালে কলকাতায় পোঁছে Mayo-তে উঠলুম—তারপর বিশুবাবুর কাছে Burdwan flood relief work-এর সব খবর নিয়ে বাড়ি এলুম।

১০-১০-১৯১৬

সকালে রাখালবাবু সস্ত্রীক ছেলেদের নিয়ে বাগানে বেড়াতে এলেন—মামীমার সঙ্গে আলাপ হল।

সারাদিন Mayo-তে কাজ করে, রাতে সুরেনমামার tea-তে যোগ দিয়ে বাড়ি ফেরা।

১১-১০-১৯১৬

আজ মটর আবার যাবে—সন্ধ্যায় বেরুল—রাতে Shaw-র শেষ volume খানি পড়তে আরম্ভ করলুম।

Mayo থেকে সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী এল।

১২-১০-১৯১৬

সকালে লীলামামীমা এলেন—শীঘ্রই হাজারীবাগ যাচ্ছেন—বিকালে Mayo-তে দ্বিজেনমামা ডাকলেন—নিশিবাবু কাটোয়া থেকে এসেছেন—প্রমথ এসেছিল কথাবার্তা হল—তারপর ওপরে গিয়ে সুষমামামীমার সঙ্গে দেখা—আজ তাঁর জন্মদিন শুনে থেকে গেলুম—দ্বিজেনমামা, সুরেনমামা, বুড়ীমাসী সকলে বসলেন। আমায় Browning পড়বার হুকুম হল—বেশ জমল।

১৩-১০-১৯১৬

লীলামামীমা হাজারিবাগ গেলেন।

১৫-১০-১৯১৬

শ্রীশবাবুর বাড়ি থেকে মেজমাসীর বাড়ি গিয়ে দেখা করে এলুম।

শিবপুরে গিয়ে ভাড়াটের সঙ্গে কথা ঠিক করে এলুম।

১৬-১০-১৯১৬

উষার কন্যা দেখে এলুম, তারপর সুরেনকুমারের বাড়ি গিয়ে দেখা করে এলুম।

১৮-১০-১৯১৬

Mayo-তে গিয়ে দেখি দ্বিজেনমামা হঠাৎ Shillong চলে গেছেন—আমায় Report পাঠাতে বলেছেন।

১৯-১০-১৯১৬

Report তৈরি করে দ্বিজেনমামাকে Shillong-এ পাঠালুম।

২০-১০-১৯১৬

সকালে অরুণ অসিতবাবু ও দেবলকে নিয়ে হাজির—তাদের বাগানে picnic।

মান্যবর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এলেন, বেশ আলাপ হল। আমার গান ও আবৃত্তি শুনে খুব আনন্দিত হলেন। কথা কয়ে বাস্তবিক লাভ হল। "কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না" গাইলাম।

২১-১০-১৯১৬

ভোরে মাসীমা স্কুলে ফিরলেন, তাঁর ছুটি শেষ হল—জোলাপ নিলুম—শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না।

২২-১০-১৯১৬

সকালে শ্রীশবাবু এলেন—"ফাল্গুনী" ও শ্রীবিলাস পড়া গেল—মামীমারা Mayo-তে গেলেন।

২৩-১০-১৯১৬

বাইরে যাব, তার যো নেই, বাদলা—তার উপর পরীক্ষার paper দেখবার তাড়া—Hauffman ও Shaw 2 vols. শেষ করা গেল।

২৪-১০-১৯১৬

ভিন্ন ২ Centres-এ, Peri-কে জব্বলপুরে, পুলিন ও গুণময়কে চিঠি লিখলুম।

সারাদিন কাগজ দেখা। বিকালে রাখালবাবু phone করলেন—একদিন দেখা করবার জন্য। সন্ধ্যায় Mayo থেকে সকলে এলেন। সুরেনমামাকে Bernard Shaw ও Hauffman-এর Coming of Peace ফেরত দিলুম। লীলামামীকে লিখলুম।

২৫-১০-১৯১৬

সুরেনমামা ও সুষমামামী এলেন, নতুন বই পড়তে দিলুম।

২৬-১০-১৯১৬

দুপুরে বেরিয়ে School Book Society থেকে টৌবলের জন্মদিনের উপহার বইগুলি ও কিছু বাঙলা বই কিনে আনলুম।

দ্বিজেনমামা—Shillong থেকে এলেন।

২৭-১০-১৯১৬

দুপুরে Mayo-তে এলুম—নিশিবাবু, দ্বিজেনমামা ও আমি তিনজনে কাজের programme Nov. Dec. ঠিক করে ফেলা গেল।

তার পর বঙ্কুবাবুর সঙ্গে দেখা করে দ্বিজেনমামার সঙ্গে বেরিয়ে বাড়ি ফেরা।

২৮-১০-১৯১৬

আজ টোবলের জন্মদিন, সারাদিনটা বেশ স্ফূর্তিতে কাটল—দুপুরে Zoo library-তে বই গোছালুম: Asiatic Society Journal 1865-1900 পর্যন্ত প্রায় complete আছে।

সন্ধ্যায় কৃষ্ণপ্রসাদবাবু ও কিরণ এল—গল্প হল, পরে কালীবাবু উপাসনা করলেন—দ্বিজেনমামা সুরেনমামা এলে বেশ জমল।

২৯-১০-১৯১৬

আজ মামাবাবু গিধনি গেলেন—১০ দিনের ছুটি নিয়ে।

৩০-১০-১৯১৬

আজ শ্রীশবাবুর বাড়ি গিয়ে কথাবার্তা। সুধাংশু ধরলেন গান করতে হবে—গাওয়া গেল।

৩১-১০-১৯১৬

আজ কলেজ খুলল—Principal বেশ warm reception দিলেন—জ্ঞানবাবু congratulate করলেন।

১-১১-১৯১৬

কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে নিশিবাবু, বঙ্কুবাবু প্রভৃতি মিলে পরামর্শ করা গেল। তারপর উপরে গিয়ে মামীমার জন্মদিন celebrate করা গেল।

২-১১-১৯১৬

কলেজের পর বঙ্কুবাবু ও আমাদের assistant বাবু মিলে বাঁকুড়ার হিসাব ঠিক করা গেল।

তারপর রাখালবাবুর বাড়ি গিয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাস 2nd volume-এর proof পড়া গেল ও কথাবার্তা কওয়া গেল।

৩-১১-১৯১৬

কলেজের পর আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করে Mayo-তে এলুম, সেখান থেকে প্রফুল্ল চৌধুরীর সঙ্গে বাড়ি ফেরা গেল।

৪-১১-১৯১৬

সকালে শিবপুর গিয়ে বাড়িটা পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করে এলুম—বিকালে কল্যাণ চৌধুরী এল—তার পড়ার পরামর্শ দিয়ে কিছু বই পড়তে দিলুম—সুরেনমামা ও নোটন এলেন—সন্ধ্যা থেকে ভারি depression।

শ্রীশবাবু বই কেনবার দরুন ৩ টাকা দিয়ে গেলেন—বিপিনবাবু ফিরেছেন।

৬-১১-১৯১৬

উষার কন্যার জাতকর্ম উপলক্ষে গেলুম, সকলের সঙ্গে দেখা হল।

৭-১১-১৯১৬

আজ সারাদিন খেটে বাঁকুড়ায় কাজের শেষ account মিলিয়ে ও report ঠিক করে বাড়ি ফিরলুম।

৯-১১-১৯১৬

কলেজের পর হরিদাস নির্মল ও অরুণকে 'বলাকা' পড়ে শোনানো গেল—তাকে তিনখানা কবির বই উপহার দিলুম।

১০-১১-১৯১৬

আজ দুপুরে দিদিমণিকে নিয়ে শিবপুরে গেলুম—তাদের সেখানেই থাকা ঠিক হল।

১১-১১-১৯১৬

সারাদিন শিবপুরে মিস্ত্রী খাটিয়ে মটরকে station-এ see-off করে বাড়ি ফিরলুম—সুরেনমামা, তারিণীবাবু এসেছেন, গল্প হল।

১২-১১-১৯১৬

সকালে শ্রীশবাবুর কাছে গিয়ে ফিরতে দেখি তারিণীবাবু ও স্থমতিমাসী ডায়মণ্ড-হারবার যাচ্ছেন—বিকালে Mayo-তে গেলুম—বহুকাল পরে Committee-র meeting হল—আগামী রবিবার আবার sitting হবে—সব কাজ হল না বলে।

স্থষমামামীর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি এলুম।

১৬-১১-১৯১৬

Mayo-তে গিয়ে কাজ করা গেল—অমল কাজে যোগ দিয়েছে—মহেশবাবুর সঙ্গে দেখা হল।

১৭-১১-১৯১৬

Museum এসে রাখালবাবুর application for Carmichael Chair ও synopsis of lectures দেখে বাড়ি ফেরা গেল।

অমল league-এর কাজে যোগ দিলে।

১৮-১১-১৯১৬

শিবপুরে গিয়ে রাজ-মজুরদের সঙ্গে সারাদিন খাটা—সন্ধ্যায় বেরিয়ে অনাথের কাছে সানাপাড়ায় গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করা গেল।

১৯-১১-১৯১৬

ভাড়াটেদের বসিয়ে শিবপুরে সব কাজ সেরে—সন্ধ্যায় Mayo-তে এলুম—Committee-র decision শোনা গেল—তারপর বাড়ি এলুম—রাতে দ্বিজেনমামা এসে আলিপুরে খেলেন।

২০-১১-১৯১৬

কলেজের পর সাহিত্য পরিষদে যাওয়া—আজ Governor রমেশ ভবনের প্রতিষ্ঠা করলেন—তারপর স্থনীতি ও রমেশবাবুর সঙ্গে ট্রামে করে ফেরা গেল। পথে B. L. Mitter-এর বাড়ি নেমে দেখা করা গেল।

২১-১১-১৯১৬

কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে দেখি দ্বিজেনমামার শরীর খারাপ, নন্দবাবুর জ্বর —কাজ করে বাড়ি ফেরা গেল।

২২-১১-১৯১৬

ভোরে রাখালবাবু ও প্রফুল্ল ঠাকুর বাগানে বেড়াতে এলেন, তাদের নিয়ে ঘোরা গেল—তারপর College সেরে প্রশান্তর বাড়ি—সেখানে তাতা এল—তিনজন মিলে নানা কথাবার্তা হল।

লীলামামীমার চিঠি পেলুম।

২৩-১১-১৯১৬

Honours class সেরে Historical Society-তে preside করা গেল—Impeachment of Warren Hastings বেশ জমল।

২৩-১২-১৯১৬

সকালে শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে—বিপিনবাবুর বাড়ি খেয়ে Dr. Allen-এর কাছে পরীক্ষা দিয়ে, বাড়ি ফিরেই তাড়া২ জিনিসপত্র বাঁধা গেল—ও রমেশবাবুর সঙ্গে গাড়ি ধরা গেল। রাখালবাবু ও সুরেনবাবুর সঙ্গে মহাস্ফূর্তিতে যাওয়া গেল। আশুবাবু সভাপতি।

২৪-১২-১৯১৬

আজ ভোরে বাঁকিপুর পৌঁছে Jayswal-এর বাড়ি উঠা। খেয়েদেয়ে সকলে conference-এ যাওয়া—যার জন্যে আসা সার্থক হল—আশুবাবু chairing করলেন তারপর আমাদের ভ্রমণের programme করে বাড়ি ফেরা গেল।

২৫-১২-১৯১৬

আজ সারাদিন Conference-এ কাটানো গেল—তারপর পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়ি সান্ধ্য সম্মেলন সেরে—বাড়ি ফেরা।

২৬-১২-১৯১৬

ভোরে উঠে Jayswal-এর সঙ্গে সকলে caves দেখতে যাওয়া গেল—বেলা হল।

Station-এতে পৌঁছাতে প্রায় ১০টা—তারপর ১টা পর্যন্ত হেঁটে গুহায় উপস্থিত হয়ে দেখে অবাক হয়ে গেলুম।

রাত ১২টায় বাড়ি ফেরা গেল।

২৭-১২-১৯১৬

বিকালে জয়সওয়ালের নিকট বিদায় নিয়ে সকলে বিহার যাত্রা করলুম—রাত ১০টায় এক জৈনধর্মশালায় উঠে রাত কাটানো গেল।

২৮-১২-১৯১৬

ভোরে উঠে এক এক্কা করে, চিঁড়ে-গুড় বেঁধে বেরুনো গেল—প্রথম পাওয়াপুরীতে—মহাবীরের মৃত্যুস্থান ও মন্দির দেখে এক গিরি পর্ব্বতে চড়া—১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত—নানা ধ্বংস ও স্তূপ দেখা গেল—খুব দুঃসাহস করে উঠা গিয়েছিল—কিন্তু সব কষ্ট সার্থক হল যখন বুদ্ধের ধ্যানগুহায় বসে রাজগৃহের উপত্যকা দেখলুম—প্রাণ এক অপূর্ব ভাবে ভরে উঠল।

২৯-১২-১৯১৬

ভোরে বিহার পাহাড় দেখে বিহার কাছারীতে গুপ্ত স্তম্ভ ও inscription দেখে ধর্মশালায় ফেরা—তারপর জিনিসপত্র বেঁধে—গোযানে বিহার ছেড়ে বড়গাঁও যাত্রা—১০টায় পৌঁছে নালন্দা ruins ও excavation দেখে ১২টার গাড়ি ধরে রাজগৃহ আসা গেল—এসেই পাণ্ডার সঙ্গে মোটামুটি সব ঘুরে আসা গেল।

৩০-১২-১৯১৬

ভোরে রাজগৃহের বৈভারক পর্ব্বত থেকে সপ্তপর্ব্বত বেষ্টিত প্রাচীন রাজধানী দেখে—ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে পুঁটলী বেঁধে গাড়ি ধরা গেল—বখতিয়ারপুর পৌঁছাতে সন্ধ্যা হল—সারাপথ যত সন্ধ্যার গান আমায় রমেশবাবু গাওয়ালেন।

তারপর মোকামা হয়ে Punjab Mail ধরে কলকাতায় রওনা হওয়া গেল।

৩১-১২-১৯১৬

আজ ভোরে এসে বাড়ি পৌঁছে জানলুম North British Co. আমার propo-

sal accept করেছে—Rs. 4000 Endowment, 20 years—quarterly premium Rs. 57/4।

মামীমার হাত কাল হঠাৎ dislocated হয়েছিল—দ্বিজেনমামা এসে বসিয়ে দিলেন—দুপুরে বেরিয়ে শিবপুর গিয়ে দিদিমণিদের দেখে এলুম।

১-১-১৯১৭

মহাবীর এবং বুদ্ধের বিহারভূমি পর্যটন করে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে নববর্ষে পদার্পণ করা গেল।

৪-১-১৯১৭

নববর্ষের পর প্রথম College খুলল। জ্ঞানবাবু প্রভৃতি congratulate করলেন কারণ আমার ৩০ টাকা মাহিনা বাড়াতে Senetus প্রস্তুত হয়েছেন। 1917 জানুয়ারি থেকে Rs. 150/- করে পাব।

৫-১-১৯১৭

সাহিত্য পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ হয়ে সভ্যদের সঙ্গে কথা বললাম।

১৪-১-১৯১৭

সকালে রমেশবাবু ও শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বিপিনবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণে যাওয়া গেল—C. R. Das-এর জামাতার সঙ্গে আলাপ হল—তারপর Steamer-এ করে Sibpur Engineering College এলুম। (আজ সুষমামামীরা নূতন গৃহপ্রবেশ করলেন, তাঁদের দেখে দিদিমণির কাছে এলুম।)

১৫-১-১৯১৭

ছাত্র সভ্যগণের প্রথম অধিবেশন—অধ্যক্ষের অভিভাষণ, সভ্যগণের আলোচনা, সভার মন্তব্য ও কার্য নির্বাহক সমিতির নিকট আবেদন।

নূতন সভ্য সংখ্যা—৩০।

১৬-১-১৯১৭

কার্য নির্বাহক সমিতির ৯ম অধিবেশনে ছাত্র-সভ্যগণের মন্তব্য ও প্রার্থনা উপস্থিত করা গেল।

১৮-১-১৯১৭

আজ North British Co. আমার Policy issue করলে এবং আমি পেলুম।

২২-১-১৯১৭

আজ Annual meeting, সকলে বসে উপভোগ করা গেল এবং Young Men's Conference-এর বন্দোবস্ত করা গেল।

২৪-১-১৯১৭

আজ ভবানীপুর সমাজে যোগ দিলুম—সুরেনমামা গান করলেন, বেশ জমল—তারপর College সেরে বিকালে Mayo হয়ে আদি সমাজে আসা গেল—বোলপুর ও সঙ্গীত সঙ্ঘের ছেলেমেয়েরা গান করলে।

২৫-১-১৯১৭

আজ college-এর পর প্রথম chorus-এর পালা বসল—জীবন সব বন্দোবস্ত করলে।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হল।

২৬-১-১৯১৭

আজ কলেজের পর গানের rehearsal দেওয়া গেল, প্রভাতকুসুমদের বাড়ি। তারপর সুকুমারবাবুর সঙ্গে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে solo একটি গান করবার অনুরোধ করে বাড়ি ফেরা গেল।

২৭-১-১৯১৭

ভোরে উঠেই সমাজে যাওয়া গেল। আজ ছাত্রদের উৎসব—গানে যোগ দেওয়া গেল—সারাদিন conference-এতে কাটল। চমৎকার জমেছিল।

২৮-১-১৯১৭

সকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনা—ভবানীপুরের সমাজে যাওয়া গেল—বেশ খাওয়া হল, তারপর বিপিনবাবুর বাড়ি সেরে বাড়ি ফেরা। অজিতদা এসেছেন—গল্প, পড়া, আলোচনা ইত্যাদি চলল।

২৯-১-১৯১৭

আজ Mayo-তে কাজ সেরে দ্বিজেনমামা, অমলের সঙ্গে সমাজের Adjourned annual meeting-এতে আসা গেল—অনেক fuss দেখা গেল।

৩০-১-১৯১৭

কলেজের পর Mayo-তে কাজ করে সাহিত্য পরিষদে এলুম—Executive Committee meeting attend করে এবং আগামী মঙ্গলবার ছাত্র সভ্যদের আহ্বান করে বাড়ি ফিরলুম।

৩১-১-১৯১৭

জ্ঞানবাবু Inspector of Colleges appointed হয়েছেন বলে আজ ছুটি।

২-২-১৯১৭

আজ কলেজের পর প্রশান্তর বাড়ি যুবক সম্মিলনীর অধিবেশনে যোগ দেওয়া গেল—তর্কে বিতর্কে বেশ গরম হয়ে আসা গেল।

৩-২-১৯১৭

সকালটা অজিতদার প্রবন্ধ লেখা ও শোনা—দুপুরে কলেজে এসে Reunion সেরে সন্ধ্যায় অজিতদার বক্তৃতা শুনে বাড়ি ফেরা।

৪-২-১৯১৭

সকালে শিবপুর এলুম—সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি এলুম। আজ পৌষ মাসের ভাড়া ২১ টাকা দিয়েছে।

৫-২-১৯১৭

কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে কাজ সেরে বহুকাল পরে club-এ যোগ দেওয়া গেল—সুনীতিবাবুর বাড়ি অধিবেশন—আগামী রবিবার Botanic Gardens-এ যাওয়া হবে স্থির হল। জীবনকে একদিন আসতে বললুম।

৬-২-১৯১৭

আজ ছাত্র সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হল—পুরাতন ছাত্র কয়েকজন এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে বেশ বোঝাপড়া হল, এবং কার্যের বিশেষ ২ ভাগ হল।

৭-২-১৯১৭

আজ দুপুরে রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করে—Bengali Script paperটি সংশোধন করে ফেরত দিলুম। তারপরে Mayo-তে পূর্ণিমা সম্মিলনে যোগ দিয়ে, Sir S. P. Sinha-কে station-এ see off করে বাড়ি ফেরা গেল।

রমেশবাবু মুদ্রা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে রাজি হয়েছেন।

৮-২-১৯১৭

আজ কলেজের পর League-এর meeting-এ যোগ দেওয়া গেল—দশজন member করেছি—নাম পড়া গেল—report-এর বিষয় ঠিক হল—তারপর সম্মিলনীর rehearsal দেয়া গেল—বড়ো disappointing আজ লাগল।

৯-২-১৯১৭

কলেজের পর University Institute-এতে সংগীত সম্মিলনীর উৎসব দেখা গেল—আজ কিন্তু বেশ হল—রাত ১০টায় ফেরা।

১১-২-১৯১৭

আজ বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত আমাদের club আলিপুরে বসল এবং ছবি তোলা হল। অতুলবাবুর গান সকলকে মুগ্ধ করে রাখলে—তার উপর সুকুমার ও খোদোনের ঠাট্টা, বিদ্রূপ।

১২-২-১৯১৭

Mayo-তে League-এর কিছু কাজ করে প্রশান্তর বাড়ি আসা গেল—প্রকাণ্ড তর্ক চলছে—Provisional Committee ভীষণ হয়ে উঠছে।

১৩-২-১৯১৭

কলেজের পর সুষমামামীদের দেখতে গেলুম—সেখান থেকে বেরিয়ে অতুল সেনের বাড়ি—লক্ষ্ণৌ যাবার আগে আমাদের ডেকেছেন—বেশ জমল।

১৪-২-১৯১৭

কলেজের পর Museum-এতে এসে শুনলাম রাখালবাবু বৈদ্যনাথ গেছেন—Archaeological section-এতে খানিকটা কাজ করে বাড়ি ফেরা গেল।

১৫-২-১৯১৭

কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে League ও যুবক সমিতি সম্বন্ধে দ্বিজেনমামার সঙ্গে কথা হল—তারপর প্রফুল্ল চৌধুরী ও অমলের সঙ্গে বাড়ি ফেরা গেল।

১০-২-১৯১৭

কলেজে Mrs. Dutt-কে আমার Elizabeth-এর notes দিলুম তারপর Mayo-তে এসে School-এর M.O. সব পাঠালুম। মামীমারা শিবপুরে গেলেন।

২২-২-১৯১৭

কলেজের পর প্রশান্তের বাড়ি অধিবেশনে আসা গেল—আজ বিশিষ্ট সভ্যদের তালিকা ঠিক হল।

২৩-২-১৯১৭

Mayo-তে কাজ সেরে দ্বিজেনমামার address শুনে অমলের জন্য Imperial Library-তে আসা গেল ও সুরেনবাবুর এক certificate আদায় করে দেওয়া গেল।

২৪-২-১৯১৭

সাহিত্য পরিষদ হয়ে রামমোহন Library-তে আসা গেল। দ্বিজেনমামার বক্তৃতা—Social Service, বেশ হল। তার উপর Lyon সাহেবের address চমৎকার। তারপর বিজয় মজুমদারের কন্যার বিবাহে আসা গেল।

২৫-২-১৯১৭

দুপুরে বেরিয়ে Mayo-তে আসা গেল, সেখান থেকে Musical club-এতে League-এর meeting attend করে অতুল সেনকে see-off করতে গেলুম—চমৎকার লাগল। তাঁর জায়গা পূরণ করবার শক্তি club-এ কারো নেই।

২৬-২-১৯১৭

কলেজের পর খোদনমামার বাড়ি হয়ে 'হরি হে, তুমি আমার' গানটির স্বরলিপি নিয়ে প্রভাতের বাড়ি আসা গেল। আজকার অধিবেশনে প্রশান্ত 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে সুন্দর একটি প্রসঙ্গ করলে।

২৭-২-১৯১৭

কলেজের পর অজিতদার স্ত্রীকে দেখে রাখালবাবুর বাড়ি এলুম—সেখান থেকে দুজনে সাহিত্য পরিষদে যাওয়া গেল—ফিরতে এত রাত হল যে বিজলীর বৌভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা গেল না।

২৮-২-১৯১৭

কলেজের পর রাখালবাবুর বাড়ি এলুম—হরনন্দন পাণ্ডে এসেছেন। শুনলাম তিনিই Dr. Spooner-এর জায়গায় officiate করবেন, রাখালবাবু নন।

রাখালবাবু ছাত্র-সভ্যদের বৌদ্ধশিল্প সম্বন্ধে চমৎকার প্রসঙ্গ করলেন।

১-৩-১৯১৭

কলেজের পর Mayo-তে কাজ সেরে প্রশান্তের বাড়ি আসা গেল। আজ যুবক সম্মিলনীর সভ্য নির্বাচন হল।

২-৩-১৯১৭

আজ সারাদিন কোথাও বেরলুম না, সুরেনমামা সুষমামামী এলেন, গল্প করে, গড়িয়ে কাটানো গেল—সন্ধ্যাটা চুনীকে খানিকটা সাহায্য করে এলুম। একখানা বই বাকি রইল।

৩-৩-১৯১৭

সন্ধ্যায় ছাত্রসমাজের অধিবেশনে সুজাতা বসু 'ভালো মানুষ ও খাঁটি মানুষ' সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করলেন—বেশ জমল!

৪-৩-১৯১৭

শিবপুরে গিয়ে দেখি ভাঁটুর জর ও পেটের অসুখ—ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করে এলুম। ভাড়াটেরা মাঘ মাসের ভাড়া দিলে—ফাল্গুনের ভাড়া বাকি রইল। এই মাসের শেষেই তারা উঠে যাবার বন্দোবস্ত করছে।

৫-৩-১৯১৭

কলেজের পর Mayo-তে এলুম, তারপর club—সুনীতিবাবুর বাড়ি—অজিতদার শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ, মহাতর্ক উঠল।

৬-৩-১৯১৭

Mayo-তে Bankura Relief account-এর কাজে হাত দিলুম—কাজ করতে ২ দ্বিজেনমামার সঙ্গে অনেক কথা হল।

৭-৩-১৯১৭

ভাঁটুর খুব অসুখ—খবর পেয়ে শিবপুরে দেখতে গেলুম—শিশির পালের সঙ্গে দেখা করে ওষুধের ব্যবস্থা হল—তারপর কলেজে এলুম—বিকালে রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করে অমলদের বাড়ি club-এতে এলুম—গিরিজাবাবু 'দেবেন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

৮-৩-১৯১৭

দুপুরে বেরিয়ে Mayo-তে আমাদের সম্মেলনে যোগ দিয়ে শিবপুরে গেলুম—ভাঁটুর জ্বর আসেনি তবে পেট খুব খারাপ আছে।

৯-৩-১৯১৭

কলেজের পর শিবপুরে গেলুম, আজ একটু ভালো বোধ হচ্ছে, জ্বর নেই, পেট ধরেছে—তারপর Mayo-তে এসে খানিকটা কাজ করে Institute-এতে Working Men's meeting attend করলুম। সুমতিমাসি এলেন।

১০-৩-১৯১৭

আজ প্রফুল্ল সেনের বিবাহে নিমন্ত্রণ খাওয়া গেল।

১১-৩-১৯১৭

সকালে শিশিরবাবুকে ভালো করে দেখিয়ে ওষুধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করা গেল—পোরের ভাত দিতে বললেন।

১২-৩-১৯১৭

কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে কাজ করে অমলের সঙ্গে প্রশান্তর বাড়ি আসা গেল—প্রভাত আজ 'Merchant Adventurers' সম্বন্ধে সুন্দর প্রসঙ্গ করলে।

১৩-৩-১৯১৭

আজ কবি বাড়ি ফিরছেন—তাই সকলে Outram ঘাটে জমা হওয়া গেল। সুকুমার, আমি, চারুবাবু। Bengala জাহাজে করে বাঙলার কবি বাঙলার মাটিতে পা দিলেন—প্রণাম করে সকলে ফিরলুম—পথে গোকুলদের Art Exhibition দেখে এলুম।

১৪-৩-১৯১৭

আজ কবির আহ্বানে সন্ধ্যায় সকলে হাজির হলুম—গান-গল্প ইত্যাদি হল—সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ সম্বন্ধে কবির সঙ্গে কিছু কথা হল।

'অর্থশাস্ত্র' পড়া চলছে।

১৫-৩-১৯১৭

কলেজের পর বিপিনবাবুর খবর নিয়ে সুমতিদিদিদের নূতন বাড়ি দেখতে এলুম—তারপর ইন্দু সেনের কাছ থেকে অর্থশাস্ত্রখানা নিয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

১৬-৩-১৯১৭

কলেজে আজ হঠাৎ Mrs. Geddes আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন—Lady J. C. Bose তাঁকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে গেলেন—প্রায় একঘণ্টা কথাবার্তা, তারপর কলেজ দেখানো ইত্যাদি।

শিবপুরে আসছি, পথে মাসিমার সঙ্গে দেখা—হাওড়া যাচ্ছেন—একত্র যাওয়া গেল—ভাঁটুর জর খুব—বেহারীবাবুকে এনে দেখালুম—Homeo ওষুধ।

১৭-৩-১৯১৭

সকালে ইন্দুমতী এলেন—তাঁর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তা ও 'বলাকা' পড়া গেল—তারপর শিবপুরে গেলুম।

১৯-৩-১৯১৭

সাহিত্য পরিষদের meeting-এ আসা গেল। এবছরও আমায় ছাত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হল।

২০-৩-১৯১৭

কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে খানিক কাজ করা গেল। Prof. Kydd-এর কাছ থেকে বিচিত্র একখানি বই পেলুম।

২৪-৩-১৯১৭

কবিকে চিঠি লিখলুম।

২৫-৩-১৯১৭

বিকালে বেরিয়ে অজিতদার খবর নিয়ে শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি আসা গেল। লীলামামীমা আমায় সঙ্গে করে Mayo গেলেন। রাতটা সেখানে কাটানো গেল।

২৬-৩-১৯১৭

সকালে দিদিমণিদের দেখে এসে সারাদিন Mayo-তে কাজ করা গেল। সন্ধ্যায় সুকুমারের বাড়ি অধিবেশন হল। বেশ পাঠ হল। Lord Ronaldshay আজ বাংলায় পদার্পণ করলেন, তাঁকে অভিনন্দন পাঠানো গেল League-এর তরফ থেকে।

২৭-৩-১৯১৭

আজ সারাদিন বাড়ি থেকে খাতা দেখা গেল। সন্ধ্যায় ইন্দু সেনের অর্থশাস্ত্র ফেরৎ দিয়ে এলুম। তাঁর ছবির collection ও বই সব দেখা গেল।

কবির একখানি সুন্দর স্নেহপূর্ণ চিঠি পেলুম।

২৯-৩-১৯১৭

বিকালে Mayo-তে কাজ করে অমল ও নিশিবাবুর সঙ্গে বাড়ি দেখে (League-এর) রাখালবাবু ও রমেশবাবুর সঙ্গে সাহিত্য পরিষদ হয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

৩০-৩-১৯১৭

বহুকাল পরে সুষমামামীর সঙ্গে দেখা করে এলুম। তারপর কলেজ থেকে মাইনে নিয়ে জীবনের সঙ্গে Circular Road দিয়ে অজিতদার মাকে দেখতে গেলুম। অনেক কথা হল, তারপর সাহিত্য পরিষদে সকলে মিলে resign দেওয়া গেল।

৩১-৩-১৯১৭

শরীরটা ভারি খারাপ লাগছে। টৌবলের পানবসন্ত বেশ বেরিয়েছে।

১-৪-১৯১৭

আজ দিদিমণিরা অন্নদা সরকারের বাড়িতে এসে উঠল, শ্রীশবাবুর আজ থেকে পেনশন্ আরম্ভ।

২-৪-১৯১৭

আজ অধরবাবু এলেন এবং আগামী বর্ষের কার্য-তালিকা প্রস্তুত করলেন। সব কাজ আমার ও রায় সাহেবের ঘাড় পড়ল।

৩-৪-১৯১৭

কলেজের পর প্রশান্তর বাড়ি Provisional Committee-র শেষ meeting—যোগ দিয়ে Dr. P. C. Roy-কে আগামী অধিবেশনের সভাপতি করে আসা গেল।

৪-৪-১৯১৭

শরীর ভারি খারাপ—সারাদিন বিছানায় পড়ে খাতা দেখা গেল। কবির চিঠি পেলুম। আমায় আগামী শনিবার বোলপুরে নিমন্ত্রণ করেছেন।

৫-৪-১৯১৭

Marks—সব submit করলুম।

৬-৪-১৯১৭

Mayo-তে সারাদিন কাজ করা গেল। মামাবাবু গিধনি গেলেন।

৭-৪-১৯১৭

সন্ধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বর্ধনা—Brahmo Girls School-এর প্রকাণ্ড মাঠে উপভোগ করা গেল। সকালে শ্রীশবাবুর সঙ্গে 'খেয়া' পড়া গেল।

৮-৪-১৯১৭

সকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনা—মামীমাকে সঙ্গে নিয়ে এলুম। সারাদিন সমাজ পাড়ায় কাটল। বিজয় মজুমদারের সঙ্গে দুপুরে মজলিশ হল প্রশান্তর ঘরে।

৯-৪-১৯১৭

ভোরে উঠে সমাজে আসা গেল। সুকুমারের উপাসনা বেশ হল—তারপর দুপুরে অধিবেশন। Dr. P. C. Roy সভাপতি, তারপর প্রশান্তর ঘরে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বৈঠক, তারপর জীবনের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতেই নানা কথা—হঠাৎ ভিতরে কেমন একটা নাড়াচাড়া হল।

১০-৪-১৯১৭

কলেজের পর Mayo-তে গিয়ে কাজ করা গেল। তারপর College Street হয়ে বাড়ি ফেরা। দ্বিজেনমামার জন্য Geddes কিনলুম।

১১-৪-১৯১৭

কলেজের কাজ সেরে জ্ঞানবাবুর farewell-এর জন্য খানিক খাটা গেল। তারপর দিদিমণিদের দেখে বাড়ি ফেরা। সারাদিন বাঁ চোখের যন্ত্রণা চলছে।

১২-৪-১৯১৭

সারাদিন খেটে farewell-টা বেশ successful করা গেল। তারপর কিছু বই এবং April, May-এর মাহিনা নিয়ে বাড়ি ফেরা গেল। 13th April থেকে 10th July পর্যন্ত ছুটি।

১৩-৪-১৯১৭

সকালে কবির চিঠি এল, নববর্ষের উৎসবে যোগ দেওয়ার তাগিদ—সন্ধ্যার গাড়িতে রাত ১টায় বোলপুরে পৌঁছানো গেল।

১৪-৪-১৯১৭

ভোরে উঠে মন্দিরে উপাসনায় যোগ দিলুম, কবি নববর্ষকে আহ্বান করলেন। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর কবি যখন একলা আছেন, আমায় ডেকে পাঠালেন,

অনেক কথা হল, তারপর তাঁর প্রবন্ধ, 'Cult of Nationalism' শোনা গেল। রাতে গান শেখালেন, 'এইতো ভালো লেগে ছিল।'

১৫-৪-১৯১৭

আজ সকালে কবি কিছু গান শোনালেন, দিনুবাবুও কিছু শেখালেন, তারপর সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা হল। দুপুরে তাঁর দুটি 'শিবাজী' প্রবন্ধ শোনা গেল। রাত ১০টা পর্যন্ত কবির সঙ্গে গল্প করে রাত ১২টার গাড়িতে বাড়ি ফেরা গেল।

১৬-৪-১৯১৭

ভোরে পৌঁছে শুনলাম সকলে শিবপুর গেছেন। আমিও মামাবাবুর সঙ্গে গেলুম। সারাদিন বেশ আমোদে কাটল।

১৭-৪-১৯১৭

দুপুরে শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে জীবনের সঙ্গে অজিতদার বাড়ি আসা গেল। তারপর Brahmo Girls School-এ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভ্যর্থনা দেখে, টুলুকে নতুন গান শুনিয়ে বাড়ি ফেরা।

১৮-৪-১৯১৭

ভোরে Mayo-তে গেলুম। Office আমাদের নতুন বাড়িতে remove করবার ভার আমার উপর পড়ল। সারাদিন ধুলো ঘেঁটে সব records নড়ানো গেল। সারারাত Amherst St.-এ কাটল।

১৯-৪-১৯১৭

সকালটা office গোছানো গেল, দুপুরে অমলের বাড়ি স্নানাহার করে গল্প করে কাটল, সন্ধ্যাটা দ্বিজেনমামার সঙ্গে conference-এ কাটল। নীলরতনবাবুর মেয়েরা নিমন্ত্রণ করেছিল, আমাব পাত্তা না পেয়ে খবর পৌঁছায়নি।

২০-৪-১৯১৭

সকালে দিদিমণিদের দেখে এলুম, দুপুরে শ্রীশবাবুর সঙ্গে 'খেয়া' পড়া গেল, তারপর সত্যবাবুর সঙ্গে ব্রজেনবাবুর বাড়ি, প্রশান্তর বাড়ি হয়ে, League হয়ে, বাড়ি ফেরা গেল।

২১-৪-১৯১৭
কবির চিঠি পেলুম, কলকাতায় এসেছেন। দেখা করলুম. অনেক কথা হল। তারপর সমাজ পাড়ায় এসে সদলে কবিকে আমাদের মধ্যে একদিন আনবার পরামর্শ করা গেল।

জাপান ও আমেরিকার অভিজ্ঞতা বললেন।

২২-৪-১৯১৭
ভোরে উঠেই ছুট! আজ রবীন্দ্র-ব্রজেন্দ্র সংবাদ পালা হবে। বেলা ১০টা পর্যন্ত জাপান-আমেরিকা প্রসঙ্গ যা জমল তা অবর্ণনীয়। তারপর সারাদিন Mayo-তে কাটিয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

আজ সকালে ব্রজেনবাবু কবির সঙ্গে দেখা করতে আসবেন খবর পেয়ে ভোরে স্নান সেরে জোড়াসাঁকোয় ছোটা গেল—কবি অপেক্ষা করছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন নিয়ে খানিক কথা কইতেই ব্রজেনবাবু এসে পড়লেন, তখন বোধহয় বেলা ৮টা—যখন সকলে উঠা গেল তখন ১০টা, এই দু'ঘণ্টা ব্রজেনবাবু নানা প্রশ্ন করে কবির ভ্রমণ কাহিনী শুনে নিলেন। মাঝখান থেকে আমি, অজিত, নরেন সেনগুপ্ত ইত্যাদি সেই অপূর্ব প্রসঙ্গের বেশ খানিকটা ভাগ ফাউ পেলুম।

ব্রজেনবাবু প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, 'জাপান কেমন দেখলেন?' কবি এই প্রশ্নের জবাব একটানা দিয়ে যেতে লাগলেন এবং ডঃ শীল মধ্যে২ প্রশ্ন করে কবির প্রসঙ্গকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলতে লাগলেন, ভারি চমৎকার বোধ হল। কবি আরম্ভ করলেন, 'দেখুন, আমি জাপান সম্বন্ধে কোনো বাঁধা মত বা আশা নিয়ে ঐ দেশে পা দিইনি, শুধু নিজের ঔৎসুক্য সজাগ ছিল এবং পরের পর ঘটনাচক্র আমায় ঘুরিয়ে যে যে দিকে চোখ ফিরিয়েছে, সেই দিকে ফিরেছি—দেখতে২ আপনি কিছু২ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেগুলি আপনাদের কাছে ধরছি। প্রথম যখন জাপানে নামলুম তখন সরকারি আদর অভ্যর্থনার বহর এমন উৎকট হয়ে উঠল, প্রাণ যায় আর কি! তারপর দেশে নেমে প্রথম যখন কিছু২ মত প্রকাশ করলুম এবং সেগুলি কাগজে ছাপা হল, তারপর থেকেই যত সরকারি হোমরা চোমরার দল ও বেতনভোগীর দল কোথায় যে হঠাৎ গা ঢাকা দিলেন আমি টেরই পেলুম না—ক্রমশ বুঝলুম ব্যক্তিগত মতামত ও হিতাহিত জ্ঞানটা গড়বার ভার জাপানে State নিয়েছে। কোনো বালাই নেই, এ বিষয়ে উপরওয়ালারা একবার signal দিলেই, ব্যাস, আর কাউকে দেখা যাবে না—আমার সম্বন্ধে প্রথম যে

আশা Count Okuma ইত্যাদি পোষণ করেছিলেন, আমার interview এবং আমার বক্তৃতাগুলি তার মূলে সজোরে আঘাত করলে। কাজেই সরকারি মহলের সমাদর আমার শেষ হল—তখন থেকে দেশকে এবং বেসরকারি দলকে ভাল করে দেখতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু রাষ্ট্রচক্র (National State) এবং সাধারণের (people) মধ্যে এই অস্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ আমায় ভারি পীড়া দিলে—Cult of Nationalism লেখবার প্রথম ইচ্ছা এই সময় উঠে। German State তো কালকের—তার কত পূর্বেই কত কাল ধরে German people বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে এসেছে। সমস্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল উৎস ও জাতির স্বাধীন প্রাণ, চেষ্টায়—State or Nation যখন সেই প্রাণের উৎসকে কলুষিত করে, সেই স্বাধীনতায় আঘাত করে, তখন কি সে আত্মহত্যা করে না? ব্যক্তিগত-ভাবে নিজ পরিবারে যে লোক সৌজন্য ও ন্যায়ের প্রতিমূর্তি, তিনিই যখন রাষ্ট্রচক্রবর্তী হয়ে বসেন, তাঁর আর এক মূর্তি দেখা দেয়—তাঁর আবার ব্যবহার ভাব ভাষা সব বিভিন্ন, তাঁর equity এবং ethics আলাদা; এটি একেবারে মেকি জিনিস, কখনো টিকতে পারে না—তার পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাচ্ছি, অথচ জাপানকে এমনভাবে এই modernism-এর ভূত পেয়ে বসেছে যে এর উদ্ধারের পথ কোথায় জানি না। বেতালসিদ্ধ হয়ে বিক্রমাদিত্য হওয়া এক কথা আর বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য অমর কীর্তি রেখে যাওয়া আর এক কথা—এই দিকে জাপান কতটা কি করেছে ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। উপস্থিত সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে Dread Nought ছোটানো এবং সাধারণের বুদ্ধি বিবেকের উপর দিয়ে policy-র steam roller চালিয়ে সব বৈচিত্র্যকে একেবারে পিষে ডেলা করা—এই দুটি কাজেই জাপান জার্মান-গুরুর উপযুক্ত শিষ্য তা প্রমাণ করেছে:—ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে। কোথাও২ গুরুকেও ছাড়িয়েছে, যেমন espionage system। এতে এখানে জাপানের জোড়া নেই—প্রত্যেক ব্যক্তির হাঁড়ির খবর পর্যন্ত রাজপ্রতিনিধি-গণের জানা আছে, সুতরাং রাজনৈতিক কোনো বিষয়ে নিজের কোনো মতামত গঠন করবার আপদ সাধারণ প্রজা সরকারের উপরই চাপিয়েছে—এখানে heterodoxy-র বালাই নেই। এ বিষয়ে আমাদের মতো গোলামের জাতেরও অবস্থা ঢের ভালো।' তারপর ডঃ শীল প্রশ্ন করলেন, 'শিল্প সাহিত্যের ভিতর দিয়ে জাতীয় জীবনের সৃজনীশক্তি কিভাবে কাজ করছে?' কবি বললেন, 'এই জায়গায় আমাদের ভারি গোলমাল লাগে। আমরা শুনে আসছি এবং দেখে আসছি জাপানী জাত শিল্পে অতুলনীয়—এখন দেখছি সাধারণভাবে একথা বললে আমরা

ভুল করব। প্রথমত ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, জাপানী বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়নি। সংগীতের রসবোধ আছে কিনা সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ। জাপানী কলাবোধ কেন্দ্রীভূত হয়েছে চিত্রে এবং নৃত্যে। এই দুইটিতে জাপানী অমর হয়ে আছে অথচ এর প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে হৃদয় জিনিসটা সংযমের শৃঙ্খলে এমন জড়িয়েছে যে তার অস্তিত্ব বোঝা দায়; চিত্রের মধ্যে তাই যে অংশটুকু হৃদয়ের—সেই বর্ণভঙ্গিমায় জাপানী মন দেয়নি, ভারতের মতো বর্ণবিলাস তার নেই—কেবল কালো সাদায় সে তৃপ্ত—তার সমস্ত কৃতিত্ব রেখায়—এখানে সে অতুলনীয়—রূপকে রেখা দিয়ে ফোটাতে জাপানীর মতো কেউ পারেনি এবং form-এর poetry Greek ছাড়া আর কেউ তার মতো দখল করেনি। অথচ কোথায় Greek-দের সেই mentality.

তেমনি নৃত্যে জাপানী তার বিশেষত্ব বজায় রেখেছে। অধিকাংশ-স্থলে নৃত্য হৃদয়াবেগ থেকে যৌন আকর্ষণ, এই দুই সপ্তকে বিচরণ করে বেড়ায়—জাপানী কিন্তু নৃত্য থেকে হৃদয় উচ্ছ্বাস ও যৌন সংকেত সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছে—এবং সমস্ত চিত্ত নিবেশ করেছে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিজস্ব স্বভাবসুষমাটি ফুটিয়ে তুলতে, কাজেই বপু, বাহু—পল্লব, অঙ্গুলীর নর্তন, সেই ২ অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই নর্তন বলে বোধ হয়!—হৃদয়যন্ত্রের অনুরাগ, উষ্মার বাষ্প, সেই অনবদ্য চঞ্চল পেলবতাকে ম্লান করে না—পাশ্চাত্য নৃত্যের বাসাভরণে প্রস্ফুট নগ্নতা এখানে প্রবৃত্তিকে উদ্দাম করে না—শুধু মনে হয় ফুল ফোটা—পল্লবের বিকাশ—চোখের সামনে দেখছি।

কিন্তু এই বিশুদ্ধ জাতীয় কলাবোধকে আধুনিক প্রতীচ্য কলা ক্রমশ কলুষিত করেছে—তাতে এক ভীষণ জারজ শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে—সে বিরাট বর্বরতার বর্ণনা করা অসম্ভব। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ঠিক আমাদের দেশের মতোই অতীতের সঙ্গে অপরিচিত—মেয়েদের মধ্যে এখনো কিছু ২ সেই মহান উত্তরাধিকার সঞ্চিত আছে—এবং গৃহাচারের সৌষ্ঠবে ও মাধুর্যে প্রকাশ পায়, কিন্তু শিক্ষিত কর্তাব্যক্তিরা তার কোনো অর্থ বোঝেন না, বোঝবার দরকার বোধ করেন না। জাপানী পরিবারে চা ceremony যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা এটি বুঝতে পারবেন।'

এইভাবে জাপানী মেয়েদের কথা উঠল: কবি বললেন, 'জাপানী মেয়ের স্বাভাবিক নম্রতা ও নারীসুলভ কমনীয়তা অপূর্ব—কিন্তু তাদের শিক্ষা এমন অঙ্গহীন যে কোনো বিষয়ে তারা নিজের মত, নিজের রুচি প্রকাশ করবার ভরসা পায় না। শুধু তাই নয়, সে যে নিজের দিক থেকে একটা জিনিস দেখতে পারে, এ চেতনা পর্যন্ত অধিকাংশ মেয়ের মধ্যে নেই—তবু এ কথা বলবো যে জাপানীর

যদি কোনো দিক থেকে তার আধ্যাত্ম জীবনের উন্মেষ হয় তো সে এই মেয়েদের দিক থেকে হবে। প্রাচীন ধর্মশিল্প ও চরিত্র-গৌরবের অমর বীজ জাপানী মেয়েরাই এখনো বহন করছে—রক্ষা করছে—অবশ্য অজ্ঞানভাবে। যখন জাপানীর আধুনিকতার মোহ ছুটবে—বস্তুতন্ত্রের নেশা কাটবে, যখন বুঝবে সত্য চিরকালের, কেবল বর্তমানের নয়—যখন সত্যের সেই চিরন্তন রূপকে দেখবার প্রয়াস জাগবে, তখন তারা এই মেয়েদের শরণাপন্ন হবে, যাদের এখন বিকলাঙ্গ করে রেখেছে—নিজের পৌরুষের দর্পে।'

তারপর আমেরিকা সম্বন্ধে অল্প কিছু কথা হল—'একদিকে upstart-এর সব লক্ষণ তাতে আছে—অথচ একটা experimentও চলছে—তার ফলাফল ভবিষ্যতে আমরা দেখব এবং লক্ষ ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করব যে আমেরিকা যতই আধুনিক হোক, এই পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে আমাদের মর্মগত এক ঐক্য আছে।' সভাভঙ্গ হল।

২৩-৪-১৯১৭

আজ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা কবিকে আহ্বান করলেন। সুজাতার নিমন্ত্রণ পেয়ে সন্ধ্যায় গেলুম। Woman Question সম্বন্ধে তাঁর যে প্রবন্ধ ছিল, সেটি বাংলায় কবি বলে গেলেন এবং কথাবার্তা, গান চলল।

২৪-৪-১৯১৭

দুপুরে কবির কাছে গোকুলকে নিয়ে গেলুম, তাঁর ছবি আঁকছে তাই মেলাবার জন্যে, তারপর অনেক কথা হল। C. R. Das, বিপিন পাল, ব্রজেনবাবুর বিষয়ে। সন্ধ্যায় Mary Carpenter Hall-এ কবি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন।

২৫-৪-১৯১৭

আজ দুপুরটা বাড়িতে কাটল। বিকালে সস্ত্রীক ক্ষিতিবাবু এলেন, সঙ্গে জীবন এল। রাত ৮টা পর্যন্ত নানা কথাবার্তা ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁর নূতন প্রবন্ধ শোনা ইত্যাদিতে কাটল।

২৬-৪-১৯১৭

আজ guard-এর duty ছিল, ৫টা পর্যন্ত কলেজের কাজ করে নীলরতনবাবুর বাড়ি

আসা গেল। সেখানে mixed gathering গোছের অবস্থা। তারপর রবিবাবু এলেন, রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত নানা প্রসঙ্গ চলল। নিবেদিতা, বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে কবি prophet হয়ে উঠলেন।

২৭-৪-১৯১৭

সকালে নির্মল সিদ্ধান্ত এল, সারাদিন তার সঙ্গে কাটল, তারপর দুজনে Thacker-এর বাড়ি গিয়ে কিছু বই কিনে অমলের বাড়ি এলুম, সেখান থেকে League-এর office-এ এসে কাজ সেরে বাড়ি ফেরা। সুরেনমামা এসেছেন, রাতে খানিক মজলিস জমল।

২৮-৪-১৯১৭

ভোরে দ্বিজেনমামা ডেকে পাঠালেন। Mayo-তে গেলুম। কিছু কাজ নিয়ে অমলের কাছে এলুম। সেখান থেকে সুকুমারবাবুর সঙ্গে সাথী প্রেস হয়ে, ভূপেন বসুর অফিস হয়ে, খেয়ে প্রশান্তর ঘরে আসা গেল, অথচ সে পলাতক। পরে তাই রাত ১০টা পর্যন্ত দুজনে নানা কথা, এমন এক দিনও হয়নি।

২৯-৪-১৯১৭

দুপুরে বেরিয়ে League-এ আসা গেল, আজ working committee-র meeting, বেশি কেউ আসেননি, কাজ চলল। তারপর আগামী শুক্রবার আবার এক meeting-এর ব্যবস্থা করে আসা গেল।

৩০-৪-১৯১৭

বিকালে অমলের বাড়ি গিয়ে তাতার সঙ্গে দেখা, সেখান থেকে প্রশান্তর বাড়ি দুজনে আসা গেল, রাত ১০টা পর্যন্ত কথাবার্তা চলল।

১-৫-১৯১৭

বিকালে বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্প করে শ্রীশবাবু সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরা গেল। দিদিমণি এক নতুন ঠিকে লোক আজ থেকে রাখলে।

২-৫-১৯১৭

সকালে অরুণের বাড়ি খেয়ে সারাদিন তার সঙ্গে কাটানো গেল, তারপর প্রশান্তর সঙ্গে দেখা করে, অজিতের সঙ্গে তার নতুন বাড়ি দেখে, League Office এলুম, তারপর রবিবাবুর কিছু বই কিনে বাড়ি ফিরলুম।

৩-৫-১৯১৭

সারাদিন ঝড় চলছে, বেশ উপভোগ করা গেল। বিকালে ঝড়ের মধ্যেই Mary Carpenter Hall-এ 'ডাকঘর' দেখতে যাওয়া গেল। তারপর জীবনের সঙ্গে গল্প করতে করতে, রাস্তায় দুজনে খেয়ে ট্রাম ফেল করে, ঝড় মাথায় করে হেঁটে বাড়ি ফেরা।

৪-৫-১৯১৭

দুপুরটা মামীমাদের 'অচলায়তন' শোনানো গেল। তারপর League-এর meeting শেষ করে দ্বিজেনমামার সঙ্গে গল্প করতে করতে ভবানীপুর ফেরা গেল।

৫-৫-১৯১৭

ভোরে কুসুমবাবুর পিতৃশ্রাদ্ধে যাওয়া গেল। দুপুর পর্যন্ত শ্রীশবাবুর সঙ্গে কাব্যালোচনা করে বাড়ি ফিরতেই শিল্পবিদ্যালয়ের ছেলেরা হাজির, তাদের দেখানো গেল। সন্ধ্যাটা জ্যোৎস্নায় একা বেশ ঘণ্টা-কতক বেড়ানো।

৬-৫-১৯১৭

সকালে ১১/২০-র গাড়িতে আমরা একদল বোলপুর যাত্রা করলুম। বিকালে পৌঁছে দিনুবাবুর বাসায় ষোড়শোপচার, কবি নিজে supervisor। তারপর সন্ধ্যায় 'বাঙ্গাল-সভা' বসল! সুকুমার সভাপতি। তারপর রাত ১২টা পর্যন্ত জ্যোৎস্নায় সকলে মাঠে শুয়ে গল্প করা—মনে হল যেন এক স্বপ্নলোকে সকলে এসেছি।

রবিবার সুকুমার প্রভৃতির সঙ্গে বোলপুর রওনা হওয়া গেল—বহুকাল পরে—প্রায় দুই বছর আগে 'ফাল্গুনী' দেখতে গিছলাম—তারপর এই 'অচলায়তন' দেখতে যাওয়া। বিকালে পৌঁছে দেখি কবি দিনুবাবুর ঘরে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন—সকলকে খুব খাওয়ালেন তারপর সন্ধ্যায় আশ্রমের ছেলেরা এক

বাঙ্গাল সভা করলে—নানা প্রদেশের চল্‌তি ভাষায় ঠাট্টা, বিদ্রূপ, গান চলল—চমৎকার হল—স্তকুমার মৈমনসিংহের বাঙ্গাল-সভাপতি হলেন। তারপর বেণুকুঞ্জে ফিরে এসে প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত সকলে জ্যোৎস্নায় পড়ে ২ হল্লা করা—সারারাত আধা-ঘুম আধা-জাগরণে কেটে গেল।

৭-৫-১৯১৭

দিনুবাবুর ঘরে চা খেয়ে কবির কাছে হাজির। টুলু ও আমাকে নতুন গান কিছু শেখালেন এবং 'সন্ন্যাসী' পড়া হল—চমৎকার। দুপুরটা আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে মাতামাতি চলল—বিকালে মামীমারা এলেন। 'বিসর্জন' পড়া হল। সন্ধ্যাটা সকলে গল্প-গুজবে কাটানো গেল।

সকালে কবি ডেকে পাঠালেন—তাঁর কিছু নতুন অনুবাদ শোনাবেন—'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-কে নতুন নাম দিয়ে প্রায় নতুন করে এক নাটিকা লিখেছেন—অপূর্ব হয়েছে—কবির এ বয়সের সংযম ও নাট্যকলা এক নতুন সৌন্দর্য দিয়েছে—সকলে মুগ্ধ হলুম। তারপর টুলু ও আমাকে কিছু নতুন গান শেখালেন।

দুপুরটা সকলেই হট্টগোলে কাটালুম—আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়া ও তাদের গান শোনার মধ্যে দিয়ে আলাপ বেশ জমে উঠল। বিকালে কলকাতা থেকে অনেক নতুন অতিথিরা এলেন—তাঁদের নিয়ে 'বিসর্জন'-এর অনুবাদ কবি শোনালেন। সন্ধ্যায় 'বেণীসংহার' অভিনয় হল এবং আমরা সকলে স্তকুমারের 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিনয় করলুম।

৮-৫-১৯১৭

ভোরে আমবাগানে কবির জন্মোৎসব করা গেল। নিজের জীবনের কথা বলতে কবিকে এরকম বিচলিত কখনো দেখিনি। দুপুরে জীবন এল। সন্ধ্যায় 'অচলায়তন' অভিনয় দেখা, তারপর রাত ১২টা পর্যন্ত টুলু, ভূপতি সেন, আমরা মিলে মাঠে জ্যোৎস্নায় বেড়ানো ও গান। বাসায় ফিরতেই বৃষ্টি ও সত্যেন দত্তের অনুরোধে ঝড়বৃষ্টির গান শোনানো।

২৫শে বৈশাখ ভোরে উঠে বৈতালিকদের গানে যোগ দিলুম—'আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে'। তারপর স্নান সেরে কবির জন্মোৎসবে যোগ দেওয়া গেল। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে বেদি প্রস্তুত করেছেন এবং সংস্কৃতে অভিনন্দন পাঠ করলেন। ক্ষিতিমোহন সেন ও নেপাল-বাবু উপাসনা করলেন, তারপর কবি বললেন—

'আমার জন্মদিনে যে স্নেহাশীষ আমার মস্তকে বর্ষিত হচ্ছে, আমার মন নত হয়ে কৃতজ্ঞতা ভরে সেটি গ্রহণ করছে—এ স্নেহ আমি কেবল কবি বলে পাচ্ছি না—আমি এই মানুষটাকে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা অযাচিতভাবে আমার কাছে এসে এই অমূল্য উপহার দিচ্ছেন—হৃদয়ের প্রীতি আপনি উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে অভিষিক্ত করছে—আমাকে নতুন শক্তি নতুন প্রাণ দিচ্ছে। আজ জীবনের শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে এক নতুন চোখে সারাজীবনের গতিটিকে দেখছি : মনে পড়ে ছেলেবেলাকার ভালবাসা—এই গাছ পাতা পশু পাখির সঙ্গে—এই মাটির সঙ্গে প্রথম পরিচয়—সে বিজ্ঞানের পরিচয় নয়—পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসটি প্রাণের বস্তুর মতো বিশিষ্ট, জীবন্ত ছিল। তারপর জ্ঞানের পথে ছুটেছি—সেই সহজ, সরল শৈশব অভিজ্ঞতার স্রোতটি কত সন্দেহের আবর্জনায় আবিল হয়ে উঠেছে। আবার কত সংগ্রামের আঘাতে গভীর, গভীরতর হয়ে উঠেছে। তারপর মধ্য জীবনে জগতের সংগ্রামে সংসার-সমাজের সংস্কার-রণে ঝাঁপ দিয়েছি। কত নির্মম আঘাত দিয়েছি ও পেয়েছি। তারই মধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে আমার ভাগ্যবিধাতা আমায় শিশুর সেবাব্রত গ্রহণ করবার ভার কখন চাপালেন বুঝিনি—এতে যে কত বড়ো কল্যাণ আমার হয়েছে, বলতে পারি না। যে বয়সে উৎসাহ, উদ্যম, স্নেহ, সব যেন পিছনের জিনিস হয়ে পড়ে—সব রকমে আমরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি—তখন আমাদের নব উদ্যম, নব জীবন, নব আনন্দ দেয় ঐ শিশুদের, তরুণদের পবিত্র প্রাণের স্পর্শ। আর সেই স্পর্শ আজ যেন আমায় প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দিচ্ছে—আবার নতুন করে আমার শৈশবের সেই হারানো চোখ যেন ফিরে পাচ্ছি—যিনি আমায় এই শিশুর স্বর্গে স্থান দিয়েছেন, তাকে বার ২ নমস্কার করি।'

কবিকে প্রণাম করে সকলে আমাদের আড্ডায় এলুম, দুপুরে দিনুবাবুর ঘরে 'অচলায়তনের' আখড়া দেওয়া হল—সন্ধ্যায় সকলে খেয়ে 'অচলায়তন' দেখতে বসা গেল—দু'ঘণ্টা অভিনয় হল—ছেলেদের অভিনয় অতুলনীয়। তাদের পাশে অভিনয় করে নাম বজায় রাখাই খুব শক্ত—দিনুবাবুর অভিনয় চমৎকার কিন্তু পঞ্চকের গানগুলো তেমন জমাতে পারলেন না। কবি আচার্যের ভূমিকায় প্রথমটা জমাতে পারেননি, conscious হয়ে যাচ্ছিলেন—কিন্তু যখন 'সকল জনম ভরে' গান ধরলেন তখন থেকে আর এক মূর্তি ফুটল—মহাপঞ্চক প্রথমটা বেশ করছিল—কিন্তু পরে একঘেয়ে বোধ হতে লাগল—দাদাঠাকুর একেবারে failure!

অভিনয়ের পর মামীমারা কলকাতায় ফিরলেন—আমি, টুলু, তাতা, ভূপতি সেন ইত্যাদি মাঠে জ্যোৎস্নায় বেড়াতে গেলুম—ফিরবার সময় মেঘ করে এল—

সেই মেঘের ফাটল দিয়ে হঠাৎ জ্যোৎস্না পড়তে কি অপূর্ব দৃশ্য হল বলা যায় না—বাড়ি ফিরতেই ঝমাঝম্ জল, বৃষ্টি, ঝড়—সত্যেন দত্ত আমায় বাদলের গান শোনাতে বললেন—রাত ১টা পর্যন্ত চলল, তারপর সকলে শুয়ে 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' এক সঙ্গে গাইতে২ ঘুমিয়ে পড়া গেল।

৯-৫-১৯১৭

সকালে কবি উপাসনা করলেন, তারপর 'রাজারানী' (অনুবাদ) পড়া হল, তারপর দিনুবাবুর সঙ্গে গল্প করে বাসায় আসা ও খেয়ে একটু বিশ্রাম করে ৩টার গাড়িতে যাত্রা। প্রায় সকলে এক গাড়ি reserve করে আসা হল। গান, আমোদ, হাসিতে তাজা হয়ে বাড়ি ফেরা গেল। শান্তা, সীতা, ক্ষুদ্র ইত্যাদি ছিলেন।

ভোরে উঠে কবির উপাসনায় যোগ দেওয়া গেল—তারপর শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর 'রাজারানী'র অনুবাদ শোনা গেল—Sanyasi বা Sacrifice-এর মতো হয়নি—তবে structure ও dramatic power এতে ঢের উন্নত হয়েছে বোঝা গেল। তারপর দিনুবাবুর সঙ্গে খানিক গল্প করে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে সকলে রওনা হওয়া গেল—একখানি গাড়ি একেবারে খালি পাওয়া গেল। সকলে মিলে উঠে—সারা রাস্তা হাসি, ফুর্তি, গানে মশগুল হয়ে আসা গেল—টুলুকে তো খালি বিরক্ত করেছি—তাঁরও শ্রান্তি নেই, গানের পর গান—ভূপতি সেনের গান শোনা গেল—বেশ গলা হয়েছে। রাত ৯॥টা আন্দাজ পৌঁছানো গেল—টুলুদের গাড়ি করে পোল পার হয়ে টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে২ বাড়ি ফিরলুম।

১০-৫-১৯১৭

দুপুরে বেরিয়ে Mayo-তে এসে দেখি লীলামামীমা নেই। দ্বিজেনমামা পুরীতে গেছেন। সেখান থেকে League-এর কাজ করে টুলুর কাছে আসা গেল ও দুজনে নতুন গানের তালিম দেওয়া গেল। টুলু আমায় বোলপুর trip-এর এক অদ্ভুত বিবরণ দিলেন। তারপর প্রশান্তর সঙ্গে দেখা করে সে বিষয়ে খানিক কথা হল।

১১-৫-১৯১৭

কবির আজ কলকাতা থেকে Darjeeling যাবার কথা, বিকালে দেখা করতে গিয়ে শুনলুম যাওয়া হয়নি। দিনুবাবু ছিলেন, অনেক কথা হল। তারপর দুর্গার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরা গেল, মামীমাকে নতুন গান শোনানো গেল।

১২-৫-১৯১৭

বিকালে প্রশান্তর বাড়ি গেলুম। দিনুবাবুর গান শোনাবার কথা ছিল। তিনি পলাতক. অগত্যা আমরা কজনে মজলিস জমালুম।

১৩-৫ ১৯১৭

দুপুরে বেরিয়ে শিবপুরে গেলুম। ভাড়াটে খুঁজে কথাবার্তা বলে, Mayo-তে এসে দেখি কেউ নেই। তারপর দিদিমণির কাছে এসে তাকে নিয়ে সত্যবাবুদের বাড়ি যাওয়া গেল।

১৪-৫-১৯১৭

ভোরে উঠে কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। প্রায় সাড়ে নয়টা পর্যন্ত নানা বিষয়ে কথাবার্তা হল। তারপর Mayo-তে এসে সারাদিন কাটানো গেল। দ্বিজেনমামা আজই সকালে পুরী থেকে ফিরে আজই Darjeeling যাচ্ছেন। তারপর প্রশান্তর কাছে হীরেনকে introduce করে, কথা কয়ে দুজনে club-এ এলুম, বেশ জমল।

১৫-৫-১৯১৭

বিকালে League-এর কাজ করে সুকুমার, খোদন, অমলের সঙ্গে কবির কাছে যাওয়া গেল, 'What is Art ?' শীর্ষক চমৎকার প্রবন্ধটি শোনালেন। তারপর গান, গল্প, তর্কে রাত প্রায় সাড়ে নয়টা পর্যন্ত কাটিয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

১৬-৫-১৯১৭

বিকালে শ্রীশবাবুর বাড়ি গিয়ে 'ফাল্গুনী' পড়া গেল। তারপর দিদিমণিদের দেখে বাড়ি ফেরা। নগেনমাসির ঢাকায় বদলী হওয়ার খবর এল।

১৭-৫-১৯১৭

বিকালে বিপিনবাবুর কাছে যাওয়া গেল। ঘণ্টা ২/৩ নানা বিষয়ে কথাবার্তা হল. তাঁর নতুন লেখা শোনালেন।

১৮-৫-১৯১৭

বিকালে বেরিয়ে হেম দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা কয়ে League হয়ে প্রশান্তর ঘরে

আসা গেল। Provisional Committee পরামর্শের পালা শেষ করে কাজের উদ্যোগ করলেন।

১৯-৫-১৯১৭

কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়ি আজ নিমন্ত্রণ। আমার গান চারু রায়ের ভালো লেগেছে, সে কিরণকে বলতে কিরণও শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করে। রাত ১০টা পর্যন্ত মজলিস চলল।

২০-৫-১৯১৭

বিকালে অরুণের বাড়ি কাটিয়ে প্রশান্তর কাছে এলুম। সেখান থেকে সুকুমার ধরে নিয়ে গেল, টুলুকে কিছু নতুন গান শোনানো গেল।

২১-৫-১৯১৭

আজ Club-এ সুকুমার 'Criticism true and false'—এই বিষয়ে আলোচনা করলেন, কিরণশঙ্কর রায় ছিলেন, তর্ক বেশ জমল।

২৫-৫-১৯১৭

আজ দ্বিজেনমামা Darjeeling থেকে ফিরলেন। তার সঙ্গে কাজের পরামর্শ করে office-এ এলুম। নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করা গেল।

২৬-৫-১৯১৭

League office-এ কাজ করে, কালকের meeting-এর দরুন চেয়ার ইত্যাদি জোগাড় করে, মুচীপাড়ায় night school দেখে, Mayo-তে এসে রাত কাটালুম।

২৭-৫-১৯১৭

আজ সারাদিন annual report তৈরি করে বিকালে meeting-এ আসা গেল, বেশ হল। তারপর রাতে প্রকাণ্ড ভোজ, সুষমামামীরা এসেছিলেন, রাত ২টা পর্যন্ত অজিতদার সঙ্গে গল্প হল।

২৮-৫-১৯১৭

সকালে Mayo থেকে League-এ এলুম। আমাদের সব মফঃস্বলের worker-

দের সঙ্গে কাজের পরামর্শ ইত্যাদি করা গেল, খাওয়া ও স্বদেশ-সংগীত হল, বিকালটা অজিতদার বাড়ি কাটিয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

২৯-৫-১৯১৭

আজ Club-এর অধিবেশনে গিরিজাবাবু রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'র এক ভীষণ সমালোচনা পাঠ করলেন এবং সে বিষয়ে তুমুল তর্ক চলল। Club-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ল।

৩০-৫-১৯১৭

দিদিমণির বাড়ি মটরু, আমি ও টোবল নিমন্ত্রণ খেলুম।

২-৬-১৯১৭

দুপুরে শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে League-এ এলুম, নতুন কমিটির প্রথম অধিবেশন। Justice Chowdhury বেশ উৎসাহ দেখালেন, তারপর বহুকাল পরে রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম। 'বাংলার ইতিহাস ২য় ভাগ' ও 'ময়ূখ' দিলেন।

৩-৬-১৯১৭

সকালে মামীমার সঙ্গে খানিকটা কথা হল, তারপর অরুণের বাড়ি গেলুম। সারাদিন বেশ কাটল। সন্ধ্যা থেকে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। সেই ওজর করে চন্দ্রা ও অরুণ আমায় ধরে রাখলে—রাত ১২টা পর্যন্ত গান গল্পে কাটল।

৪-৬-১৯১৭

সকালে অরুণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরব, পথে ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে দেখা। খানিক গল্প করে প্রশান্তর বাড়ি এলুম। সে আজ Darjeeling গেল। তারপর সুকুমারের বাড়ি গিয়ে টুলুকে গান শিখিয়ে League office-এ এলুম। কাজ সেরে Club-এ যোগ দেওয়া গেল।

৫-৬-১৯১৭

বিকালের স্টীমারে কুঠিঘাটে আসা গেল—পুলিন রায়ের বাগানে। রাতে জ্যোৎস্নায় নৌকাবিহার, গান গল্প ইত্যাদিতে বেশ আমোদে কাটল।

৬-৬-১৯১৭

সকালে কলকাতায় ফিরে Mayo-তে উঠলুম, সারাদিন কাটানো গেল, লীলা-মামীমাকে ও টুলুকে telephone-এ গান শেখানো গেল। তারপর Leauge-এর কাজ করে বাড়ি ফেরা।

৭-৬-১৯১৭

গুণময় ও পুলিন পাস হয়েছে। খবর নিয়ে League office-এ এলুম। কিছু কাজ করে night school দেখে রাখালবাবুর বাড়ি এলুম। উড়িষ্যা ভ্রমণের সব ঠিক হল।

৮-৬-১৯১৭

আজ দুপুরে খুব মেঘ ও ঝড় এল। ঘরের মধ্যে সকলে বসে 'বিদায় অভিশাপ' ইত্যাদি পড়া গেল।

৯-৬-১৯১৭

সকালে শ্রীশবাবুর সঙ্গে 'ডাকঘর' পড়ে দ্বিজেনমামাকে খবর দেওয়া গেল, আজ পুরী যাচ্ছি। দুপুরে মটরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলে পরামর্শ করে তাকে গিধ্‌নীতে রাখাই ঠিক হল। সন্ধ্যার গাড়িতে রাখালবাবু ও গুরুদাসবাবুর সঙ্গে যাত্রা করা গেল।

১০-৬-১৯১৬

ভোরে পুরী পৌঁছে ডাকবাংলোয় ওঠা গেল। সমুদ্রের সঙ্গে খুব খানিক মাতামাতি করে, খেয়ে, শহর প্রদক্ষিণ করতে বেরনো গেল। জগন্নাথের মন্দির ও আনুসঙ্গিক সব দেখে বাসায় ফিরেই কোণারক যাওয়ার জোগাড়। পাঁচখানি গোযানে যাত্রা করা গেল। আন্দাজ ছ'টা, কিন্তু গরুর অবস্থা দেখে রাতে ২/৩ বার হাঁটা গেল।

১১-৬-১৯১৭

রাত ৪টা থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত হেঁটে, মামুলী যাত্রীর মতো আধমরা হয়ে কোণারকে ওঠা। রাখালবাবু পূর্বে পাল্কী করে ৬ ঘণ্টায় এসেছেন, গোযানের দল ২৩ ঘণ্টায় পৌঁছাল। চমৎকার বাঙলোটি। খেয়ে, গড়িয়ে সে দিন কাটল।

১২-৬-১৯১৭

ভোর থেকে কোণারকের মন্দির দেখা ইত্যাদি কাজে রাখালবাবুর সঙ্গে কাটল। বাসায় ফিরে খেয়েই আবার পুরী ফিরবার জোগাড়। বেলা ২টায় যাত্রা আরম্ভ, পরদিন সন্ধ্যা ৫টায় শেষ।

১৩-৬-১৯১৭

সারাদিন গোযানেই কাটল, সন্ধ্যায় পুরীর ডাকবাঙলোয় ফিরে সমুদ্রে স্নান করে খেয়েই রাত সাড়ে আটটার গাড়িতে ভুবনেশ্বর যাত্রা। রাত ২টায় ডাকবাঙলোয় পৌঁছানো গেল। পথে অধরবাবুর সঙ্গে দেখা, কলকাতা ফিরছেন। বড়ো ও মেজোমামীমা এবং শ্রীশবাবুকে চিঠি লিখলুম।

১৪-৬-১৯১৬

খণ্ডগিরির ডাকবাঙলোয় আজ প্রথম ভালো করে দিনটা বিশ্রাম করা গেল। বিকালে বেরিয়ে রাখালবাবু উদয়গিরির সব গুহাগুলি দেখিয়ে আনলেন। খাড়বেল inscriptionটির প্রতিলিপি নেবার সব সরঞ্জাম প্রস্তুত। রাত্রে স্থরেন কুমার, গোকুল ও অমলকে চিঠি লিখলুম।

১৫-৬-১৯১৭

আজ ভোর থেকে হাতিগুম্ফায় শিলালিপি নিয়ে পড়া গেল। বেলা ১টা পর্যন্ত কাজ করে, খেয়ে একটু বিশ্রাম করে ভুবনেশ্বরে বেরোনো গেল। অনন্তবাবুদের লিঙ্গরাজ প্রভৃতির মন্দির ও inscription দেখিয়ে আসা গেল। Jayswal-কে চিঠি লিখলুম।

১৬-৬-১৯১৭

সারা সকাল হাতিগুম্ফায় কাজ করে ফেরবার সময় রাখালবাবু খণ্ডগিরি গুহাগুলি দেখিয়ে আনলেন। দুপুরবেলাটা Kharvela problemটা দুজনে মিলে নাড়াচাড়া করা গেল, গুরুদাসবাবু আজ ফিরলেন। শ্রীশবাবু, প্রশান্ত, S. K. Roy ও দুজন ছাত্রের চিঠি পেলুম। Jayswal এক যদু সরকারের সমালোচনা পাঠালেন।

১৭-৬-১৯১৭

কাজ প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে এল, S. K. Roy ও প্রশান্তকে চিঠি লিখলুম।

সন্ধ্যায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল। বাঙলোর বারান্দায় একা easy chair-এ পড়ে পাহাড় জঙ্গলের স্নানযাত্রা দেখা গেল।

১৮-৬-১৯১৭

আজ প্রায় সারাদিন মেঘ করে রয়েছে, facsimileগুলি রাখালবাবুতে আমাতে মেলানো গেল। সুষমামামী ও শ্রীশবাবুকে চিঠি লিখলুম।

২১-৬-১৯১৭

আজ inscriptionটি শেষ হলো, ভুবনেশ্বর থেকে রথযাত্রার দিন খণ্ডগিরিতে এসে বেশ দেখা গেল।

২২-৬-১৯১৭

আজ ভোরে গোযানে রওনা হয়ে ধৌলী আসা গেল আন্দাজ ১০টায়। ২টা পর্যন্ত সেখানে কাজ করে বাঙলোয় আধমরা হয়ে শুয়ে পড়া গেল। সন্ধ্যায় আবার বেরিয়ে, খেয়ে, কলকাতায় রওনা হওয়া গেল।

২৫-৬-১৯১৭

দুপুরে বেরিয়ে Mayo-তে এলুম। দ্বিজেনমামা আজ বেরোলেন না। খুব জল এল। পুরী, কোণারক প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা হল, রাতে থেকে গেলুম। সকালে অরুণ phone করল, সে রঙপুর যাচ্ছে। কবির বাড়িতে দেখা হল, অজিতের সঙ্গে দুপুরটা কাটানো গেল।

২৬-৬-১৯১৭

সকালে Mayo থেকে বেরিয়ে S. K. Roy-এর কাছে খোঁজ নিলুম, আজই History staff-এর meeting। তখুনি বাড়ি ফিরে খেয়ে আবার কলেজে এলুম। সেখান থেকে অমলের কাছে আসতেই সুকুমার ইত্যাদি ধরে High Court নিয়ে গেল, সেখান থেকে কবির কাছে আসা গেল।

২৭-৬-১৯১৭

দুপুরে Museum-এতে গিয়ে হঠাৎ শুনলাম রাখালবাবু western circle-এর

supdt. হয়ে বদলি হয়েছেন—তাঁর সঙ্গে বাড়ি এসে যদুবাবুকে তুলে কবির কাছে আসা গেল ও রাত ৯টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা ঠিক হল।

২৮-৬-১৯১৭

সকালে জোড়াসাঁকো গেলুম—কবিও ব্রজেনবাবু ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত নানা বিষয়ে প্রসঙ্গ করলেন—আমি ও অজিত উপস্থিত।

তারপর Mayo-তে খেয়ে Imperial Library হয়ে রাখালবাবুর কাছে আসা গেল—বিকাল পর্যন্ত কাজ করে রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসা গেল।

২৯-৬-১৯১৭

Museum-এ কাজ করে Mayo-তে এলুম—মামীমার পিতার মৃত্যুদিন—খোদনের সঙ্গে অনেক কথা হল—রাতে থেকে গেলুম।

৩০-৬-১৯১৭

খেয়ে Mayo থেকে Imperial Library-তে এলুম, সুরেন কুমারের সঙ্গে অনেক কথা হল, তারপর Museum-এতে কাজ করে বাড়ি আসা গেল।

১-৭-১৯১৭

বিকালে বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম, অনেক কথা হল।

২-৭-১৯১৭

আজও খুব জল—রাখালবাবুর কাছে কাজ করে বাড়ি এলুম—আজ আমার কাছে অধিবেশন—সুনীতিবাবু 'ইতিহাসের ধারা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়লেন, বেশ জমল।

৩-৭-১৯১৭

খুব বৃষ্টি চলছে—সারাদিন বাড়িতে বন্ধ—সুষমামামীকে গান শেখানো গেল। বিকালে বেরিয়ে Mayo-তে আসা গেল। মেদিনীপুরের deputy majst. বিজয়কুমার মুখো, পঞ্চানন মুখো, S. K. De ইত্যাদির সঙ্গে অনেক কথা হল league সম্বন্ধে।

৪-৭-১৯১৭

শ্রীশবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে Mayo-তে এলুম—আজ কবিকে আমাদের

Club-এ ডাকা গেল—অনেক বিষয়ে কথা ও নতুন গল্প শোনা হল—'পয়লা নম্বর' —সেই গল্পের জের চলল রাত ১টা পর্যন্ত তর্কে। প্রথম প্রশান্তের সঙ্গে দেখা ও কথা হল সুজাতার বিষয়ে।

৫-৭-১৯১৭

সকালে কবির কাছে এসে সকলে নূতন জাপানী যুদ্ধের ছবি দেখা গেল—superb। তারপর কথাবার্তা বলে Mayo-তে খেয়ে Museum-এ আসা—কাজ করে আবার প্রশান্তের কাছে—রাত ৯টা পর্যন্ত কথা হল। সুকুমারের সঙ্গেও কথা হল।

৬-৭-১৯১৭

Museum-এ কাজ সেরে রমেশবাবুর সঙ্গে Asiatic Society-তে আসা গেল—'Bhasa'-এর সম্বন্ধে একজন Russian এক প্রবন্ধ পাঠ করলেন।

৭-৭-১৯১৭

Museum-এ কাজ সেরে League office-এতে এলুম—কাজ করতে ২ সুকুমার, প্রশান্ত, খোদন এল—গল্প চলল—প্রশান্তের সঙ্গে ফিরলুম—সে ট্রামে তুলে দিয়ে গেল—কিছু কথা হল।

৯-৭-১৯১৭

সন্ধ্যায় চারু বন্দ্যোর বাড়ি অধিবেশন বেশ জমল—'বৈকুণ্ঠের খাতা' পড়া হল—তারপর প্রশান্তর সঙ্গে কথা কওয়া সেরে বাড়ি ফেরা।

১০-৭-১৯১৭

প্রথম college খুলল—দেখাসাক্ষাৎ করে, routine বলে, অধরবাবুর সঙ্গে দেখা করে Museum-এ এলুম ও সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করা গেল।

১১-৭-১৯১৭

আজ প্রথম IV year class নিলুম—তারপর রাখালবাবুর কাজ সেরে Museum থেকে Harrison Road-এতে এলুম, ছাতার কাপড় বদলাতে (Rs ২/-), Policy-র টাকা দেওয়া গেল। নতুন case কিনলুম (4/8)।

১২-৭-১৯১৭

কলেজের পর Museum হয়ে দিদিমণির বাড়ি এলুম ও শ্রীশবাবুর কাছে হয়ে এলুম। ভাঁটুর হাম হয়েছে। জ্ঞান ঘোষের সঙ্গে কলেজ নিয়ে অনেক কথা হল।

১৩-৭-১৯১৭

মেজোমামীর চিঠি পেলুম ও উত্তর দিলুম।

কলেজের পথে প্রশান্তর সঙ্গে অনেক নূতন খবর শুনে এলুম। Dr. Sarkar-এর বাড়ি tea party-তে নিমন্ত্রণ করলে। রাত ৯টা পর্যন্ত League-এর কাজ করলুম—Museum থেকে ফিরে।

১৪-৭-১৯১৭

দুপুরে Museum-এতে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত com. room-এ কাটল—নীলরতন সরকারের বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, যেতে পারলুম না। সটান League office-এ এলুম ও কাজ সেরে বাড়ি ফেরা।

১৫-৭-১৯১৭

ভোরে স্নান সেরে কবির কাছে এলুম। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে রামেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ি হয়ে Mayo-তে এলুম, সারাদিন কাটালুম। লীলামামীর সঙ্গে অনেক কথা হল—তারপর সুকুমারের কাছে এসে তার সঙ্গে ও টুলুর সঙ্গে একটা প্রসঙ্গ করা গেল।

১৬-৭-১৯১৭

কলেজের পর ২/৪০-এর জাহাজে শিবপুরে আসা গেল—নোটনের জন্মদিন, খুব মাতামাতি করে। ৮॥টায় League office এসে আমার উড়িষ্যা শিল্প প্রসঙ্গর গোড়াপত্তন করলুম। তারপর দ্বিজেনমামার সঙ্গে Mayo-তে এলুম।

১৭-৭-১৯১৭

কলেজের পর সুকুমারের বাড়ি rehearsal দিয়ে League office-এ এলুম। আজ কবি President—সেখান থেকে রামমোহন লাইব্রেরিতে কবির সংবর্ধনায় আসা গেল। B. Girls' School-এ কাল নিমন্ত্রণ পেলুম।

১৮-৭-১৯১৭

সকালে চিঠি পেলুম—দুপুরে কলেজে টুলুদি একটা note পাঠালেন—ক্লাস শেষ করে সুকুমারদের বাড়ি হয়ে, Dr. J. C. Bose-এর অভ্যর্থনা উপলক্ষে B. Girls' School-এতে এলুম। তারপর কবির বাড়ি যাত্রা দেখে বাড়ি ফেরা।

১৯-৭-১৯১৭

আজ তিনঘণ্টা কাজ—ভারি strain বোধ হল—বাড়ি ফিরে, দিদিমণিদের দেখে বিপিনবাবুর ছেলে জ্ঞানাঞ্জনের জন্মতিথিতে এলুম, রাত ১॥টা পর্যন্ত অনেক কথা হল—জীবনকে বোলপুরে চিঠি লিখলুম।

২০-৭-১৯১৭

কলেজের পর অধরবাবুর সঙ্গে দেখা করে—অজিতদার নতুন বাড়ি দেখে League-এ এলুম এবং রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ করে—বাড়ি ফিরলুম।

২১-৭-১৯১৭

সকালে অমল ও বিপিনবাবুর সম্বন্ধে কথা (Cult of Nationalism নিয়ে), শ্রীশবাবুকে জানিয়ে সুকুমারের বাড়ি আসা গেল। সন্ধ্যায় বোধিসত্ত্ব সেনের বাড়ি রাখালবাবুর বিদায়-ভোজ—মহারাজ নাটোর সভাপতি—চমৎকার জমল।

২২-৭-১৯১৭

সারাদিন সুষমা ও লীলামামীমারা আলিপুরে কাটালেন। গল্পগুজব চলল—'বৈকুণ্ঠের খাতা' পড়া হল।

সন্ধ্যাটা শ্রীশবাবুর সঙ্গে 'সোনার তরী' পড়ে বাড়ি এলুম। দ্বিজেনমামার সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা হল।

২৩-৭-১৯১৭

আজ Club-এ আমার উড়িষ্যাশিল্প সম্বন্ধে দ্বিতীয় আলোচনা প্রসঙ্গ চলল।

২৪-৭-১৯১৭

আজ রমাপ্রসাদ চন্দের বিদায়-ভোজ বোধিবাবুর বাড়ি বসল। রাত ১টায় রমেশ-বাবুর সঙ্গে বাড়ি ফেরা।

২৫-৭-১৯১৭

কলেজের পর অমলের বাড়ি সুকুমারের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হল।

২৬-৭-১৯১৭

কলেজের পর খোদন, তাতাকে সঙ্গে নিয়ে কবির কাছে আসা গেল—Home Rule সভায় গাইবার এক অপূর্ব কোরস শোনালেন। 'অচলায়তন' নিয়ে অনেক কথাবার্তা হল।

২৭-৭-১৯১৭

কলেজের পর League office-এ কাজ করলুম রাত ৮টা পর্যন্ত। তারপর রাখালবাবুর খবর নিয়ে বাড়ি ফেরা।

আজ University-তে Defence of India force তোলবার প্রথম meeting আমাদের কলেজে হল—S. C. College platoon তৈরি হবার কথা হল—আমি ও নির্মল যোগ দেব।

২৮-৭-১৯১৭

সকালে মামীমা Mayo-তে গেলেন, সারাদিন চিঠি লিখলুম—সন্ধ্যায় দিদিমণিদের দেখে এলুম।

২৯-৭-১৯১৭

দুপুরে বেরিয়ে শিবপুর গেলুম, ঠাকুরঘরের কিছু বন্দোবস্ত করবার জন্যে—তারপর প্রশান্তর সঙ্গে একদল ছেলে নিয়ে কবির কাছে আসা গেল—নতুন গানের কোরস করবার জন্যে।

৩০-৭-১৯১৭

আজ অমলদের বাড়ি club—আমার উড়িষ্যাশিল্প প্রসঙ্গ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আলোচনা চলল। রাত্রে খুব জল আসাতে দ্বিজেনমামার সঙ্গে Mayo-তে এলুম।

৩১-৭-১৯১৭

কলেজের পর প্রশান্তর কাছে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাতাদার সঙ্গে গল্প জমল। তার-

পর League office এসে নিশিবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হল। রাখালবাবুর কাল যাওয়া ঠিক হল।

১-৮-১৯১৭

সকালে Bhandarker-এর বাড়ি রাখালবাবু, রমেশবাবু, সুরেনবাবু ও আমি— History Scheme discuss করা গেল।

কলেজের পর প্রশান্তর ঘরে সকলে জমা গেল। রথীবাবুর নিমন্ত্রণ কাল রক্ষা করা যাবে।

২-৮-১৯১৭

বিকালে কবির কাছে হাজির হওয়া গেল—প্রকাণ্ড গানের মজলিস বসল—কোরস বেশ জমবে—এরকম নিয়মিত যাতে হয় তার বন্দোবস্ত করবার ইচ্ছা কবি ছেলে-মেয়েদের কাছে প্রকাশ করলেন।

৩-৮-১৯১৭

কলেজের পর League office এসে Industrial School সম্বন্ধে নানা আলোচনা হল। তারপর দ্বিজেনমামা Industrial Club-এতে এলেন, আজ এখানে কবির সংবর্ধনা।

৪-৮-১৯১৭

কলেজে Intercession service হল, তারপর প্রশান্তর সঙ্গে রামমোহন লাই-ব্রেরিতে আসা গেল—কবির বক্তৃতা ও 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। আমাদের কোরস খুব জমল—তারপর তাতা ও টুলুর সঙ্গে গল্প করে বাড়ি ফেরা।

৫-৮-১৯১৭

সকালেই বিপিন পাল এসে উপস্থিত। কবির বক্তৃতা সম্বন্ধে merciless criticism করলেন এবং তুমুল প্রতিবাদ করবার অভিপ্রায় জানালেন।

৬-৮-১৯১৭

কলেজের পর অজিতদার বাড়ি হয়ে ধীরেনের বাড়ি club-এ আসা গেল—Turgenev-এর উপর নির্মল এক প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে।

কবির বক্তৃতা নিয়ে বিপিনবাবু মহা agitation আরম্ভ করেছেন শোনা গেল

৭-৮-১৯১৭

কলেজের পর জোড়াসাঁকো আসা—রাত ৯টা পর্যন্ত কবির বিভিন্ন লোকের সঙ্গে পত্রব্যবস্থার ও সেইসব চিঠির খবরাখবর পাওয়া গেল। অধিকাংশ নষ্ট হয়েছে সব শুনলাম।

৮-৮-১৯১৭

কলেজের পর জোড়াসাঁকো আসা গেল—দিনুবাবু এসেছেন, chorus বেশ জমল—তারপর কবিকে জেদ করে ধরে 'এ অন্ধকার ডুবাও' এই গানটির সুর ঠিক করে নেওয়া গেল।

৯-৮-১৯১৭

আজ ছুটি। সকালে শ্রীশবাবুর সঙ্গে কাটল—সন্ধ্যায় দ্বিজেনমামা এলেন—তাঁর সঙ্গে কবির বক্তৃতা ও বিপিনবাবুর সমালোচনা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হল ও একসঙ্গে আনন্দ রায়ের বাড়ি নিমন্ত্রণে আসা গেল।

১০-৮-১৯১৭

কলেজের পর প্রশান্তর ঘরে কাপড় ছেড়ে Alfred Theatre-এ আসা গেল—ভিড়ে দরজা ভেঙে পড়ে বুঝি—'নস্থানং তিল ধারয়েৎ' গোছের অবস্থায় কবি বক্তৃতা পড়লেন—কোরসও বেশ জমল। মহারাজা নাটোরের পাখোয়াজ খুব জমল।

১১-৮-১৯১৭

সকাল ভাণ্ডারকারের কাছে Thibaut-র Carmichael Lectures ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনেক কথাবার্তা হল। বেশ পরিচয় হয়ে গেল।

দুপুরটা বিপিনবাবুর কাছে কাটিয়ে কবির প্রবন্ধের সমালোচনা শুনে সেটি modify করে প্রশান্তর বাড়ি এলুম—বিজয় মজুমদার ছিলেন, ইতিহাস নিয়ে অনেক কথা হল।

১৩-৮-১৯১৭

আজ League-এর Ex. Com. meeting সেরে Club-এ আসা গেল—সুকুমার 'চলচিত্ত চঞ্চরী' পড়লেন।

১৪-৮-১৯১৭

কলেজের পর প্রশান্তর ঘরে এসে সুকুমার, আমি ও প্রশান্ত তিনজনে মিলে—'অচলায়তন' পড়া গেল।

১৫-৮-১৯১৭

আজ 'বিচিত্রা' গ্রন্থাগার খোলা হল—রথীবাবুর নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যায় সকলে একত্র হওয়া গেল—কবির সঙ্গে কথা হল।

১৬-৮-১৯১৭

কলেজের পর Percy Brown-এর বক্তৃতা—'Indian Sculpture' শুনতে আসা গেল—চমৎকার slideগুলি—মামীমারা এসেছিলেন—সঙ্গে বাড়ি ফেরা গেল।

১৭-৮-১৯১৭

কলেজের পর খোদন মামার সঙ্গে Monday Club সম্বন্ধে কথা কয়ে League office-এ আসা গেল—শরৎবাবু নিশিবাবুকে charge make over করলেন।

১৮-৮-১৯১৭

আজ League-এর Second Annual Meeting, Sir K. G. Gupta President—বেশ জমল—বিশেষভাবে Anderson-এর বক্তৃতা। তারপর নবদ্বীপ-বাবুর সংবর্ধনায় Mary Carpenter Hall-এ আসা গেল।

১৯-৮-১৯১৭

সকালে ভাণ্ডারকারের বাড়ি হয়ে দিদিমণির কাছে এলুম—এ বাড়ি আবার ছাড়তে হবে—notice দিয়েছে—দুপুরে শিবপুর গেলুম। Prof. S. Bose-এর ছেলের M. A. (History) নেওয়া সম্বন্ধে কথা বলে municipal tax Rs 6/5 জমা দিয়ে—প্রশান্তর বাড়ি এলুম—অজিত ও সুকুমারের বক্তৃতা বেশ জমল, তারপর মামীমাকে নিয়ে ট্রামে বাড়ি ফেরা গেল।

২০-৮-১৯১৭

আজ অজিতের জন্মদিন—কলেজের পর চারুবাবু, অমল, খোদন ও আমি উপস্থিত হলুম ও আন্তরিক শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করে গল্প করে বাড়ি ফেরা গেল।

২১-৮-১৯১৭

আজ আমাদের Club-এর দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব, স্নকুমারের বাড়ি অধিবেশন—চমৎকার জমল—খুব খাওয়া-দাওয়া। তারপর দ্বিজেনমামার সঙ্গে Mayo-তে আসা গেল।

২২-৮-১৯১৭

League-এর meeting—আজ বস্তি সম্বন্ধে কাজ আরম্ভ করবার ব্যবস্থা হল, তারপর 'বিচিত্রা'য় অবনীবাবুর বক্তৃতায় আসা গেল।

২৩-৮-১৯১৭

সকালে মেজোমামী ও মেজোমামা মাদ্রাজ থেকে এলেন—কলেজের পর স্নকুমার ও খোদনের সঙ্গে Percy Brown-এর lectures।

২৪-৮-১৯১৭

কলেজের পর স্নকুমারবাবুর সঙ্গে দেখা করে—Athletics দেখে প্রশান্তর ঘরে এলুম—সে রাস্তায় বেড়াতে ২ তার কিছু ২ কথা শোনালে।

২৫-৮-১৯১৭

আজ দিদিমণিরা হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের এক নতুন বাড়িতে উঠে এল—সারাদিন জিনিসপত্র চালান করে বিকালে C. M. S. College-এ আসা গেল—বস্তি নৈশ বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ। Lord Bishop সভাপতি—ইংরাজি ও হিন্দিতে চমৎকার বক্তৃতা করলেন—তারপর ছাত্রসমাজে রামতনু লাহিড়ীর স্মৃতিসভায় যোগ দিলুম। প্রশান্তর কাছে আমার কিছু ২ কথা খুলে বললুম।

১-৯-১৯১৭

আজ কবি ডেকে পাঠালেন নতুন গানের দলে যোগ দেবার জন্য। সেখান থেকে Mayo-তে এলুম—রাতটা কাটানো গেল। অজিতের সঙ্গে গল্প হল।

২-৯-১৯১৭

সকালে কবির কাছে এলুম, বেলা ১১টা পর্যন্ত নানা কথাবার্তা চলল।

বিকালে League-এ এলুম—Co-operative Society-র Registrar Mr. Danover এলেন—Bustee Bank সম্বন্ধে final কথাবার্তা হল।

৩-৯-১৯১৭

কলেজের পর দৌড়ে বাড়ি এলুম। Mr. & Mrs. Bhandarkar, Mr. & Mrs. Madvarkar ও ছেলেপিলে বাগানে এলেন—মামাবাবু মামীমার সঙ্গে আলাপ হল।

কিরণশঙ্করের বাড়ি club ছিল, যাওয়া হল না।

৪-৯-১৯১৭

বিকালে কবির কাছে আসব—প্রশান্ত বললে আজ দরকার নেই—প্রশান্তর ঘরেই গল্প চলল।

৫-৯-১৯১৭

আজ সন্ধ্যায় কবি Music সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পড়লেন—সঙ্গে গানও হল—চমৎকার লাগল।

৬-৯-১৯১৭

কলেজের পর নির্মল সিদ্ধান্তের ঘরে চা খেয়ে সুকুমারের সঙ্গে জোড়াসাঁকো আসা গেল—রাত ৯টা পর্যন্ত কোরসের তালিম চলল।

৭-৯-১৯১৭

ভোরে স্নান সেরে কবির কাছে এলুম। তখুনি 'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল' গানটি লিখে নেমে এলেন, আমাদের সুরটি শেখালেন। তারপর ১০টা পর্যন্ত তালিম চলল, তারপর 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র নতুন সংস্করণের পাঠ—চমৎকার! তাড়াতাড়ি রথীবাবুর সঙ্গে খেয়ে ছুটে কলেজে এলুম—কাপড় পরেই class নিলুম—সন্ধ্যায় রামমোহন হলে কবির বক্তৃতা হল।

৮-৯-১৯১৭

আজ বিপিনবাবু ও C. R. Das কবির সঙ্গে দেখা করলেন। শ্রীশবাবুর সঙ্গে 'খেয়া' revise করা গেল—তারপর ইন্দুমতী ও প্রতিমাকে নতুন গান শেখানো। দুপুরে ছোটো নাট্য পাঠ। বিকালে হাবল এল, তাকে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রসমাজের অধিবেশনে আসা গেল—প্রশান্ত ছাত্রসমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে—তারপর অজিতের সঙ্গে Congress Recp. Comm. President নিয়ে কথা হল।

১০-৯-১৯১৭

আজ League office-এ club constitution নিয়ে বিষম মারামারি। কোনো মীমাংসা হল না।

১২-৯-১৯১৭

আজ প্রশান্তর ঘরে club controversy-র একটা নিষ্পত্তির মতো হল।

১৪-৯-১৯১৭

সন্ধ্যায় 'বিচিত্রা'য় Sarkis সাহেব European Music সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করলেন—ভারি রসিক লোক—বেশ লাগল।

১৫-৯-১৯১৭

আজ সন্ধ্যায় রাজনারায়ণ স্মৃতিসভায় কবি চমৎকার বক্তৃতা করলেন—সমাজ ভেঙে পড়ে আর-কি, এমনই ভিড়।

১৬-৯-১৯১৭

সকালে বিপিনবাবুর বাড়ি প্রশান্তকে নিয়ে Congress Split ব্যাপারটি তন্ন২ করে study করা গেল। সারাদিন প্রশান্ত আলিপুরে কাটালো, বিকালে তাকে বাগান দেখিয়ে ট্রামে তুলে দিলুম—সন্ধ্যায় ছেলেদের নিয়ে rehearsal দেওয়া গেল। আজ সেজোমামার আইবুড়োভাত।

১৭-৯-১৯১৭

কলেজের পর Presidency College-এ গেলুম, কবি বাঙলাভাষা সম্বন্ধে বক্তৃতা

দিলেন। তারপর League-এর কাজ করে অজিতদার বাড়ি club-এর অধিবেশনে এলুম।

১৮-৯-১৯১৭

আজ সেজোমামার বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল।

১৯-৯-১৯১৭

আজ সন্ধ্যায় প্রশান্তর সঙ্গে অনেক কথা হল। আমার জীবনটা এক huge failure-এর দিকে যাচ্ছে, তার আভাস পাওয়া গেল।

২০-৯-১৯১৭

আজ কলেজের পর প্রাণকৃষ্ণবাবুর কাছে গেলুম। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক কথা হল।

২১-৯-১৯১৭

আজ কলেজে J. D. Anderson-এর চিঠি পেলুম—বিকালে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র rehearsal দেখে—সন্ধ্যায় গানের মজলিসে বসা গেল—বহুকাল এমন জমেনি। কবি Western Music ও দেশী ওস্তাদি একসময় কতটা চর্চা করেছেন, হঠাৎ সেটা ফাঁস হয়ে পড়ল।

২২-৯-১৯১৭

আজ সেজোমামীর বৌভাত উপলক্ষে ছেলেমেয়েরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করলে—বেশ জমল।

২৩-৯-১৯১৭

সকালে শ্রীশবাবুর সঙ্গে বিজয় মজুমদারের বাড়ি আসা গেল—দুপুরটা বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলে তাস খেলা গেল—বিকালে ছাত্রসমাজের meeting হয়ে, বাড়ি ফিরে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র দ্বিতীয় ভাগ মহড়া দেওয়া গেল।

রাখালবাবুর চিঠি পেলুম ও জবাব দিলুম।

২৪-৯-১৯১৭

সকালে নতুনমামীর সঙ্গে রবিবাবুর কিছু২ পাঠ করা গেল।

বিকালে কলেজের পর অধরবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম। তারপর League-এর meeting সেরে club-এ এলুম। ধীরেনবাবুর বাড়ি চারু বন্দ্যোর 'জয়শ্রী' শোনা গেল।

২৬-৯-১৯১৭

আজ রামমোহন স্মৃতিসভায় কবি সভাপতি—প্রমথ তর্কভূষণ, গুরুদাসবাবু ইত্যাদি বললেন।

২৭-৯-১৯১৭

ইন্দুমতী, সেজোমামী ও আমি রাতে গান গল্পে বেশ স্ফূর্তিতে কাটানো গেল।

২৮-৯-১৯১৭

কলেজের পর জোড়াসাঁকো এলুম—'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় হল—চমৎকার! রমেশবাবুকে নিয়ে গেলুম, কবির সঙ্গে পরিচয় হল—বাড়ি ফিরে সেজোমামীর সঙ্গে জ্যোৎস্নায় খানিক বেড়ানো গেল।

২৯-৯-১৯১৭

আজ দুপুরে মামাবাবু গিধ্‌নী গেলেন—বিকালে বেরিয়ে ছাত্রসমাজের শেষ meeting-এ যোগ দিলুম—তুমুল প্রতিবাদ—বেশ একটা দল পাকাচ্ছে।

৩০-৯-১৯১৭

১১টা/২০-তে স্টীমারে শিবপুরে সকলে আসা গেল—সারা দিন সুরেনমামার ছাত্র সত্যেন, গৌরীপতি ইত্যাদির সঙ্গে গল্প-গান—সন্ধ্যায় club-এর অধিবেশন হল—বেশ জমল।

১-১০-১৯১৭

কলেজের পর Prof. Kydd-কে নিয়ে League office-এর সব দেখালুম। দ্বিজেনমামা এলেন, প্রায় ঘণ্টা-দুই ধরে অনেক গল্প চলল।

২-১০-১৯১৭

প্রশান্তর ঘরে Congress Split-এর compromise-এর ইতিহাস শোনা গেল।

৩-১০-১৯১৭

সন্ধ্যা ৫॥টা পর্যন্ত ছেলেদের পড়ার সাহায্য করে কবির বক্তৃতায় হাজির হলুম। 'আমার ধর্ম'—বেশ জমল—'ডাকঘর' অভিনয় হবে শুনলুম।

৪-১০-১৯১৭

কলেজের পর সটান Bhandarkar-এর বাড়ি এলুম—Mrs. এবং Mr.-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প হল।

৫-১০-১৯১৭

আজ ভীষণ বৃষ্টি চলছে—October-এর মাইনে পাওয়া গেল—V. Smith এবং J. D. Anderson-কে চিঠি লিখলুম।

১০-১০-১৯১৭

আজ 'ডাকঘর' প্রথম অভিনয়, মহিলাদের জন্যে—মামীমাদের নিয়ে হাজির এবং চুপে চুপে কবির কাছে হাজির হয়ে green-room-এ থাকা গেল ও যথাসময়ে দেখা গেল।

১১-১০-১৯১৭

আজ কলেজের পর মাইনে (Oct) নিয়ে, চিঠি লিখে, জোড়াসাঁকো এলুম—আজ আমাদের দিন। Mr. & Mrs. Bhandarkar-কে ও Kydd সাহেবকে আনলুম।

১২-১০-১৯১৭

আজ সন্ধ্যায় অজিতদার সঙ্গে দেখা করে এলুম, সকলে গিরিধি যাচ্ছেন।

১৩-১০-১৯১৭

সকালে রথীবাবুর কাছে টিকিট নিয়ে বিলি করার বন্দোবস্ত করে, ১১টার স্টীমারে চড়ে শিবপুরে আসা গেল—সারাদিন খুব স্ফূর্তিতে কাটানো গেল।

১৪-১০-১৯১৭

সকালে প্রশান্ত ডেকে পাঠালে, ছাত্রসমাজের সম্বন্ধে কথা আছে—তার কাছে

যাওয়া গেল—দুপুরে নির্মল এল—তিনজনে মিলে হেরম্ববাবুর কাছে যাওয়া গেল—তারপর হেম দাশগুপ্তর বাড়ি সাহিত্য পরিষদ সম্বন্ধে কথা বলে বাড়ি ফেরা।

১৫-১০-১৯১৭

সকালে ডাঃ গিরিশ দে'র ছেলে অরবিন্দ আমার কাছে এল। তাকে কিছু পরামর্শ দিয়ে দুপুরে বেরিয়ে নির্মলের সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণবাবুর কাছে এলুম। ২ ঘণ্টা কথা-বার্তা বলে জোড়াসাঁকো আসা গেল—দিনুবাবু ও জীবনের সঙ্গে বসে 'ডাকঘর' দেখা গেল।

১৬-১০-১৯১৭

আজ মামাবাবুদের নিয়ে গেলুম—আজকার 'ডাকঘর' অভিনয় সবচেয়ে ভালো লাগল।

১৭-১০-১৯১৭

রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করে প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি আসা গেল। University Reform Scheme-এতে বাংলা কতটা ঢোকাতে পারা যায়, সে পরামর্শ করতে—কবি উপস্থিত ছিলেন—কথা হল।

১৮-১০-১৯১৭

আজ Executive Committee-তে ছাত্রসমাজের reconstruction scheme pass সম্বন্ধে date ইত্যাদি ঠিক করা গেল।

১৯-১০-১৯১৭

সকালে কবির কাছে গেলুম—Congress-এ address, নতুন লেখা ইত্যাদি অনেক কথা হল—আমায় কিছুদিন বোলপুরে থাকতে ডাকলেন—বিকালে অমল ইত্যাদি এল, গল্প-গুজব করা গেল—রাতে কবি গান ও খাবার নিমন্ত্রণ করে-ছিলেন, যাওয়া হল না—সুষমামামীকে Saul শোনালুম।

২০-১০-১৯১৭

সকালে শ্রীশবাবু ও দিদিমণিদের সঙ্গে দেখা করে এলুম—বিকালে ৩টায় বেরিয়ে

৪॥টার মেলে দার্জিলিঙ রওনা হওয়া গেল। সান্তাহার পর্যন্ত ভারি ভিড়—তারপর গাড়ি বদলে বেশ আরামে ঘুমাতে পারা গেল।

২১-১০-১৯১৭

ভোরে উঠে শিলিগুড়ি থেকে পাহাড় দেখতে আরম্ভ করা গেল—বেলা ৩টায় দার্জিলিঙ পৌঁছে দেখি প্রশান্ত অপেক্ষা করছে—Glen Eden এসে, স্নান করে চা খেয়ে, দুজনে বেড়াতে বেরনো গেল—Observatory Hills-এর উপর হয়ে Mall হয়ে, Auckland Road বেড়িয়ে, বাড়ি ফেরা।

॥ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সম্পর্কে extended ডায়েরি ॥

২১শে অক্টোবর আমি Glen Eden-এ উঠলুম, ২২শে ডঃ শীল ও জয়গোপালবাবু এলেন ; সেদিন আর বেশি বেড়ানো অথবা আলাপ-প্রসঙ্গ হল না, তাঁরা বিশ্রাম করলেন। আমি ও প্রশান্ত রাতে জ্যোৎস্নায় জলাপাহাড়ে অনেকক্ষণ বেড়ালুম।

২৩শে সকালে আমরা সকলে Auckland Road ধরে বেড়াতে বেরলুম। প্রসঙ্গক্রমে ডঃ শীলের কাছে Function of History সম্বন্ধে কথা তোলা গেল ; ডঃ শীল আরম্ভ করলেন। 'ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ ধারণাটা অতি সংকীর্ণ রকমের। কোনো-এক বিশেষ ব্যক্তি, জাতি বা সংগতি সংক্রান্ত ঘটনাবলী কালের পারম্পর্য অনুসারে লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান কাজ বলে ধারণা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান-চর্চার অদ্ভুত অভ্যুদয়ের ফলে ক্রমশ এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে শুধু মানবসমাজে কেন, জড়জগতেরও ক্রমবিকাশ আছে—সে বিকাশের স্তর আছে—পারম্পর্য আছে। সঙ্গে২ Geology, Astronomy, Chemistry প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে, Historico-Comparative-এর প্রয়োগে এবং Biology-তে Evolution Theory-র প্রভাবে জীব ও জড়বিজ্ঞানের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য প্রকাশ হল। এতে দুটি বিজ্ঞানই বিশেষ লাভবান হল—একদিকে জীববিজ্ঞানের আদর্শানুসারে জড়বিজ্ঞানের ইতিহাস সংকলিত হতে লাগল—অন্যদিকে জীববিজ্ঞানও জড়বিজ্ঞানের আদর্শে sober, thorough এবং concrete হয়ে উঠল। এই নতুন চোখে ইতিহাস-বিজ্ঞানকে যদি পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে ইতিহাসের কাজ চার রকমের—

১। Description—বর্ণনা

২। Interpretation—ব্যাখ্যা

৩। Normation—আদর্শ নির্দেশ

৪। Valuation—আদর্শপরীক্ষা

ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, সংস্থান, প্রতিষ্ঠান—যারই ইতিহাস লেখা যাক-না কেন, উক্ত চার দিকে চোখ রেখে লিখতে হবে—অবশ্য সকলেই যে চারটি বিভাগের কাজ করতে পারবে, তা আশা করা যায় না, কিন্তু Culture History-র উপাদান হিসাবে লেখা না হলে, আংশিক কাজগুলিও কাঁচা হবে—আদর্শটি যত উচ্চ, উদার ও গভীর হবে, কাজ ততই ভালো হবে।

যে-কোনো বিষয়ই হোক-না কেন, প্রথমে তার নিখুঁত বর্ণনা দরকার, কারণ পরবর্তী স্তরের কাজ এই বর্ণনার উপর নির্ভর করে। এখানে ঐতিহাসিককে একেবারে বৈজ্ঞানিকের detachment, passion for the concrete, acuteness of observation-এ থাকা চাই। এ অবস্থায় এক মস্ত বিপদ এই যে, কোনো-একটা বিশেষ মত বা নির্দিষ্ট ধারণা থাকার ফলে, বাদসাদ, জোড়া-তাড়া দিয়ে factsগুলিকে একরকম করে খাপ-খাওয়ানোর চেষ্টা অজ্ঞাতসারে চলতে থাকে। এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হয়ে চলতে হয়। দ্বিতীয় বিপদ, ভিন্ন ২ স্তরের তুলনায় correspondence-এর অভাব। যে-দুটি স্তর হয়তো পাশাপাশি বর্ণনা করা উচিত, তাদের এক পর্যায়ের ক্রমানুসারে বর্ণনা করা হলে, সব ভুল হয়ে গেল। Archaeology-র stratographical method-এ এই ভুল প্রায়ই হয়—কালের সঙ্গে স্তরের এবং স্তরের সঙ্গে স্তরের সম্বন্ধ ঠিক রাখা descriptive history-র প্রাণ!

বর্ণনা সম্পূর্ণ হলে ব্যাখ্যার আরম্ভ। এখানে subjective bias সর্বনেশে রোগ—এ রোগ থাকলে ঐতিহাসিকদের সব কাজ অন্তঃসারশূন্য করে ফেলে। এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হয়ে—মনকে সব পূর্বসংস্কার মুক্ত করে—objective data-র উপর প্রধানত নির্ভর করে—ঘটনাবলীর অথবা বিকাশধারার বিবর্তনের কারণ নির্দেশ করা উচিত। Interpretation এর সঙ্গে ২ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ২ ছাঁচ, আদর্শ, norm স্পষ্ট হয়ে উঠে। সেগুলিকে বেশ পরিস্ফুট করে তোলা বহু চিন্তা ও গবেষণার ফল। জাতি বা প্রতিষ্ঠানের জীবনটি কোন কেন্দ্রকে অবলম্বন করে প্রকাশ হয়েছে এবং সেই প্রকাশ কোন বিশেষ আকার নিয়েছে, সেটি দেখানোই এ অবস্থার কর্তব্য—এই স্তর থেকে ঐতিহাসিককে দার্শনিকের দিব্যদৃষ্টির সাহায্য নিতে হয়।

শেষে Philosophy of History-র যথার্থ কাজ আরম্ভ হয়। তৃতীয় স্তরে যে-সব norms (আদর্শ) ঠিক হয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও সমাজের

norm-এর সঙ্গে তুলনায় তার যথার্থ স্থান নির্দেশ করাই এ স্তরের কাজ। এখানে ঐতিহাসিকের thoroughness, দার্শনিকের comprehensiveness এবং কবির Synthetic Vision, এই ত্র্যহস্পর্শটি হওয়া চাই। তবেই Transvaluation of values সম্পূর্ণ হয় এবং ইতিহাস সৌধের অভ্রভেদী চূড়া প্রতিষ্ঠা হয়।'

ডঃ শীল থামলেন। খানিকটা চুপচাপের পর প্রশান্ত রাধাকুমুদ, রাধাকমল প্রভৃতি যে সব বই লিখছেন, সে সকলের মূল্য নির্ধারণ করতে আরম্ভ করলে। ডঃ শীলের বিভিন্ন Theory নিয়ে, না বুঝে কাজ করবার যে কত বিপদ এবং তাতে Dr. Seal নিজেই নিজের কতটা অনিষ্ট করছেন, এবং একদল pseudo scholars-দের কী ভয়ানক প্রশ্রয় দিচ্ছেন, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি বললুম —'আপনার কাজ আপনি নিজে করুন। নিজের idea নিজে প্রচার করুন— আপনার গাণ্ডীব অপরের হাতে গেলে আয়ুধেরই অপমান, এটা আপনাকে বুঝতে হবে।' ডঃ শীল রাজি হলেন : exploiters-দের ঠেকিয়ে নিজের লেখায় বেশি মন দেবেন। রাতে Anarchy and Toleration সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা সুদীর্ঘভাবে হল।

২৪শে চা খেতে২ বর্তমান যুদ্ধের পর Reconstruction কিভাবে হবে সে সম্বন্ধে ডঃ শীল তাঁর অভিমত বললেন—রাজনীতির দিকে minor nationality-দের স্থায়ীত্ব, ও উন্নতির অন্তরায় ভবিষ্যতে যত কম হতে পারে, এ বিষয়ে চেষ্টা এবং অর্থনীতির দিকে internationalisation of Economics, এই দুটি নাহলে, এত রক্তক্ষয় বৃথা হবে।

আমরা বললুম, এই প্রকাণ্ড পরিবর্তন নির্ভর করছে এক বিরাট psychological revolution-এর উপর। আধুনিক জাতির মনস্তত্ত্বের আমূল পরিবর্তন নাহলে কখনই এটা স্থায়ী হবে না, সুতরাং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন কিভাবে গঠিত করলে এসব সম্ভব হবে, তার আভাস দিন। পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে যে সংঘাত পাশ্চাত্য জগতে লেগেছে—তার আবশ্যকতা বা বিপদই বা কত? Family জিনিসটা এই যৌন সংগ্রামের ফলে কোথায় দাঁড়াবে—State-এর সঙ্গে Family-র কী সম্পর্ক হবে—এইসমস্ত আলোচনা না করলে reconstruction-এর গোড়ায় গলদ থেকে যাবে। তাই আপনি Eternal Questionটির সম্বন্ধে আপনার মত দিন : Sex Conflict & Sex Ethics, with reference to Modern Society.

ডঃ শীল প্রথমে খুব বেঁকে দাঁড়ালেন—আমাদের সঙ্গে এসব বিষয় খোলাখুলি

কথা অসম্ভব, তা জানালেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্নের চোটে, ভদ্র ডঃ শীল, দার্শনিক ডঃ শীলের কাছে পরাভব স্বীকার করলেন। আমি স্পষ্ট বললুম, এসব বিষয়ে এলোমেলো পড়ে যা-তা একটা ধারণা করার চেয়ে আপনার কাছ থেকে প্রথম শুনলে, অপকারের চেয়ে উপকারই হবার বেশি সম্ভাবনা নেই কি? একথার জবাব নেই, অগত্যা যথার্থ social philosopher-এর মতো তিনি আরম্ভ করলেন:

'নরনারীর সম্বন্ধে কোন আলোচনা আরম্ভ করতে গেলে গুটিকতক Fundamental কথা মনে রাখতে হয়।

১। Sex জিনিসটা এত জটিল, গভীর ও ব্যাপক, যে তাকে কেবলমাত্র reproduction process-এর সঙ্গে জড়িয়ে দেখলে চলবে না। Eternal Masculine এবং Eternal Feminine-এর লীলার নিজস্ব একটি তাৎপর্য আছে।

২। Reproduction Process-এর সার্থকতা, ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি গুরুতর সমস্যা, কারণ Species-এর perpetuation-এর উপর নির্ভর করছে—এর গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে আমাদের প্রতিপদে অগ্রসর হতে হবে।

৩। Reproduction Process আবার নির্ভর করে proper economic organisation-এর উপর। নারীকে যতদিন না আমরা পুরুষের কাছে economic dependence থেকে মুক্তি দিচ্ছি, ততদিন নরনারীত্বের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব, সুতরাং ভবিষ্যৎ জাতির উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এমন বন্দোবস্ত করা যাতে পুরুষ পুরুষই হয়ে, এবং নারী নারী হয়ে, স্বাধীনভাবে বর্ধিত হয়ে, স্বাধীনভাবে পরস্পরকে মনোনীত করে, এবং তাতেই জাতির যথার্থ কল্যাণ।

৪। কিন্তু নর এবং নারীর মিলনের ব্যবস্থা যখনই সুসঙ্গত হল তখনই আর এক প্রশ্ন উঠবে—এই যে যুগল জীবনের রাজ্য এক নতুন experiment-এ প্রবৃত্ত হল—পারিপার্শ্বিক সমাজের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কী? তাদের ব্যক্তিগত জীবন সমাজজীবনকে এবং সমাজজীবন ব্যক্তিগত জীবনকে কিভাবে influence করছে? এই psychic reactionটি sex-history-র এক মস্ত বড়ো অধ্যায়।

৫। এইভাবে, বহুর মধ্যে ও সঙ্গে যুগলের সম্বন্ধ যখন ঠিক নির্ধারিত হয়ে গেল—তখন organisation গঠন সম্পূর্ণ হল। কিন্তু গঠন তো একদিকে বন্ধন—এ থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন ২ বন্ধনে নিয়ে যাবে কে? ঠিক এই উদ্দেশ্যেই যেন বিধাতা নরনারীর মনে এক অদ্ভুত অথচ সাংঘাতিক প্রবৃত্তি দিয়েছেন—craving for novelty! এটি এমন ভীষণ প্রবৃত্তি যে, মুক্তি এবং মৃত্যু দুই দিকেই নিয়ে

যায়—খুব সাবধানে এ প্রবৃত্তিটিকে চালাতে হয়—কিন্তু তাকে একেবারে অস্বীকার করলে সমস্ত জীবন সংকীর্ণ, পঙ্কিল ও মৃত হয়ে পড়ে। এবং মৃত সম্বন্ধের কঙ্কাল বুকে করে দিনগত পাপক্ষয় করতে থাকে—প্রাণকে তাজা রাখতে হলে নবীনের অভিসার sine qua non—একান্ত প্রয়োজন। এইখানেই Passion-এর রাজ্যে Pluralism-এর ভিত্তি।

৬। অথচ মাত্র novelty জীবনকে চরম পরিণতিতে নিয়ে যায় না—সে গতি দেয়, স্থিতি আনে না—অভিসারের শেষে ইপ্সিতের সঙ্গে নিবিড় মিলন—সুতরাং Pluralism-এর পরিণতি এক বিরাট Monism। প্রেমের যেমন অবস্থায় 'এক' বহু বর্জিত নয় তেমনি 'বহু'ও একে বিধৃত—সেই তো চরম অবস্থা। এ অবস্থায় স্থিতি আনবার এক পথপ্রদর্শক উপায় মানব প্রাণেই আছে—যার দরুন বিচিত্র Passion-এর ভিতরেও সে চায় এক Master Passion-কে। বিভিন্ন lover-এর মধ্যে সে চায় এক eternal comrade-কে। প্রাণের এই গভীরতম অন্বেষণ, প্রেমের এই নিবিড়তম অনুভূতিই sex life-এর চরম উপলব্ধির বিষয়।

২২-১০-১৯১৭

ভোর ৪টায় ঘুম ভেঙে গেল—কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গেল—৫টা পর্যন্ত বিছানা থেকে দেখে আর থাকতে পারলুম না—উঠব ভাবছি এমন সময় প্রশান্ত জাগাতে এল—দুজনে ছুটে Observatory Hills থেকে sunrise ও Kanchanjangha দেখলুম। দুপুরে Dr. Seal ও জয়গোপালবাবু এলেন—সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত জলা-পাহাড়ে বেড়ানো গেল।

২৩-১০-১৯১৭

সকালে সকলে মিলে Auckland Road ধরে বেড়াতে শুরু করা গেল, সঙ্গে ২ প্রসঙ্গ—Function of History—বাড়ি ফেরা প্রায় ১২টায়—সন্ধ্যায় প্রশান্তর সঙ্গে Cart Road ধরে প্রমথ রায়চৌধুরীর বাড়ি যাওয়া গেল। ফেরবার পথে হেমদিদির সঙ্গে দেখা—রাতে Anarchy & Toleration সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রসঙ্গ হল—war-এর পর reconstruction কী basis-এ হবে তার আভাস Dr. Seal দিলেন।

২৪-১০-১৯১৭

ভোরে উঠে প্রশান্তর সঙ্গে কাটাপাহাড়ে (এইখান থেকে Mt. Everest দেখলুম)

যাওয়া গেল—১০০০ মাইল উঠতে ১০০০ মাইল নামতে—৫০০ মাইল হাঁটা। দুপুরে Literature সম্বন্ধে কথা হল, Browning, Swinburne, রবীন্দ্রনাথ, Maeterlinck ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কথা হল। বিকাল থেকে Marriage & Sex-Ethics সম্বন্ধে প্রসঙ্গ আরম্ভ হল। অরুণকে চিঠি লিখলুম।

২৫-১০-১৯১৭

সারাদিন Marriage ও Sex-Ethics নিয়ে তর্ক চলল—এবার আমরা বলছি আর Dr. Seal test করছেন--চমৎকার জমে উঠল।

বিকালে B. L. Mitter ও প্রতিমার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। গান শোনা গেল—বাড়ি ফিরে জয়গোপালবাবুর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে ও বিশেষভাবে Swinburne সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

২৬-১০-১৯১৭

আজ সকালে Sanatorium-এতে শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলুম—দুপুরে মেটারলিঙ্ক-এর mystic morality প্রবন্ধ নিয়ে পড়া গেল—তুমুল তর্কের ভিতর দিয়ে আলোচনা চলল—সন্ধ্যাটা Dr. Seal একেবারে social philosopher-এর inspiration-এর সঙ্গে Marriage and Sex সম্বন্ধে তাঁর চরম কথা বললেন।

২৭-১০-১৯১৭

চা খেয়ে ৮টায় বেরুনো গেল, 'গিঙ' মঠ দেখবার জন্যে—লেবঙ হয়ে তিস্তা valley দেখে 'গিঙ' পৌঁছালুম, তখন বেলা ১০টা। ঘণ্টাখানেক দেখে ফিরতে আরম্ভ করা গেল। পথে ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম করে Cart Road ধরে বাড়ি ফেরা, তখন ৫টা।

প্রশান্ত ও কিরণের সঙ্গে পরে অনেক বিষয়ে কথা হল। অমলকে টুবলীকে ও বৌবাজারে চিঠি লিখলুম।

২৮-১০-১৯১৭

সকালে বেড়িয়ে এসে দুপুরে সরযূর 'ত্রিবেণী সঙ্গম' পড়া গেল—বিকালে Sanatorium-এ বন্দোবস্ত করে জ্যোৎস্নায় Victoria Fall ও ক্রমশ Calcutta Road-এ বেড়ানো গেল—চমৎকার লাগল—মামীমাকে চিঠি লিখলুম।

২৯-১০-১৯১৭

সকালে Sir S. P. Sinha-র সঙ্গে appointment ছিল—সেরে প্রতিমাপিসিদের সঙ্গে দেখা করে এলুম, রাতে dinner-এ নিমন্ত্রণ করলেন।

আজ Dr. Seal ও জয়গোপালবাবু Sanatorium-এ move করলেন—তাঁদের তুলে দিয়ে B. L. Mitter-এর dinner-এ যাওয়া গেল, ফিরে প্রশান্তর সঙ্গে খানিক কথা হল।

৩০-১০-১৯১৭

সকাল ১০॥টার ট্রেনে দার্জিলিঙ ছাড়লুম, Dr. Seal ও জয়গোপালবাবু স্টেশনে তুলে দিয়ে গেলেন। সারা গাড়ি Shaw-র 'Getting Married' পড়তে২ এলুম। তিনবার ট্রেন বদলে রাত ১২টায় রঙপুর পৌঁছে দেখলুম, অরুণের লোক অপেক্ষা করছে। বাড়ি পৌঁছে অরুণ ও চন্দ্রার সঙ্গে খানিক গল্প করে ঘুমানো গেল।

৩১-১০-১৯১৭

সকালে শহরটা একটু বেড়িয়ে এলুম—দুপুরে একটু পড়া গেল—মেজোমামীর চিঠি পেলুম ও জবাব দিলুম—সন্ধ্যায় ও রাতে কিছু২ কবিতা চন্দ্রাকে শোনানো গেল।

কিরণ বসাককে চিঠি লিখলুম।

১-১১-১৯১৭

মামীমাকে চিঠি লিখলুম—শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছিল—উপোষ দিলুম—সারাদিন জোলাপ নেওয়া গেল—বিকালে ধাপের দিকটা বেড়িয়ে আসা গেল—দুপুরে একটি ছাত্রকে Roman English History-তে কিছু lesson দিলুম। রাতে চন্দ্রাকে গান শেখানো গেল।

২-১১-১৯১৭

আজ শরীরটা একটু ভালো—ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরবার পথে sub-deputy মহতাপ ঘোষের বাড়ি যাওয়া গেল—কিছু নতুন গান শোনাতে অনুরোধ করায়—গাওয়া গেল।

দুপুরে Dr. Seal-এর প্রসঙ্গ টুকে ফেলা গেল—রাতে 'ক্ষণিকা' পড়া গেল।

দ্বিজেনমামাকে চিঠি লিখলুম।

৩-১১-১৯১৭

সকালে যাদবেশ্বর তর্করত্নের বাড়ি দেখা করে—বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা করা গেল। দুপুরে অধর memorial-এর চিঠি লেখা গেল।

৪-১১-১৯১৭

সকালে যাদবেশ্বর তর্করত্নের বাড়ি গিয়ে, বৃন্দাবনের সঙ্গে সাহিত্য পরিষদ দেখে, অতুল গুপ্তের সঙ্গে দেখা করে, বাড়ি ফেরা গেল।

দুপুরে বৃন্দাবনের প্রবন্ধ শোনা ও বিকালে যাদবেশ্বরের সঙ্গে তাজহাট ও ডিমলে রাজবাড়ি দেখে আসা গেল।

৫-১১-১৯১৭

তাজহাটের রাজার নিমন্ত্রণে আজ আবার যেতে হবে—বিকালে Chakravarty-র বাড়ি চা খেয়ে তাঁর সঙ্গে যাওয়া গেল।

রাতে আমার ছাত্রের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাওয়া গেল।

৬-১১-১৯১৭

সকালে J. N. Chakravarty লিখে পাঠালেন J. N. Gupta ডাকছেন। কাগজপত্র নিয়ে দেখা করলুম, বেশ উৎসাহ দিলেন।

বিকালে বেরিয়ে এখানকার জনকতক Public-spirited লোকের সঙ্গে পরিচয় করলুম।

৭-১১-১৯১৭

সকালে বৃন্দাবনবাবু ও কলেজের ছেলেরা এল—তাঁদের সঙ্গে 'বলাকা' পড়া এবং Social Service সম্বন্ধে কথা হল।

দুপুরে Dr. Watkins-এর সঙ্গে League সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রসঙ্গ হল—চমৎকার লাগল। রাতে ১১টার গাড়িতে রঙপুর ছেড়ে ভোরে রায়গঞ্জ পৌঁছালুম।

৮-১১-১৯১৭

ভোর অন্ধকার থাকতে২ রায়গঞ্জে পৌঁছালুম—তখনো কেউ উঠেনি। মাঠের ধারে বেড়াতে লাগলুম, কী চমৎকার আকাশের বুকে রঙের খেলা!

সারাদিন গল্প-গুজবে আমাদের কাটল—Perry ও শ্রীশবাবুর চিঠি পেলুম।

৯-১১-১৯১৭

আজ হঠাৎ শরীরটা খারাপ হল—সারাদিন অসুখে কাটল. সটান উপোষ দিলুম।

১০-১১-১৯১৭

আজ শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে—দিনটা কিছু পড়া গেল—রাত ১১টা পর্যন্ত সকলে মিলে গল্প চলল।

১১-১১-১৯১৭

ভোরে উঠে ক্ষেতের ধার দিয়ে আমরা সকলে বেড়িয়ে এলুম—দিনটা গল্প-গুজব ও পড়ায় কাটল।

১২-১১-১৯১৭

আজ হঠাৎ অরুণের চিঠিতে জানলুম তারা কলকাতা চলে গেছে—চন্দ্রার মেজো বোনটি মারা মারা গেছে।

সারাদিন মামীমাকে Browning পড়ানো গেল—সন্ধ্যাটা গান চলল।

১৩-১১-১৯১৭

আজ রাতে রায়গঞ্জ ছেড়ে কলকাতা রওনা হওয়া গেল।

১৪-১১-১৯১৭

কবি আজ বিচিত্রায় 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধটি পড়লেন।

১৫-১১-১৯১৭

আজ নীলরতনবাবুর কন্যার বিবাহে অনেকের সঙ্গে দেখা। কবি জানালেন যে তাঁর প্রবন্ধ কাল রামমোহন হলে পড়া হবে।

১৬-১১-১৯১৭

আজ রামমোহন হলে 'ছোটো ও বড়ো' পড়া হল—লোকেরা খুব উপভোগ করলে।

১৯-১১-১৯১৭

আজ কলেজ খুলল।

২০-১১-১৯১৭

Y.M.C.A-তে Simon-এর সঙ্গে পরামর্শ করে কবির কাছে আসা গেল।

২১-১১-১৯১৭

আজ Sadler দ্বিতীয়বার কবির সঙ্গে কথা বলতে এলেন—ও গান শুনবার ইচ্ছা জানালেন। আজ সংগীত হল।

২২-১১-১৯১৭

আজ রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম।

২৩-১১-১৯১৭

সন্ধ্যায় কবি ডেকে পাঠালেন—রিহার্সেলের জন্যে। তার আগে 'জীবন দেবতা' সম্বন্ধে চমৎকার কথা হল।

২৪-১১-১৯১৭

আজ দুপুরে জয়গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করে ব্রজেনবাবুর কাছে এলুম। তারপর ছাত্রসমাজে অজিতদার বক্তৃতা সেরে জোড়াসাঁকো আসা গেল।

২৫-১১-১৯১৭

কবির কাছে সন্ধ্যায় rehearsal চলল।

দুপুরে ব্রজেনবাবুকে নিয়ে শিবপুর কলেজে এলুম—কবি এলেন কথাবার্তা হল—তারপর কবির গাড়িতে জোড়াসাঁকো আসা গেল।

২৬-১১-১৯১৭

আজ Sadler ও তাঁর Commission-কে কবি গান শোনালেন, আমরা কোরাস করলুম। রাতে Mayo-তে থাকলুম।

২৭-১১-১৯১৭

আজ Commissionরা আমাদের কলেজ পরিদর্শন করে গেলেন।

২৮-১১-১৯১৭

League-এর meeting হল। All India S. S. Conference-এর কথা উঠল।

২৯-১১-১৯১৭

আজ কলেজের পর Bhandarkar-কে 'Hindu Polity'-খানা দিয়ে এলুম। তাঁর Carmichael Lectures সম্বন্ধে কথা হল।

৩০-১১-১৯১৭

আজ Sir J. C. Bose-এর বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা হল—আমরা কোরাসে ছিলুম।

১-১২-১৯১৭

আজ দুপুরে সুকুমার ও Dr. কুমুদশঙ্করের সঙ্গে Prof. Geddes-এর কাছে যাওয়া গেল—অনেক কথা হল। তারপর সমাজের হলে Reorganisation Committee of G.W.S.-এর scheme সম্বন্ধে meeting হল।

২-১২-১৯১৭

সকালে দিদিমণিদের দেখে দীনেশ সেনের বাড়ি এলুম, তাঁর lectures arrange করা গেল, তারপর League office-এ All India S. S. meeting সেরে 'বিচিত্রার' পরামর্শসভায় যোগ দিয়ে বাড়ি ফেরা।

৩-১২-১৯১৭

কলেজের পর জ্ঞান ঘোষের সঙ্গে দেখা করলুম—তারপর দীনেশ সেনের বক্তৃতা শুনে B. L. Mitter-এর বাড়ি এলুম ও বীরেনকে পড়ালুম।

৪-১২-১৯১৭

আজ Mrs. J. C. Ghose ও Mack কলেজ inspect করে গেলেন। বিকালে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে প্রশান্তর ঘরে এলুম—University Commission সম্বন্ধে অনেক কথা হল।

৬-১২-১৯১৭

আজ League-এর কাজ করা গেল। বিকালে জামার দাম ১/৩৯ দেওয়া গেল।

৭-১২-১৯১৭

কলেজের পর অধরবাবুর সঙ্গে দেখা করে—Y.M.C.A এলুম—দুই meeting সেরে মামাবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফেরা গেল।

৮-১২-১৯১৭

আজ ছাত্র সমাজের অধিবেশনে তুমুল তর্ক ও scene হয়ে উদ্দেশ্য ও form দুই pass করা গেল।

৯-১২-১৯১৭

বিকালে কবির বাড়ি rehearsal হল।

১০-১২-১৯১৭

কলেজের পর প্রশান্তর ঘরে কাপড় ছেড়ে জোড়াসাঁকো আসা গেল—আজ বেশ গান জমল—Lady Chelmsford ও Roberts দুজনেই খুব খুশি হলেন।

১১-১২-১৯১৭

কলেজের পর Courts-গুলিতে চাঁদার তাগাদা দিয়ে এলুম—তারপর নির্মলকে সঙ্গে নিয়ে প্রশান্তর ঘরে conference—তারপর রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলুম।

১২-১২-১৯১৭

আজ বিচিত্রায় কবি 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটি পড়লেন—তারপর রাখালবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হল।

১৩-১২-১৯১৭

কলেজের পর Mayo-তে এলুম—সুকুমার, অজিত ইত্যাদির সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হল।

১৪-১২-১৯১৭

কলেজের পর খোদনকে দেখে Meeting-এতে এলুম—All India সম্বন্ধে programme ঠিক হল।

১৫-১২-১৯১৭

আজ সন্ধ্যায় সুকুমার 'Quest' থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধটি ছাত্র-সমাজে পড়লেন। তারপর প্রশান্তর সঙ্গে অনেক কথা হল।

১৬-১২-১৯১৭

সকালে শিবপুর হয়ে B. E. College এলুম। সত্যেন, গৌরীপতি ধূর্জটি এল—খুব মজলিস চলল।

১৮-১২-১৯১৭

আজ কলেজের পর অধরবাবু ও জয়গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করে U. C. Road দিয়ে League office-এ এলুম—All India S. S. Conf. সম্বন্ধে কথা হল।

১৯-১২-১৯১৭

নির্মলের সঙ্গে কলেজে card পাঠিয়ে—অধরবাবুর সঙ্গে দেখা করে—address ছাপাবার ব্যবস্থা করে—রাখালবাবুর কাছে এলুম, তাঁর (Ksharosthi) paperটি দিয়ে এলুম—তারপর জোড়াসাঁকো এসে 'বাঙলা ভাষা' সম্বন্ধে আলোচনা শুনে বাড়ি ফেরা।—বিজয়বাবু vs প্রমথ চৌধুরী।

২০-১২-১৯১৭

সকালে আশুবাবুকে নিমন্ত্রণ করে—লোকেন ও ভবানীপুরের সকলকে নিমন্ত্রণ করে, যতগুলি আদালতে card বিলিয়ে, দুপুরে কলেজে এলুম। একটু পড়িয়ে তারপর ছাত্রদের সঙ্গে বেরিয়ে, present কিনে, ফুলের বন্দোবস্ত করে, প্রশান্তর ঘরে এলুম ও সই করে Ex. Committee-র কাছে চিঠি পাঠানো গেল। প্রশান্তকে Dostoievsky দিলুম।

২১-১২-১৯১৭

বিকালে অধরবাবুর farewell meeting হয়ে গেল—বেশ successful—Asutosh ও Sir Gurudas ইত্যাদি বলেছিলেন।

Meeting থেকে ছুটে বেরিয়ে ইন্দুমতী ও নির্মলকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুরের train ধরলুম—কী করে ভগবানই জানেন।

২২-১২-১৯১৭

ভোরে কবির উপাসনা—মন যেন ধুয়ে গেল—দুপুরে কবির কাছে নতুন অনুবাদ 'Crossing' পাঠ শোনা—সন্ধ্যাটা জীবনের সঙ্গে কাটল। রাত্রিতে আবার কবির সঙ্গে কথাবার্তা—এমনভাবে তাঁকে কখনো পাইনি।

২৩-১২-১৯১৭

সকালে আশ্রমের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়ে ও দিনুর গান শুনে—দুপুরে কবির কাছে একটি গানের আশীর্বাদ নিয়ে কলকাতা রওনা হওয়া গেল। সমস্ত গাড়ি এক পাঞ্জাবী দলের সঙ্গে আলাপ করতে২ আসা গেল।

২৫-১২-১৯১৭

আজ অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে Mayo-তে এলুম। কিছু গান চর্চা হল—তারপর টুলুদের বাড়ি এসে সন্ধ্যায় rehearsal-এর বন্দোবস্ত করা গেল।

২৬-১২-১৯১৭

আজ প্রথম Congress-এতে যোগ দিলুম—তারপর সন্ধ্যায় রাখালবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ—জয়সোয়াল, রাধাকুমুদ, সুরেনবাবু ইত্যাদি মিলে খুব উপভোগ করা গেল। কবি Congress-এ যোগ দিলেন। কবি, Mrs. Besant, তিলক, গান্ধী—অপূর্ব সমাবেশ। আমরা গানের দলে ছিলাম।

২৭-১২-১৯১৭

সকালে গানের মহড়া দিয়ে দুপুরে সুকুমারের বাড়ি এসে আবার সকলে তালিম দেওয়া গেল—কিন্তু বিকালে মিটিংয়ে এসে দেখি—ভিড়ের বন্যায় সব ভেসে গেছে—কবিকে কিছু পড়বার জন্য রাজি করিয়েছিলুম— তিনিই ঢুকতে পাননি।

২৮-১২-১৯১৭

আজ Congress-এ গোকুলকে নিয়ে গেলুম, তারপর League office এসে সকলে নতুন করে conference করবার পরামর্শ করা গেল।

২৯-১২-১৯১৭

সকালে 'পথ চেয়ে যে কেটে গেল' গানটি সুরেনমামাকে শেখালুম—তারপর সেজোমামীকে নিয়ে শেষ Congress-এ এলুম—সারাদিন খুব enjoy করে সন্ধ্যায় গাড়ি করে বাড়ি ফেরা গেল।

৩০-১২-১৯১৭

সকালে C. C. Ghose-এর সঙ্গে দেখা করলুম—তাঁর ছেলেকে coach করবার ভার নিতে বললেন—তারপর Circular Road হয়ে—League office এসে সারাদিন কাজ করলুম—সন্ধ্যায় কবির সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরা।

৩১-১২-১৯১৭

সকালে শ্রীশবাবুর সঙ্গে 'অচলায়তন' শেষ করা গেল। দুপুরে বেরিয়ে Y.M.C.A Hall-এতে আসা গেল—'জনগণ' গানটি বেশ জমল—Mr. Gandhi সভাপতি সুতরাং ভিড়ের অভাব নেই—সন্ধ্যা ৬টায় meeting শেষ করে 'ডাকঘর' দেখতে এলুম। Besant, Gandhi, Malavya প্রমুখ অনেকে ছিলেন, চমৎকার অভিনয় হল। 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি' এইটি আবৃত্তি করতে করতে বাড়ি ফিরলুম।

১৯১৮

১-১-১৯১৮

আজ থেকে ছাত্র রবিকে পড়াতে আরম্ভ করা গেল। C. C. Ghose সব ভার আমার উপর দিলেন। ছেলেটিকে বেশ ভালো লাগল।

১৪-১-১৯১৮

গিধনীতে মামাবাবু, মামীমা, সুমতীমাসি, মেজোমামী, সেজোমামী, দিদিমা, মটরু, টুবলী—সকলকে নিয়ে ১লা মাঘের উৎসব করা।

২৫-১-১৯১৮

সারাদিন সমাজপাড়ায় কাটিয়ে—রাতের উপাসনায় যোগ দিয়ে, মেজোমামীকে নিয়ে আলিপুর ফেরা গেল।

১-২-১৯১৮

আজ রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি গোকুলের ভার নিতে রাজি হলেন। বোম্বায়ে তাঁর অফিসে কাজ দিলেন। গোকুল বিদেশ যাওয়াতে আমায় আলিপুর ছেড়ে দিদিমণিদের কাছে আসতে হবে।

১-৩-১৯১৮

মাসটা সমস্তই Social Service Exhibition-এর জন্য খাটা গেল। Education Section-এর ভার আমার উপর। Data Collect করবার select charts সুকুমারকে দিয়ে ছবি করিয়ে নেওয়া গেল, খুব ভালো হয়েছে।

৫-৪-১৯১৮

Easter Holiday-তে Exhibition খুব জমানো গেল—Lord Ronaldshay, Sir S. P. Sinha ইত্যাদি উপস্থিত।

এপ্রিলের শেষে আলিপুর থেকে বিদায় নিয়ে ছাত্র রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে

দার্জিলিং এলুম। জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে কাটানো গেল; দ্বিজেনমামার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ—সেখান থেকে ফিরেই আবার জীবন সংগ্রাম। তার মধ্যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে গভীর পরিচয়—প্রায় প্রত্যহ তাঁকে পাওয়া, তাঁর সঙ্গে পড়া—রাত ১১-১২টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে প্রসঙ্গ—জীবনকে নতুন করে যেন গড়ে দিলে। পাহাড় থেকে নেমে এসে বুঝলুম কতখানি শক্তি তাঁর আশীর্বাদের ভিতর দিয়ে পেয়ে এসেছি—কী নিবিড় বন্ধুত্ব, অযাচিত প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলল! সেই স্রোতের টানে বোলপুরে কবির পায়ে এসে ঠেকলুম—সেখানেও কী স্নেহ, কী আশীর্বাদ! গান, গল্প, পাঠ, আলোচনা, আলাপ, যত-রকম চাই, সবরকম ক্ষুধা কবি যেন কল্পতরু হয়ে মেটালেন—আসবার সময় তাঁর অমর আশীর্বাদ নিজের হাতে দিলেন—

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে,
মোরে আরো-আরো-আরো দাও প্রাণ।…
আরো বেদনা, আরো বেদনা,
দাও মোরে আরো চেতনা!

সার্থক জীবনের অগ্নিপরীক্ষা—এই প্রথম যেন জীবনকে চিনিয়ে দিলে—আজীবন মনে থাকবে!

১২-৪-১৯১৮

জীবনের Mayo-তে operation হল। তাকে দেখে সন্ধ্যায় গাড়িতে কবির সঙ্গে বোলপুরে আসা গেল। এবার কেউই আসেনি—কবিকে একেবারে একা পেয়ে ৩-৪ দিন প্রাণ ভরে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি।

আমার লেখা তিনি প্রথম দেখলেন। খুব উৎসাহ দিলেন।

১৪-৪-১৯১৮

নববর্ষের উপাসনা যেন নবজীবনের সূচনা হয়ে এল—সারাজীবন মনে থাকবে।

২৭-৪-১৯১৮

College শেষ হল। C. C. Ghose ছুটিতে দার্জিলিং-এ তাঁদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করলেন—যাত্রা করা গেল।

২-৫-১৯১৮

আজ রমেশবাবু দার্জিলিং এসে আমার room-mate হলেন।

৫-৫-১৯১৮

আজ দ্বিজেনমামা এলেন, 'ফালুট' যাত্রার আয়োজন হল।

৭ — ১৪-৫-১৯১৮

এক সপ্তাহ ফালুট, সিকিম ঘুরে দার্জিলিং ফেরা গেল। এসেই ডঃ শীলের সঙ্গে দেখা — তাঁর সঙ্গে পড়ার বন্দোবস্ত হল। সুজাতাকে Swinburne পড়াতে শুরু করা গেল চিঠিতে।

১৯-৫-১৯১৮

দ্বিজেনমামা বাড়ি ফিরলেন। আমি Dr. Seal, বিজয়বাবু, রমেশবাবু, Bhandarkar-দের সঙ্গে দিন কাটালাম।

৮-৬-১৯১৮

ছাত্রকে পড়ানো ও নিজের পড়া। Dr. Seal-এর সঙ্গে Race Origins-এর আগাগোড়া exposition শোনা গেল। Dr. Seal তাঁর autobiography রাত্রে শোনালেন।

৯-৬-১৯১৮

ডোরার সঙ্গে আলাপ হল — শিল্পী চারু রায়ের বাসায়। সন্ধ্যায় Dr. N. R. Sircar-এর বাড়ি বেবী, উষা ইত্যাদির সঙ্গে দেখা করে সুবর্ণর বাড়ি খেয়ে ফেরা। কাল ছুটছি।

১২-৬-১৯১৮

Mayo-তে সকলের সঙ্গে দেখা করে সুকুমারের বাড়ি হয়ে আলিপুর এলুম।

১৩-৬-১৯১৮

সারাদিন ঘুরে রামের বই কিনে, রাত্তে তার পড়াশুনার পরামর্শ দিলুম।

১৫-৬-১৯১৮

আজ রাম মাদ্রাজ গেল—আমিও বোলপুর যাত্রা করলুম। সুকুমার, অজিত, চারুবাবু, নির্মল প্রমুখ।

২০-৬-১৯১৮

প্রায় এক সপ্তাহ কবির সঙ্গে কাটিয়ে সকলে আজ ফেরা গেল। এমনভাবে কবিকে দিতে কখনোও দেখিনি। রানু ও তার বাবার সঙ্গে আলাপ হল।

২৭-৬-১৯১৮

শ্রীশবাবুর সঙ্গে 'বলাকা' পাঠ চলছে।

১-৭-১৯১৮

জীবনের বাসায় অধিবেশনে—সুকুমার তার 'ক্যাবলের পত্র' পড়লে। পথে Jayaswal-এর সঙ্গে দেখা, একসঙ্গে হারিতের বাড়ি গেলুম।

৩-৭-১৯১৮

Influenza epidemic, আমি, দিদিমণি, ছেলেরা সব পড়লুম।

১৫-৭-১৯১৮

সেরে উঠে প্রথম কলেজ আসতেই Principal Dr. Walt congratulate করলেন। আমার ছাত্ররা এবার Hist. Hons.-এ 1st, 3rd ও 5th হয়েছে।

২৪-৭-১৯১৮

লীলামামীমার চিঠি পেলুম। ছোটোমেশো হঠাৎ মারা গেলেন।

২৭-৭-১৯১৮

ছোটোমাসির সঙ্গে দেখা করে দ্বিজেনমামার কাছে এসে দেখা ও কথা।

২৯-৭-১৯১৮

শিবপুর গিয়ে সুরেনমামা ও সুষমামামীর সঙ্গে দেখা করে এলুম।

৩০—৩১-৭-১৯১৮

সুনীতিবাবু বিলেত যাচ্ছেন—ক্লাব থেকে বিদায় ভোজ। লীলামামীমার সঙ্গে দেখা ও কথা।

৬-৮-১৯১৮

কলেজের পর Dr. Seal-এর কাছে এসে Potentiality of Bengali Race সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হল। সন্ধ্যায় অজিত ও নির্মল তাদের বাড়ি নিয়ে গেল—সেখানে সীতা-শান্তার সঙ্গে দেখা—গান শোনাতে হল। তারপর ইন্দুমতীর সঙ্গে কথা বলে ফেরা। বুড়ির বিবাহ ঠিক হয়ে গেল কাল।

৯-৮-১৯১৮

প্রশান্তর ঘরে আমি ও সুকুমার বসে, sectarianism-এর উপর আলোচনা চলল।

১৩-৮-১৯১৮

আজ Dr. Seal-এর বাসায় বসে তাঁর মুখে survey of indian civlization শোনা গেল।

১৪-৮-১৯১৮

আমার college-এর Historcial Society-কে intercollegiate organisation করবার জন্য বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করে meeting করা গেল। Prof. Zacharia address দিলেন : 'Criticism of historical evidence'।

২১-৮-১৯১৮

Club-এর জন্মোৎসব Mayo-তে হল—সুরেনমামার সঙ্গে কথা।

২২-৮-১৯১৮

কলেজের পর সুরেনমামার কাছে এসে কথা—রাতটা কাটানো গেল।

২৫-৮-১৯১৮

ইন্দুমতী এলাহাবাদে চাকরি করতে গেলেন—তাঁকে see off করতে গেলুম। তাঁর ভগ্নীকে পড়াতে অনুরোধ করলেন।

২৬-৮-১৯১৮

আজ রাতে প্রশান্তর ঘরে তার ও তাতাদার সঙ্গে কথাবার্তা হল।

৩০-৮-১৯১৮

প্রশান্তর সঙ্গে বোলপুর যাত্রা সন্ধ্যায়।

১-৯-১৯১৮

সারাদিন কবি, Rev. Andrews, Principal Rudra ও রামানন্দবাবুর সঙ্গে কাটল—সন্ধ্যায় কবির নতুন অনুবাদ শোনা—রাতে বিদায়।

২-৯-১৯১৮

সুকুমারের বাড়ি club-এর বাৎসরিক সভা—টুনু, খোদনের সঙ্গে কথা।

৪-৯-১৯১৮

ইন্দুমতীর ভগ্নী প্রভাকে পড়াতে গেলুম—উত্তরবঙ্গে ভীষণ বন্যার খবর এল। রাতটা দ্বিজেনমামার সঙ্গে relief work organise করার কাজে কাটল।

১০-৯-১৯১৮

কালু ঘোষের লেনে সুজাতার সঙ্গে দেখা—সুধাবিন্দুকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল, কথাবার্তা বলে কলেজে ফিরলুম।

১৩-৯-১৯১৮

Jayaswal-এর Tagore Law Lecture প্রথম আরম্ভ হল, শুনে তাঁকে বাসায় দিয়ে, রমেশবাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ি এলুম—তাঁর স্ত্রীকে গান শোনানো গেল।

১৫-৯-১৯১৮

ভাণ্ডারকারের বাড়ি date of Kanishka নিয়ে রমেশবাবু, অনন্ত শাস্ত্রী ও কিমুরা মিলে মহাতর্ক—তারপর রমেশবাবুর বাড়ি এসে মহাভোজ।

২১-৯-১৯১৮

দিদিমণিদের নিয়ে 13/B, Telipara Road-তে উঠে এলুম।

২৭-৯-১৯১৮

প্রথম renal colic-এর attack হল।

৩০-৯-১৯১৮

অজিতের বাড়ি club। স্নীতির প্রবন্ধ পাঠ।

৬-১০-১৯১৮

D. C. Ghosh-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে উঠেছে, আমার বাড়ি এসে অনেক কথা বললেন।

১১-১০-১৯১৮

Colic আবার বাগাল—বরদাবাবুর কাছে ওষুধ নিয়ে জ্ঞানাঞ্জনের সঙ্গে Flood Relief-এ বেরলুম।

১২ — ১৬-১০-১৯১৮

Relief Work-এ রাজসাহী ও পাতিসরেতে কাটল। গোকুলের কোনো খবর নেই মহা দুশ্চিন্তা।

১৭-১০-১৯১৮

D. C. Ghosh ও কুমার অরুণ সিংহ আমার গান শোনাবার নিমন্ত্রণ জানালেন। Modern Review-এর জন্য সমালোচনা শুরু হল।

২১-১০-১৯১৮

কবি কলকাতা এসেছেন—আমার খোঁজ করেছেন জেনে গেলুম। পাতিসরের অনেক গল্প হল। রাতে খেতে নিমন্ত্রণ করলেন—জীবন রাতে এসে থাকল।

২৪-১০-১৯১৮

৬০ জোড়া কাপড় ও ১৩০০টাকা নিয়ে রাজসাহী যাত্রা করা গেল।

২৭-১০-১৯১৮

রঙপুর এলুম—গাড়িতে 'পল্লী সমাজ' পড়া, সন্ধ্যায় অরুণের সঙ্গে দেখা।

৩১-১০-১৯১৮

প্রশান্ত রঙপুর এসে হাজির হল। দুজনে বেশ কাটল—২রা নভেম্বর পর্যন্ত থাকল।

১৯১৯

১-১-১৯১৯

সকালে ছাত্র পড়িয়ে দুপুরে শ্রীশবাবুর সঙ্গে স্বপ্ন প্রয়াণ পড়ে শিবপুরে এলুম—সুরেনমামা এবং নোটন দুজনেই সেরে উঠ্‌ছেন দেখে Mayo-তে এলুম। দ্বিজেন-মামা ও আরও সকলে ভালো হয়ে উঠ্‌ছেন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

Dostoivsky-র Idiot-খানি পড়তে আরম্ভ করে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি—কি বই!

২-১-১৯১৯

আজ প্রথম কলেজ খুলল—সকলের সঙ্গে দেখা—কিছু জলযোগ ও গোলযোগ হল, পরে সুকুমারের মার অসুখ বেড়েছে শুনে নির্মল ও আমি দেখতে এলুম—সেখান থেকে অজিতদার বাড়ি এসে দেখা করে ফেরা গেল।

৩-১-১৯১৯

কলেজের পর League office-এতে এসে নিশিবাবুর সঙ্গে দেখা তাঁকে সঙ্গে করে অজিতদার মার সঙ্গে দেখা করালুম—কিছু কথা হল তারপর তাতার সঙ্গে প্রশান্তর ঘরে এসে দেখি জীবন অপেক্ষা করছে—দুজনে Mayo-তে এসে দেখা-সাক্ষাৎ করা গেল—সকলে ভালো আছেন। বাবলীকে "আমারে বাঁধবি তোরা" গানটি শেখালুম।

৪-১-১৯১৯

দুপুরে বেরিয়ে শিবপুরে এসে মণীবাবুর সঙ্গে বাড়িভাড়ার শেষ বন্দোবস্ত করে সুরেনমামাকে দেখতে এলুম—সেরে উঠেছেন আর কোনো ভয় নেই—তারপর ডাঃ প্রতাপ মজুমদারের বাড়ি এসে মণ্টুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা গেল—মন্মথ দত্তর গান বহু-কাল পরে শোনা গেল—ছেলেবেলার শিবপুরের জীবন মনে পড়ল—তারপর ট্রাম ফেল করে প্রশান্তর ঘরে এসে শুয়ে পড়া গেল।

৫-১-১৯১৯

সকালে সমাজ সম্বন্ধে কথা বলতে২ প্রশান্ত ও আমি বিছানা থেকে উঠলুম—

তারপর ডাঃ শীলের কাছে গিয়ে বেলা ১২॥টা পর্যন্ত রামমোহন প্রসঙ্গ চলল—সব notes নেওয়া যাচ্ছে—কত বড়ো শিক্ষা যে ডাঃ শীলের কাছে বসবার তা যেন আজ আবার নতুন করে বুঝলুম! তারপর সুকুমার আসতে প্রশান্তর ঘরে বসে notesগুলি আর একবার হজম করা গেল—পরে সমাজ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রসঙ্গ—সন্ধ্যায় সভা ভঙ্গ করে বাড়ি ফিরে খবর পেলুম নতুন একজন ভাড়াটে অপেক্ষা করছেন বাড়ি দেখালুম—মাঘ মাসে আসবেন।

৭-১-১৯১৯

আজ কলেজের পর Mrs. Ganguli-র বাড়ি··· ।

৮-১-১৯১৯

কলেজের পর জীবনকে দেখতে এলুম তার শরীরটা ভালো নেই—তার ঘরে খোদনের সঙ্গে অজিতদার পরিবার সম্বন্ধে পরামর্শ করা গেল ; club থেকে কিছু টাকা তোলা যাবে।

বিকালে Mr. Farnando আমাদের League office দেখতে এলেন—খুব খুশি হয়ে গেলেন—কাল সকালে মৈত্রের সঙ্গে দেখা করা ঠিক করলুম।

৯-১-১৯১৯

সকালে W. C. Ghose ও রাধিকা লাহিড়ীর সঙ্গে Patel-এর Bill-এর Support meeting করবার পরামর্শ হল—কলেজের পর প্রশান্তর ঘরে সুকুমারের সঙ্গে কথা বলে জানলুম Dr. P. C. Roy এখানে নাই—সুতরাং meeting হল না।

প্রভাকে বই ও notes দিয়ে এলুম—৪ দিনের মধ্যে তার annual হবে—প্রস্তুত করে দিতে হবে!

১০-১-১৯১৯

দুপুরে বেরিয়ে ছাত্র পড়িয়ে college way-তে আসা গেল—Prof Ramsay Muir-এর সঙ্গে অনেক কথা হল—তাঁকে একদিন বক্তৃতায় নিমন্ত্রণ করলুম, পরে Mrs. Naidu-র বক্তৃতা শুনে Hostel থেকে হরিদাসের সঙ্গে অনেক কথা বলে রমেশবাবুর বাড়ি এসে দেখা করলুম।

প্রশান্ত আজ Science Congress-এতে বোম্বাই গেল।

১১-১-১৯১৯

প্রভার হঠাৎ ৪ দিনে বাৎসরিক পরীক্ষা শুনে বই notes ইত্যাদি দিয়ে এলুম।

১২-১-১৯১৯

আজ অজিতদার শ্রাদ্ধ—সকলে যোগ দিলুম—দিনটা League-এর কাজে ও সুকুমারের বাড়ি কাটল—তার পর প্রভাকে পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

১৩-১-১৯১৯

আজ প্রশান্তর ঘরে অজিতের স্মৃতিরক্ষার্থ অধিবেশন হল—একখানি ছবি উপহার দেওয়া স্থির হল।

১৪-১-১৯১৯

আজ বিকালে কলেজের পর বিচিত্রায় গিয়ে একখানা মেটার্লিঙ্ক ও Dostoivsky's Letters আনলুম।

১৫-১-১৯১৯

আজ কলেজের পর আগরওয়ালাকে পড়িয়ে Mayo-তে এলুম—দ্বিজেনমামার সঙ্গে League সম্বন্ধে কথা বলতে রাত হয়ে গেল—থেকে গেলুম।

হেমদিদিকে গান শুনিয়ে তাঁর পুত্রবধূকে দুটি গান শিখিয়ে এলুম।

১৬-১-১৯১৯

কলেজে সকলকে নির্মলের হয়ে নিমন্ত্রণ করে present-এর বন্দোবস্ত করে চারু-বাবুর বাড়ি Palel-এর Support-এর meeting-এ যোগ দেওয়া গেল।

১৭-১-১৯১৯

দুপুরে বেরিয়ে ছাত্র পড়িয়ে চারুবাবুর কাছে review করবার বই কিছু নিয়ে নির্মলের বিবাহে আসা গেল—তারপর ট্রাম ফেল করে সুকুমারের ঘরে এসে ছোটকু আমি ঘুমালুম।

১৮-১-১৯১৯

সকালে চা খেয়ে সুকুমারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগরওয়ালাকে পড়িয়ে

Mayo-তে এলুম—খেয়ে ছোটোমাসীমাকে "অনেক পাওয়া" ও "পাত্রখানি" গান দুটি শিখিয়ে P. C. Roy-এর party-তে এলুম—সেখান থেকে সমাজের উদ্বোধনে যোগ দিয়ে ফেরা গেল।

১৯-১-১৯১৯

বিকালে গোকুল গিডনী থেকে ফিরে দেখা করতে এল—তার হাতে রবীবাবুর গল্প-গুচ্ছ দিয়ে নির্মলের বৌভাতে এলুম—পথে Patel-এর Support meeting সেরে—খেয়ে দেয়ে রুপার গোলাপ দান ও পানের ডিবা উপহার দিয়ে ফেরা গেল—জীবনের সঙ্গে কথা হল—চারুবাবুর কাছে ১৯০৮ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত সময়ের কবিস্মৃতি শোনা গেল।

২০-১-১৯১৯

আজ সন্ধ্যায় মহর্ষির স্মৃতিসভায় সুকুমার সুন্দর প্রসঙ্গ করলে।

২২-১-১৯১৯

সুজাতা কলেজে খবর পাঠালে দেখা করবার জন্যে—Gosse-এর Swin burne-খানা নিয়ে তাকে দিয়ে এলুম—ওর কি ২ বই দরকার জেনে এলুম।

২৫-১-১৯১৯

ভোরে উঠে কলকাতায় গেলুম—সারাদিন সেখানে কাটল—বিকেলে প্রভাতের দিদির চা' নিমন্ত্রণ রেখে হেরম্ববাবুর উপাসনায় যোগ দেওয়া গেল।

২৬-১-১৯১৯

সকালে জয়সোয়ালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি ভাণ্ডারকার হাজির—তাঁর গাড়িতে চেপে Sir Asutosh-এর কাছ হয়ে বাড়ি ফেরা—গোকুল খেয়ে গেল—কিছু কথা হল—তারপর শিবপুরে গিয়ে পৌষ ও মাঘ মাসের ৩২৲ টাকা ভাড়া পেলুম—পরে সমাজে এসে উপাসনায় যোগ দিলুম।

২৭-১-১৯১৯

আজ বিকালে চিঠি পেয়ে Gosse-এর 18th Century Literature-খানা সুজাতাকে দিয়ে এলুম।

সন্ধ্যায় সুকুমারের ইংরাজি বক্তৃতা—দু'দিনের notice-এ লেখা—Burden of the Common Man—চমৎকার।

২৮-১-১৯১৯

কলেজের পর ছাত্র পড়িয়ে জয়সোয়ালের বক্তৃতা attend করে রমেশবাবুর সঙ্গে কথা বলে প্রশান্তর ঘরে এসে শুয়ে পড়া গেল—কাল যুবক সমিতির উৎসবে যোগ দেব বলে।

২৯-১-১৯১৯

ভোরে উঠে সুকুমারের উপাসনায় যোগ দিলুম—বাছা২ গান গাওয়া গেল—ভারি ভালো লাগল—তারপর খেয়ে কলেজ করে বিকালে Patel-এর Support meeting-এ যোগ দেওয়া—grand success—ছেলেদের উৎসাহ দেখে অবাক লাগছে!

শরীরটা কেমন ভালো যাচ্ছে না—গায়ে ব্যথা—দুর্বলতা—সুজাতাকে Ward-এর anthology-টা দিলুম—অমিয়র সঙ্গে কথা হল।

৩০-১-১৯১৯

কলেজের পর ছাত্র পড়িয়ে প্রশান্তর ঘরে এলুম—স্তূপাকার বই নিয়ে লিখতে বসেছে—খানিকটা শোনালে তারপর জয়সোয়ালের বক্তৃতায় এসে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে২ বাড়ি ফেরা—শরীরটা ভারি খারাপ লাগছে।

৩১-১-১৯১৯

কলেজের পর সুজাতার সঙ্গে দেখা করে মাহিনা নিয়ে ছাত্র পড়িয়ে প্রশান্তর বক্তৃতায় এলুম—দুদিনে এত বড়ো বক্তৃতা লিখলে কি করে!

সুমতী মামীরা কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন—দেখা করে এলুম!

১-২-১৯১৯

দুপুরে বেরিয়ে Jayswal-এর সঙ্গে museum হয়ে তাঁর Tagore Law Lectures-এর শেষ বক্তৃতায় এলুম। সেখান থেকে রমেশ মজুমদারের Doctorate-এর final খবর নিয়ে Lord Bishop memorial meeting হয়ে—কলেজ Reunion

হয়ে—ছাত্রসমাজের অধিবেশনে উঁকি মেরে Bengal Club-এতে অরুণ সিংহের dinner-এ যোগ দেওয়া ও নূতন সাপ্তাহিক সম্বন্ধে আলোচনা করে বাড়ি ফেরা—পথে রমেশবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে খবর দেওয়া গেল।

২-২-১৯১৯

সকালটা ছাত্র ও শ্রীশবাবুকে পড়িয়ে বেরব এমন সময় গোকুল এল—তাঁর চাকরি সম্বন্ধে কিছু কথা বলে মোহিত সেনের finance officer হওয়ার ভোজে যোগ দিতে Sıbpur Botanical Garden-এ সারাদিন কাটানো গেল।

মাসীমা একদিন দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—কাল দিদিমণির কাছে।

৩-২-১৯১৯

সন্ধ্যায় প্রশান্তর ঘরে আমি ও স্থকুমার বসে John Christopher নিয়ে আলোচনা করা গেল।

৪-২-১৯১৯

দুপুরে বেরিয়ে ছাত্র পড়িয়ে প্রশান্তকে দেখতে এলুম—তার শরীরটা খারাপ হয়েছে—স্থকুমারের সঙ্গেও দেখা ও কথাবার্তা হল।

৫-২-১৯১৯

সকালে স্থজাতার চিঠি পেয়ে তাকে জবাব দিয়ে শ্রীশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরলুম—এখন মাসীমা এসেছেন—রাত ৯টা পর্যন্ত নানা বিষয়ে কথা বলে—তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলুম।

৭-২-১৯১৯

কলেজের পর Mayo-তে এসে দ্বিজেনমামার সঙ্গে অনেক কথা হল—রাতে থেকে যেতে বল্‌লেন—

৮-২-১৯১৯

সকালে খোদনমামা এল, তার সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়ে খেয়ে কালীবাবুর সঙ্গে Educational Dept. নিয়ে কথা বলে college-র guard duty সেরে—ছাত্র পড়িয়ে স্থকুমার আমি ও খোদন অজিতদার মা ও স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এলুম।

৯-২-১৯১৯

সকালে রবি ও দ্বিজেনকে পড়াচ্ছি D. C. Ghose এসে জোর করে ধরে রাখলেন—খাওয়া ও কথা হবে—Jayaswal-এর সঙ্গে যে কথা হয়েছে সব বললেন—ও খুব approve করলেন।

তারপর প্রশান্তর ঘরে এসে plan করে (ছাত্র পড়িয়ে) অজিতদার মা ও স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে স্থকুমার প্রশান্ত আমি রথীবাবুর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা ঠিক করলুম।

১০-২-১৯১৯

কলেজের পর প্রশান্তর ঘরে এসে Patel Bill-এর Support meeting-এর (S. W. S.) resolution draft করা গেল—তারপর একটু Meeting-এ join করে ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

১১-২-১৯১৯

কলেজের পর Lamb-এর Essays ও কিছু Criticism নিয়ে স্থজাতাকে দিয়ে এলুম—Miss Lercher-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে খুব পেড়াপিড়ি করলে—তারপর ছাত্র পড়িয়ে প্রশান্তব ঘরে এসে প্রশান্তর সঙ্গে Dr. Seal-এর কাছে রাত ৯॥টা পর্যন্ত কাটানো গেল।

১২-২-১৯১৯

কলেজে আজ Marshall Foch-এর Staff-এর একজন officer এসে war সম্বন্ধে address দিলেন—তারপর জীবন এল—তার সঙ্গে গল্প করে সীতানাথবাবুর কন্যা স্থধাকে পড়াতে সাহায্য করে অজিতদার মা ও স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রমেশ-বাবুর বাড়ি এলুম—তাঁর মেজদা ও বৌদি এসেছেন—পরিচয় হল ও রাত ১১টা পর্যন্ত গান শোনানো গেল।

১৩-২-১৯১৯

কলেজে শচী এল সে বিলেত যাবার Passport পেয়েছে। Mayo-তে phone করে জানলুম দ্বিজেনমামা হঠাৎ গা হাত ফুলে শয্যাগত। ছুটে এলুম—রাতে থেকে গেলুম—১২টা পর্যন্ত গায়ে হাত বুলাতে ঘুমিয়ে পড়লেন—সারারাত বেশ ঘুম।

১৪-২-১৯১৯

সকালে দ্বিজেনমামা একেবারে তাজা। কলেজে এসে কাজ সেরে নতুন ছাত্র বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর বাড়ি Dixon Lane এলুম ও পড়িয়ে—প্রশান্তর ঘর ও সীতানাথবাবুর বাড়ি হয়ে ছাত্র পড়িয়ে রাত ১০টায় ছুটি। গভীর শ্রান্তির মধ্যে হঠাৎ প্রথম ফাগুন-পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম, যেন কখনো এমন পূর্ণিমা দেখিনি।

১৫-২-১৯১৯

সকালে ছাত্র পড়িয়ে D. C. Ghose-এর সঙ্গে অরুণ সিংহের office হয়ে, 'New Era' সম্বন্ধে কথা বলে, ছাত্রদের পড়িয়ে Mayo-তে এলুম ও সুজাতার আজ যে চিঠি পেয়েছি, তার জবাব দিয়ে সুধাংশুর কাছে এসে গান শোনানো ও গল্প করা গেল। C. C. Ghose Rs 130/- চেক দিলেন Dec / Jany মাহিনা।

১৬-২-১৯১৯

সকালে ছাত্র পড়িয়ে, সারাদিন রমেশবাবুর Corporate Life in Ancient India পড়লুম—সন্ধ্যায় গোকুল এল, তাকে নিয়ে রমেশবাবুর বাড়ি গেলুম, তার বেহালার সঙ্গে আমার সব নতুন গান চলল—জ্যোৎস্নায় ছাদের উপর রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত মজলিস করে ফেরা।

গোকুলের সঙ্গে অনেক কথা হল—তার চাকরি ও Life Insurance সম্বন্ধে পরামর্শ দিলুম—অরুণ সিংহ P. C. Roy-এর এক ছবির order দিয়েছেন।

১৭-২-১৯১৯

কলেজের পর প্রশান্তর ঘরে এসে, জীবন ও আমি মিলে খানিক গল্প চলল। তারপর প্রশান্তর সঙ্গে Circular Rd.-এর Tram ধরে ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা গেল। এসে সুজাতার নিমন্ত্রণের চিঠি পেলুম—বুধবার দেখা করবার জন্যে Miss Lercher-এর সঙ্গে।

১৮-২-১৯১৯

আজ সকালে C. C. Ghose-এর Dec / Jany. দরুন ১৩০৲ থেকে ১১৫৲ টাকা জমা দিয়ে এলুম post office-এতে।

কলেজের পর অধরবাবুর সঙ্গে দেখা করে—Dr. Seal-এর কাছে এলুম—প্রশান্ত এল—রাত ৮টা পর্যন্ত "রামমোহন ও বঙ্গদেশের বিশেষত্ব" (চিন্তার ধারায়) এই বিষয়ে চমৎকার কথা হল।

আমার সঙ্গে Internationalism in Ancient India নিয়ে কথা হল। রাতে Warren সাহেবের বাড়ি আমি, নির্মল সস্ত্রীক, ইত্যাদি Dinner হল।

১৯-২-১৯১৯

কলেজের কাজ সারতে প্রায় ৪টা বাজল, তারপর সুজাতার কাছে এলুম—Miss Larcher-এর সঙ্গে আলাপ হল—প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে তাঁর ছবি ইত্যাদি দেখা ও art সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ হল—চমৎকার লাগল :

আজ University থেকে Examiner appointment Letter পেলুম।

চারুবাবুকে রমেশবাবুর বইয়ের (Corporate life in Ancient India) review দিয়ে এলুম।

২০-২-১৯১৯

কলেজের পর অজিতদার মাকে সুশীলের fees ইত্যাদির দরুন ৬৫৲ টাকা দিয়ে এলুম। তাঁর কথাবার্তাও শুনে এলুম—তারপর সুকুমারের বাড়ি এসে গোকুলের সঙ্গে appointment করিয়ে—প্রশান্তর ঘরে এসে খানিক গল্প করে, সীতানাথ-বাবুর কন্যাকে পড়িয়ে, ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা। শরীরটা ভারি খারাপ বোধ হচ্ছে।

অজিতদার স্ত্রীর ও Jayaswal-এর চিঠি পেলুম।

২১-২-১৯১৯

অজিতদার স্ত্রী ও Jayaswal-কে চিঠি লিখে জীবনের সঙ্গে সমাজ পাড়ায় এসে রামানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করে ছাত্র পড়িয়ে ফেরা গেল।

২২-২-১৯১৯

দুপুরে বেরিয়ে গগনবাবুর কাছে এসে অজিতদার family সম্বন্ধে কথা বললুম—তিনি ২০০৲ টাকা আমায় দিলেন—রথীবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রশান্তর ঘরে এসে সুকুমার আমি জীবন ইত্যাদি মিলে গল্প জমানো গেল—গগনবাবুর টাকা থেকে জীবন ১০০৲ ধার নিলে। নিশিবাবুর সঙ্গে কাজ করে এলুম।

২৩-২-১৯১৯

সকালটা রবি ও দ্বিজেনকে পড়িয়ে বাড়ি এসে খেয়ে শ্রীশবাবুর সঙ্গে পাঠ—পরে পাড়ার ছাত্রদের সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ।

সন্ধ্যায় সুধাংশুদির কাছে গিয়ে গল্প করে শ্রীশবাবুর সঙ্গে কথা বলে এলুম।

H. B.-কে স্বপ্নে দেখলুম।

২৫-২-১৯১৯

আজ বিকালে Bhandarkar-এর বক্তৃতায় আসা গেল—লেখাটি বেশ কিন্তু এক তরফা ডিক্রি! সুনীতি তারাপুরওয়ালা ইত্যাদি খুব সমালোচনা করলেন।

২৬-২-১৯১৯

কলেজের পর সুকুমারের বাড়ি এসে তার সঙ্গে অজিত বসুর বাড়ি আসা গেল—হিতেনের সঙ্গে Modern Literature নিয়ে প্রসঙ্গ হল—বেশ জমল—খোদনের চাকরির খবর পাওয়া গেল।

প্রথম mixed club—বিশেষ জমল না—পরিচয় মাত্র হল।

লাবণ্যর চিঠি পেলুম।

২৭-২-১৯১৯

আজ কলেজে এসে মাইনে Rs 162/4 পাওয়া গেল। তারপর খোদনের বাড়ি এসে তার চাকরির জন্যে Congratulate করে শোভাকে পড়িয়ে ফেরা গেল।

রমেশবাবুর স্ত্রী ডেকেছিলেন তাঁকে গান শুনিয়ে আসা গেল।

২৮-২-১৯১৯

আজ সকালে বীরেনের পড়াশোনার খবর নিতে গেলুম B. L. Mitter-এর সঙ্গে কথা হল। পরে Bhandarker-এর সঙ্গে দেখা করে এলুম।

দুপুরে কলকাতায় যাচ্ছি হঠাৎ ট্রামে চড়তে গিয়ে পড়ে গেলুম—খুব বেঁচে গেছি—ডান হাতখানার একটু আঘাতের উপর দিয়ে গেল। প্রশান্তর ঘরে আসতে সে Iodine দিয়ে পুড়িয়ে দিলে।

অরুণের চিঠি পেলুম, সে পরীক্ষক হয়েছে শীঘ্র কলকাতায় আসছে। S. K. Roy-এর বাড়ি রাতে dinner হল।

১-৩-১৯১৯

বিকালের প্রশান্তর ঘরে এসে দেখি এ মাসের Modern বেরিয়েছে সুকুমার Kalhan-এর সমালোচনা পড়লে—তারপর শোভাকে পড়িয়ে ছাত্রসমাজের অধিবেশনে সকলে বসা গেল—ছেলেমেয়েরা বেশ উৎসাহ করে কথা বললেন—সুজাতা দুখানা বই ফেরত দিলে—তারপর জীবনের সঙ্গে গল্প করতে২ ট্রামে চড়া গেল।

২-৩-১৯১৯

সকালে বীরেন রবি দ্বিজেনকে পড়িয়ে শ্রীশবাবুর সঙ্গে কথা বলে বেরলুম Agarwalla-র সঙ্গে দেখা করে City Collage-এ অজিতের স্মৃতিসভায় যোগ দিয়ে প্রশান্তর সঙ্গে গল্প করতে২ League office এলুম—সেখান থেকে college হয়ে—চিঠিপত্র নিয়ে শোভাকে পড়াতে এলুম—তাদের বারান্দা থেকে রামানন্দবাবুর বাড়ি খুব কাছে—শান্তা সীতা সেখানে ছিলেন খানিক গল্প করে ফেরা গেল।

৪-৩-১৯১৯

আজ দুপুরে সুজাতার কাছে এসে—খানিক গল্প করা গেল—Miss Larcher আমায় Millet Life পড়তে দিলেন আমি Dostoivsky Letters পড়তে দিলুম।

বাড়ি এসে চিঠি লিখলুম।

৫-৩-১৯১৯

ছাত্রকে দেখে Mayo-তে এসে সুজাতার বন্ধু মণির সঙ্গে আলাপ করলুম—চমৎকার লাগল।

৬-৩-১৯১৯

আজ সুকুমার phone করলে দিনু এসেছে—নূতন গান শেখা হবে—এসে গান গল্প হল।

বাড়ি এসে সুজাতার মস্ত চিঠি পেলুম।

৭-৩-১৯১৯

আজ সারা সকাল সুজাতার চিঠির জবাব লিখে Examiner's meeting-এ

আসা গেল—৩৷৹ ঘণ্টার কর্ম ভোগ করে—আধমরা হয়ে বিচিত্রায় এসে দিনুর কাছে গান শেখা গেল তারপর মণির সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ফিরলুম।

৮-৩-১৯১৯

দুপুরে নির্মল চট্টোর সঙ্গে specimen paper দেখে বিচিত্রায় এসে গান শেখা গেল—তারপর অরুণকে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ি এসে দুজনে রাতটা কাটানো গেল—অনেক কথা হল।

৯-৩-১৯১৯

দুপুরে Dixon Lane-এ ছাত্র পড়িয়ে স্টেশনে এলুম—বাবলীকে See off করে দ্বিজেনমামার সঙ্গে আমি ও সুকুমার জোড়াসাঁকো এলুম—গান ও অবনীবাবুর গল্প বেশ জমল।

১০-৩-১৯১৯

Examiner's Meeting সেরে প্রশান্তর ঘরে এসে একটু জিরিয়ে শোভা ও সৌম্যকে পড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।

সুজাতার জবাব পেলুম।

১২-৩-১৯১৯

আজ ছাত্রসমাজের মণ্ডলী বসবে—সুজাতা Open করবে—একবার ভাবলুম যাব না—আবার গেলুম—কথাবার্তা হলে সুজাতা আমায় কাল যেতে বললে।

১৩-৩-১৯১৯

দুপুরে বই নিয়ে সুজাতার কাছে গেলুম—গল্প করে কবির একটি নতুন গান "মাটির প্রদীপ" উপহার দিয়ে এবং Miss Larcher-কে তার illustration করতে বলে এলুম।

তারপর শ্যাম শাস্ত্রীর বক্তৃতা পাঠ শুনে রমেশবাবুর সঙ্গে ফিরে তাঁদের ছাদে রাত ১১টা পর্যন্ত কাটানো গেল।

১৪-৩-১৯১৯

ছাত্র পড়িয়ে বিকালে Imperial Library-তে এসে সুজাতাকে নিয়ে Mayo-তে

এলুম মণির সঙ্গে দেখা করাতে—তারপর তাকে বাড়ি পৌঁছে ফিরে দেখি সুজাতার একখানি চিঠি অপেক্ষা করছে, তখুনি পড়ে জবাব দিলুম।

কলেজে আজ ইন্দুমতির (কালোজামের) এক চিঠি ও ৫০্ টাকা পেলুম।

১৫-৩-১৯১৯

সকালে সুজাতা ও ইন্দুর চিঠির জবাব দিয়ে ছাত্র পড়িয়ে প্রশান্তর ঘরে এলুম—তার সঙ্গে জোড়াসাঁকো হয়ে ডাঃ শীলকে নিয়ে আসা গেল। 'Authority' সম্বন্ধে বক্তৃতা হল—কী অগাধ পাণ্ডিত্য—স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়!

তারপর সুজাতাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফেরা গেল।

আজ সকালে অধ্যাপক বন্ধু কালীধন চট্টো মারা গেলেন ২/৩ দিনের অসুখে।

১৬-৩-১৯১৯

বিকালটা একা একা ভালো লাগছিল না—সটান Mayo-তে চলে এসে মণির সঙ্গে ৯৷৹টা পর্যন্ত গল্প করে বাড়ি ফিরলুম।

গোকুল ৩/৪ দিনের মধ্যে বম্বে ফিরছে।

১৭-৩-১৯১৯

আজ বিকালে বেরিয়ে প্রশান্তর ঘরে এসে তার Patel Paper-এর ভূমিকা শুনে বাড়ি ফিরছি এমন সময় ট্রাম থেকে দেখি মোটরে কবি—ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ে তাঁর গাড়িতে চেপে বাড়ি এসে অনেক গল্প হল।

১৮-৩-১৯১৯

কলেজের পরে ছাত্র পড়িয়ে কবির কাছে এসে একটু গল্প করে Imperial-এতে এসে Miss Larcher ও সুজাতাকে সঙ্গে নিয়ে নৌকা করে ভেসে পড়া গেল—রাত ৯টা পর্যন্ত গান গল্প—কী তৃপ্তি!

বাড়ি ফিরে মণির প্রথম চিঠি পেলুম—ভিতরে গিয়ে বেজে উঠল কী সরল মেয়ে!

১৯-৩-১৯১৯

সকালটা মণিকে চিঠি লিখলুম। কলেজের পর ছাত্র পড়িয়ে কবির কাছে আসা গেল—সুরেনমামার সঙ্গে দেখা ও কথা হল।

তটিনীর সঙ্গে কলেজে দেখা হল—খুব দমে রয়েছে, সরোজের অসুখ।

২০-৩-১৯১৯

সন্ধ্যাটা কবির কাছে কাটল।

২১-৩-১৯১৯

কলেজের পর সুজাতাকে টিকিট দিয়ে এলুম, সন্ধ্যায় কবির বক্তৃতা একসঙ্গে শোনা গেল। তারপর রমেশবাবুর সঙ্গে ফেরা ও বৌদির কাছে এসে গল্প।

২২-৩-১৯১৯

বিকালে ভাণ্ডারকারের সঙ্গে অনেক দরকারি কথা হল, তারপর বিকালে বেরিয়ে অজিতদার মা'র সঙ্গে দেখা করে, কালীধনের Memorial Meeting attend করে, তাতাদার বাড়ি খেয়ে, তাঁর সঙ্গে মুরারি সম্মিলনে এসে রাত ১টা পর্যন্ত গান শুনে ঘুমোনো।

২৩-৩-১৯১৯

ভোরে উঠে তাতাদা, আমি, ছোটকু সমাজে এলুম, উপাসনা বেশ জমল। তারপর প্রশান্তর সঙ্গে ডাঃ শীলের কাছ হয়ে, খেয়ে দুপুরটা তাতাদা, আমি ও প্রশান্ত মিলে গম্ভীর গবেষণা। তারপর শোভাকে পড়িয়ে Mayo এসে মণির সঙ্গে গল্প করে বাড়ি ফেরা। ফিরে সুজাতার মস্ত মিষ্টি চিঠি পেলুম।

২৪-৩-১৯১৯

আজ সকালটা সুজাতাকে চিঠি লিখে কলেজের কাজ সেরে ছাত্র পড়িয়ে Mayo-তে দ্বিজেনমামার সঙ্গে দেখা করে সুধাংশুদির কাছে এলুম. অমল এসেছিল।

২৫-৩-১৯১৯

আজ সারাদিন খাতা দেখে শ্যাম শাস্ত্রীর বক্তৃতা শুনে ছাত্র পড়িয়ে ফেরা গেল।

২৬-৩-১৯১৯

কলেজে এসে সুজাতার চিঠি পড়ে তার কাছে গেলুম—সেখান থেকে খোদনমামার

বাড়ি। তার খবর নিয়ে জীবনের কাছে এলুম, সেখানে খানিক গল্প করে ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।

সারাদিন কী তৃপ্তি! জীবনটা খুব খুব মিষ্টি লাগছে!

২৭-৩-১৯১৯

বিকালে League-এর Meeting বেশ জমল। স্যার আশুতোষ চৌধুরী অনেক গল্প শোনালেন—তারপর দ্বিজেনমামার গাড়ি করে ছাত্রকে পড়াতে এলুম। পড়িয়ে Mayo-তে এসে মণির সঙ্গে গল্প করে ফেরা গেল।

২৮-৩-১৯১৯

কলেজের পর আগরওয়ালাকে পড়িয়ে সুকুমারের বাড়ি এসে Bose Institute-এ একসঙ্গে কবির বক্তৃতায় আসা গেল। 'Message of the Forest' তেমন জমল না। তারপর সতীশকে গান শোনাতে ২ ছাত্রর বাড়ি এসে পড়িয়ে ফেরা।

২৯-৩-১৯১৯

আজ বিকালে শোভাকে পড়িয়ে congregation-এর party-কে এড়িয়ে সুজাতার কাছে এলুম। Miss Larcher-এর সঙ্গে 'Nature' নিয়ে খানিক প্রসঙ্গ হল, কবির 'Message of the Forest-কে অবলম্বন করে।

৩০-৩-১৯১৯

সকালে সুজাতাকে দুখানা Scott-এর novel দিয়ে 'Historical Background of English Literature' সম্বন্ধে আলোচনা করে অমলের নিমন্ত্রণে আসা গেল। তারপর 'বিসর্জনে'র রিহার্সাল দেখে Prof. Geddes-এর সঙ্গে দেখা করে, বিদায় নিয়ে, টুলুর কাছে এলুম। তার সঙ্গে নতুন গানের আলাপ করে প্রশান্ত ও তাতাদা কুমারের গানের মজলিসে এলুম।

৩১-৩-১৯১৯

আজ সকালে সুজাতার চিঠি পেয়ে তাকে ও মণিকে জবাব দিলুম।

ছাত্র পড়িয়ে Chittagong centre-এর কাগজ শেষ করে, বিকালে আগরওয়ালাকে পড়িয়ে ছোটোমাসিকে টাকা দিয়ে চারুবাবুর বাড়ি club-এ যোগ দিলুম।

১-৪-১৯১৯

ছাত্র পড়িয়ে সুকুমারের বাড়ি এলুম—টুলুর নিমন্ত্রণ খেয়ে সারাদিন সেখানে গড়িয়ে বেবীর মাস্টার Dubois-র বাজনা শুনতে নীলরতনবাবুর বাড়ি এলুম—তারপর ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

২-৪-১৯১৯

আজ বিকালে প্রশান্তর ঘরে এলুম—ছাত্রসমাজে 'দায়িত্ব ও অধিকার' সম্বন্ধে আলোচনা ডাঃ শীলের সামনে আমায় তুলতে হল—চমৎকার প্রসঙ্গ হল! তারপর জীবন ও আমি সুজাতাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরলুম।

৩-৪-১৯১৯

কলেজে এসে দুপুরে দেখি সুজাতা Austine-এর দুখানা novel ফেরতে পাঠিয়েছে ও শনিবার বেড়াতে যেতে চেয়েছে।

Guard দিয়ে সুজাতাকে চিঠি লিখে সরোজ দাসকে দেখে, তার চাকরি-দরখাস্ত সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে Senate এলুম। ছাত্র মন্দ পরীক্ষা দেয়নি, তারপর দুটি ছাত্রকে পড়িয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

সকালটা মায়া ব্যানার্জীর কাছে কবিতা ও সংগীতচর্চায় কাটল।

আশু চৌধুরী বাকি tution fee Rs. 150/- পাঠিয়েছিল, Rs. 100/- জমা দিয়ে এলুম।

৪-৪-১৯১৯

বিকালে রবির পরীক্ষার খবর নিয়ে প্রশান্তর ঘরে এসে, ডাঃ শীলের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে শোভাকে পড়িয়ে আগরওয়ালাকে পড়িয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

৫-৪-১৯১৯

আজ মালদা centre দেখা শেষ করে বিকালে ছাত্র পড়িয়ে Imperial-এতে এলুম সেখান থেকে সুজাতাকে নিয়ে বালিগঞ্জের মাঠে বেরিয়ে তার বাড়ি দিয়ে এলুম—Hereford-এর 'Age of Wordsworth'-খানা আজ পড়তে দিলুম।

প্রশান্তর আজ বক্তৃতা ছিল—শোনা হল না।

৬-৪-১৯১৯
বিকালে বেরিয়ে মণির কাছে এসে খানিক গল্প করে এলুম।

৭-৪-১৯১৯
খাতা দেখে, সারাদিন ছাত্র পড়িয়ে বিকালে প্রশান্তের ঘরে এসে শুনলুম সুকুমারের বোন (টুনী) মারা গেছেন—ঘাটে গিয়ে রাত ১০টা পর্যন্ত তাঁহার কাছে থেকে ফেরা।

সুজাতার সুন্দর চিঠি পেলুম।

৮-৪-১৯১৯
সারা বিকাল ও রাতটা বর্ষার মতো নামল—কী ভালো লাগছিল বলতে পারি না।

৯-৪-১৯১৯
কলেজের মধ্যে দুপুরে সুজাতাকে Courthope V volumes 'Wordsworthiana' দিয়ে এলুম। মোহ ও মুক্তি নিয়ে অনেক তর্ক হল; তারপর সুকুমারকে দেখে ডাঃ শীলের কাছে এলুম—রাতে কেউ ছিল না—তাঁর চাকরি ছাড়া নিয়ে গল্প করতে ২ ট্রাম ফেল করে হেঁটে বাড়ি ফেরা—কিন্তু কী সুন্দর লাগছিল।

১০-৪-১৯১৭
ছাত্রদের পড়িয়ে Mayo-তে এসে মণির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে ফেরা গেল—এসে ইন্দুমতীর চিঠি পেলুম।

১১-৪-১৯১৯
কলেজের মধ্যে সুজাতাকে H. Newbolt-এর একটা সমালোচনা দিয়ে অমলের কাছে এলুম। সে আজ লাহোর যাচ্ছে, গল্প হল। তারপর কলেজের ভোজে যোগ দিয়ে, জীবনের সঙ্গে দেখা করে, প্রশান্তর ঘরে গল্প করে ফেরা, পথে ধূর্জটি পাকড়ে গোলদিঘিতে বসিয়ে গান শুনলে।

হেঁটে বাড়ি ফিরতে হল, সত্যাগ্রহীরা কাউকে গাড়ি চড়তে দিচ্ছে না।

১২-৪-১৯১৯

সকালে ভাণ্ডারকারকে papers দিয়ে, বীরেন, দ্বিজেনকে পড়িয়ে, খেয়ে শ্রীশবাবুর সঙ্গে প্রসঙ্গ। তারপর বিপিনবাবুর কাছে গিয়ে দেখা ও কথাবার্তা বলে ছাত্র পড়িয়ে প্রশান্তর বক্তৃতায় এলুম—বেশ আলোচনা করলে 'জীববিজ্ঞান ও জাতি-তত্ত্ব' বিষয়ে—তারপর জীবনের মা'র সঙ্গে দেখা করে ফেরা গেল।

আজও সত্যাগ্রহ নিয়ে বিষম দাঙ্গা হয়ে গেল।

১৩-৪-১৯১৯

সকালের গাড়িতে প্রশান্তর সঙ্গে বেরিয়ে বিকালে বোলপুর এসে কবিকে প্রণাম করলুম। তাঁর ঘরের পাশে আমাদের স্থান হল। সন্ধ্যাটা তাঁর লেখা, 'attitude towards nature', Romain Rolland প্রভৃতি নিয়ে চমৎকার কথা জমল।

১৪-৪-১৯১৯

ভোরে কবি জাগিয়ে দিলেন—নববর্ষের উপাসনা—কবি একেবারে প্রাণ ভরে দিলেন। দুপুরটা কবির সঙ্গে, রানু, sex problems, clothes convention ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা হল—সন্ধ্যায় অধ্যাপকসভায় কবির আর-এক মূর্তি দেখে মাথা নিচু করলুম—কী অচলা নিষ্ঠা! কী বিশ্বাস!

১৫-৪-১৯১৯

ভোরে উঠে বোলপুরের মাঠ শেষ দেখে নিলুম, আজ যেতে হবে! তারপর দিনু-বাবুকে ধরে খুব গান শোনা গেল—তারপর ক্ষিতিমোহনবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে কবির সঙ্গে দুপুরে সংগীতচর্চা করে বিদায় নিয়ে রাতে বাড়ি ফিরলুম।

১৬-৪-১৯১৯

আজ শেষ কলেজ—marks দিয়ে April ও May-র মাইনে Rs. 332/8 নিয়ে আগরওয়ালাকে পড়িয়ে বাড়ি এলুম। সব অবসরটুকু খাতা দেখায় যাচ্ছে।

১৭-৪-১৯১৯

ছাত্র পড়িয়ে সুকুমারের বাড়ি যাব, এমন সময় ভয়ানক ঝড় এল—তাই বাড়ি ফিরে এলুম, এসে সুজাতার চিঠি পেলুম।

১৮-৪-১৯১৯

সকালে বীরেন, দ্বিজেনকে পড়িয়ে, রবিকে ছুটির পড়ার directions দিয়ে, বিদায় নিয়ে, খাতা দেখতে বসলুম। বিকালে ছাত্র পড়িয়ে মণিকে পড়িয়ে এলুম।

সুজাতার চিঠির জবাব দিলুম। দ্বিজেনমামাকে ক্ষিতিমোহনবাবুর চিঠি পাঠালুম।

১৯-৪-১৯১৯

বীরেনকে পড়িয়ে, দ্বিজেনকে পড়িয়ে, বাড়ি এসে খাতা দেখতে বসলুম। দিনে রাতে প্রায় ১০০ খাতা দেখে ফেললুম, নির্মল চট্টো সাহায্য করলে। তবু প্রাণ আইঢাই করে উঠছিল।

২০-৪-১৯১৯

ভোর থেকে খাতা দেখা শেষ করে ভাণ্ডারকারের কাছে শেষ নম্বর দিয়ে Foucher-এর 'Buddhist Art' বইখানা পড়তে নিয়ে মায়ার কাছে এলুম—প্রায় ১টা পর্যন্ত যত পুরানো গান শোনালে—ভারি ভালো লাগল।

বিকালে খুব বৃষ্টি এল, একটু ধরতে, বেরিয়ে পড়ে কলকাতায় এসে প্রশান্তর ঘরে রাত কাটানো গেল।

২১-৪-১৯১৯

ভোরে উঠে সুকুমারের বোনের শ্রাদ্ধ-উপাসনায় যোগ দিলুম। তারপর প্রশান্তর কাছে খেয়ে, সুজাতার কাছে এসে শুনলুম কালই গিরিডি যাচ্ছে। কথা বলে মণির কাছে এলুম, সেখান থেকে দ্বিজেনকে cheer up করে বাড়ি ফেরা।

সুজাতার দুখানা চিঠি পেলুম।

২২-৪-১৯১৯

দুপুরে সুজাতার কাছে এসে তার পড়া বই ফেরত দিয়ে নতুন কিছু বই এনে দিলুম। দুপুরটা তার কাছে কাটিয়ে, বিদায় নিয়ে, সুকুমারের বাড়ি এলুম। হিতেন এল, রাত ৯টা পর্যন্ত নানা প্রসঙ্গ চলল—দিনটা ভারি তৃপ্তিতে কাটল।

২৩-৪-১৯১৯

কবি ও লাবণ্যদিকে ও মৈত্রেয়ীকে চিঠি লিখলুম, পরে Mayo-তে এসে বহুকাল

পরে দ্বিজেনমামা, লীলামামীর সঙ্গে দেখা করে Howrah Exhibition দেখে—সুধাংশুর কাছে এসে গান শোনানো গেল।

২৪-৪-১৯১৯

বিকালে বেরিয়েছি, ভয়ানক বৃষ্টি! প্রশান্তর ঘরে এসে গল্প করে শোভাকে পড়িয়ে প্রফুল্লকে ছোটোমাসির বাড়ি থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরা গেল—ছোটোমাসির অবস্থা ভালো নয়।

২৫-৪-১৯১৯

সকালে সরোজ দাস এল, অনেক কথা হল—তারপর কবি ও মৈত্রেয়ীর চিঠি পেলুম। শ্রীশবাবুর সঙ্গে 'গল্পগুচ্ছ' আরম্ভ করা গেল।

ময়নাকে জবাব দিয়ে Foucher পড়া ও নোট করা চলল।

২৬-৪-১৯১৯

সকালে সুজাতার ছোট্ট একখানা চিঠি পেয়ে তার জবাব দিয়ে, বিকালে ছাত্র পড়িয়ে সুকুমারের বাড়ি এসে হিতেন, আমি মিলে আলোচনা চলল। তারপর মণির পরীক্ষার খবর নিয়ে ফেরা।

২৭-৪-১৯১৯

সকালটা ভাণ্ডারকারের বাড়ি কাটল তারপর বীরেনকে পড়িয়ে বাড়ি ফিরে সারাদিন Foucher পড়া গেল—বেশ লাগছে।

২৮-৪-১৯১৯

আজ বিকালে শোভাকে পড়িয়ে প্রশান্তর ঘরে একটু গল্প করে তাতাদার সঙ্গে বেড়াতে ২ Harrison Rd. অবধি প্রশান্তর চিঠিখানার আলোচনা করে ছাত্র পড়িয়ে ফেরা গেল।

দুপুরটা Mayo-তে গিয়ে চিঠিপত্র লিখে এলুম ও C. C. Ghose-এর Rs. 195/- চেক ভাঙিয়ে আনলুম।

২৯-৪-১৯১৯

সারাদিন Foucher পড়লুম। বিকালে ডাঃ সরকারের বাড়ি party-তে এসে রাত ৯টা পর্যন্ত সকলে নানা প্রসঙ্গে কাটল।

৩০-৪-১৯১৯
সকালটা বীরেনকে পড়িয়ে—শ্রীশবাবুর সঙ্গে পড়ে, Foucher notes করে রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম। তারপর প্রশান্তর ঘরে এসে একটু গল্প করে শোভা ও ছাত্রকে পড়িয়ে বাড়ি ফেরা, আজি শেষ পড়ানো—তিন মাসের টানাপোড়েন শেষ!

২-৫-১৯১৯
সকালে সুজাতার চিঠি পেলুম, দুপুরে বেরিয়ে অধরবাবুর সঙ্গে দেখা করে S. K. Roy-এর সঙ্গে টাকা তোলার পরামর্শ করে প্রশান্তর ঘরে আমি ও সুকুমার এসে রাত ৯টা পর্যন্ত একখানা চিঠি নিয়ে আলোচনা করা গেল।

৩-৫-১৯১৯
দুপুরে শিবপুরে এসে বাড়ির tax সম্বন্ধে কথা বলে, প্রশান্তর ঘরে এলুম—সেখান থেকে শোভার পরীক্ষার খবর নিয়ে, শান্তা-সীতার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা বারান্দা থেকে করে, ৮॥টায় রাতে ঝড় উঠছে দেখে বাড়ি এলুম। এসে মণির চিঠি পেলুম।

৪-৫-১৯১৯
সকালে ভাণ্ডারকারের কাছে গিয়ে দেখা না পেয়ে মায়ার কাছে এলুম—১২টা পর্যন্ত সংগীত ও আলোচনা চলল। দুপুরটা শ্রীশবাবুর সঙ্গে পড়া। সন্ধ্যায় রমেশ-বাবুর বাড়ি কাটল, বৌদি ফিরে এসেছেন, ধরে রাখলেন। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির পর খিচুড়ি খাইয়ে, গান শুনে, রাত ১১॥টায় ছাড়লেন।

৫-৫-১৯১৯
আজ পরীক্ষা শেষ। ছাত্রর সঙ্গে দেখা সেরে, হিতেনের বাড়ি এসে, রাত ৮টা পর্যন্ত আমি, তাতাদা ও টুলুদি, কাব্যালোচনা করা গেল। তারপর মণির কাছে গিয়ে তার খবর নিয়ে, ট্রাম ফেল করে হেঁটে বাড়ি ফেরা!

৬-৫-১৯১৯
দুপুরে বেরিয়ে বৈদ্যনাথ ছাত্রর কাছ থেকে ৪০ টাকা নিয়ে, সুকুমারের কাছে এসে লাবণ্যর চিঠি দেখিয়ে প্রশান্তর ঘরে এলুম। সেখান থেকে জীবনের কাছে এসে

তার চাকরি পাওয়ার খবর পেয়ে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে জয়গোপালবাবুর সঙ্গে ফিরলুম।

শরৎ চট্টোর সম্বন্ধে সুন্দর প্রসঙ্গ হল ডাঃ শীলের সঙ্গে।

৭-৫-১৯১৯

দুপুরে শ্রীশবাবুর সঙ্গে পড়ে, শিয়ালদা এসে রমেশবাবু ও টুলুদিকে see off করে, সুকুমারের সঙ্গে হাওড়ায় এসে বোলপুর যাত্রা করা গেল।

সুজাতার চমৎকার একখানি ছোট্ট চিঠি পেলুম ও তাকে বোলপুর যাবার খবর দিলুম।

৮-৫-১৯১৯

ভোরে উঠে কবির জন্মদিনে তাঁকে প্রণাম করে উপাসনায় যোগ দিলুম—তারপর তাঁর ঘরে এসে সকলে বসে তাঁর ধর্ম অথবা আর্টের অভিব্যক্তি কেমন ধারায় চলছে, সে বিষয়ে তাঁর মুখে শোনা গেল। সন্ধ্যায় অরুণ ও চন্দ্রার সঙ্গে বেড়িয়ে 'বাঙ্গাল সভায়' যোগ দিয়ে, বেণুকুঞ্জে এসে সকলে কাটানো গেল।

৯-৫-১৯১৯

আজ সকালে কবির কাছে তাঁর গানের সুর-পর্যায়ের কথা তুলতে, তিনি একধার থেকে প্রায় ১০০ গান একটু২ গেয়ে সুরের ক্রমনির্দেশ করে গেলেন—ভারি উপকার হল।

দুপুরটা পণ্ডিজী এলেন, রাগ-রাগিণীর সম্বন্ধে প্রসঙ্গ জমল। বেশ লাগল।

সন্ধ্যায় কবি তাঁর 'folk literature' প্রবন্ধ লেখা শোনালেন। তারপর প্রশান্তর শরীর খারাপ দেখে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে রাতে সুকুমার ও আমি একা নানা প্রসঙ্গে রাত ২টা পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের ছাদে কাটালুম।

১০-৫-১৯১৯

সকালে পণ্ডিতজী ও আমি কবির কাছে নতুন গান শিখলুম। তারপর সমাজ প্রসঙ্গ অনেকক্ষণ ধরে চলল, Individualism vs. Social Abstractions সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা হল।

দুপুরটা সুকুমারের সঙ্গে পারিবারিক কথাবার্তা, তারপর কবির কাছে এসে

বিদায় নিলুম। 'অন্ধকারের উৎস হতে' গানটি লিখে আমায় দিলেন। পথে ভীষণ বৃষ্টি, কলকাতায় ফিরে সটান স্নুকুমারের বাড়ি এসে রাতটা কাটানো গেল।

১১-৫-১৯১৯

সকালে উঠে স্নুকুমারের সঙ্গে খানিক Landscape নিয়ে চর্চা করে প্রশান্তকে দেখে বাড়ি ফিরলুম।

দুপুরে পুলিনের সঙ্গে কথা বলে বাঁকুড়ায় চিঠি লিখলুম। পরে শ্রীশবাবুর সঙ্গে পড়ে, মৈত্রেয়ীকে চিঠি লিখে Mayo-তে এলুম। দ্বিজেনমামা ১৫ দিনের মতো বাইরে যাচ্ছেন। আমারও বাঁকুড়া যাবার কথা ঠিক হল।

১২-৫-১৯১৯

বিকালে বেরিয়ে জীবনের কাছে তার নতুন চাকরির খবর নিয়ে প্রশান্তকে দেখতে এলুম—বৃষ্টি এসে পড়ল, রাত ৯টা পর্যন্ত নানা কথাবার্তা সেরে বাড়ি ফিরলুম।

১৩-৫-১৯১৯

সন্ধ্যায় পুলিন এল, তার সঙ্গে খেয়ে রাখালবাবুর বাড়ি এলুম, বহুকাল পরে অনেক কথা হল।

তারপর জীবনের কাছে এসে তার সঙ্গে তার চাকরির উমেদারির চেষ্টায় ঘুরে বাড়ি ফেরা গেল।

স্নুজাতার চিঠি পেলুম—আজ তারা গিরিডি ছেড়ে আসছে।

১৪-৫-১৯১৯

সকালে ভাণ্ডারকার ও মায়ার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি এসে স্নুজাতার চিঠি পেলুম। বিকালে বেরিয়ে মণিকে দেখে সন্ধ্যায় স্নুজাতার কাছে এলুম। দেখা করে Miss Larcher-এর সঙ্গে art-study-র বন্দোবস্ত করে বাড়ি ফিরলুম—পথে খুব ঝড় উঠল, বেশ লাগছিল। Sammon সাহেবকে আজ চিঠি লিখলুম।

১৫-৫-১৯১৯

সকালে D. C. Ghose-এর কাছে গিয়ে সাহিত্যচর্চা করে ও কিছু বই নিয়ে এলুম। দুপুর কিছু বই Modern Review-এর জন্য review করে গোকুলের

হাতে দিয়ে সন্ধ্যায় বেরলুম। স্টেশনে ফণীবাবু এসে Rs. 150/- আমায় দিয়ে গেল।

নিজে Rs. 6/- দিদিমণিকে খরচের জন্য দিয়ে এবং নিজে Rs. 12/- নিয়ে বাঁকুড়া রওনা হলুম।

ট্রেনভাড়া Rs. 3/6/6 লাগল।

১৬-৫-১৯১৯

ভোরে গুণময়দের বাড়িতে উঠে, সুজাতাকে, আগরওয়ালাকে. মণিকে চিঠি লিখে, Vas সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কাজেব কতকটা বন্দোবস্ত করে, Principal Brown ও Serjeant-এর সঙ্গে দেখা করে জিনিসপত্র camp-এর জন্য কিনে বিকালের ট্রেনে ছাতনা এলুম। দু' বছর পূর্বে যে শাল গাছগুলি কত আনন্দ দিয়েছে, তারা পরিচিত বন্ধুর মতো যেন আহ্বান করলে—ভারি ভাল লাগল।

কালকের কাজের plan করা গেল।

১৭-৫-১৯১৯

সকালে Vas সাহেবের সঙ্গে দোলপুর বাঙলোয় দেখা করবার কথা, দুজনে হাজির হলুম। Sub-deputy কী চমৎকার লোক, আলাপ চলল—দুপুরে S. D. O. এসে জানলেন Vas আসতে পারবেন না। তিনিই বন্দোবস্ত করে দিলেন—Union No. IX, X, XI, XII আমাদের দিলেন।

বিকালে বাসার ফিরে কালকার inspection-এর plan করা গেল।

দ্বিজেনমামাকে দার্জিলিংয়ে চিঠি লিখলুম।

১৮-৫-১৯১৯

ভোরে উঠে দুজনে No. 9 Union শেষ করতে বার হওয়া গেল। সারাদিন কাঠফাটা রোদে ঘোরা। টিকিট দিয়ে ফিরতে বেলা পড়ে এল—এসে খেয়ে বিশ্রাম করা গেল। সন্ধ্যায় স্নান করে আবার কালকের plan করা গেল।

বিকালে পুলিন এল, সে ও গুণময়, মিলে সন্ধ্যাটা আমায় 'ফাল্গুনী' নিয়ে খানিক কথা বলালে। সন্ধ্যায় শ্রান্ত হয়ে এসে শালগাছগুলির কাছে বসে জ্যোৎস্না উপভোগ করতে ভারি ভালো লাগছে!

১৯-৫-১৯১৯

আজ শেষ রাত্রে বেরিয়ে আমি ও পুলিন X নম্বর Union শেষ করতে গেলুম—গুণময়কে recruit করতে পাঠালুম বাঁকুড়ায়।

আজ মাটি একেবারে যেন জলছে। একেবারে পুড়ে বিকালে ফিরলুম। বাঁকুড়া থেকে ৫জন worker এল, সকলে মিলে XI, XII Union attack করবার plan করা গেল, রাত ২টায় সকলে বেরিয়ে গেল।

আজ সুজাতা ও ময়নার চিঠি পেলুম ও জবাব দিলুম।

২০-৫-১৯১৯

আজ সারাদিন আমি বাসায় একা কাটালুম, কাগজপত্র গুছিয়ে নিলুম, কাল final inspection হয়ে এলেই খাতায় সব টুকতে হবে।

বাকি সময় চিঠি লেখা : ময়না, রাখালবাবু, গোকুল, আগরওয়ালা, ভাণ্ডারকার, Walt সাহেব, অরুণ, সুকুমার—সকলকে লিখলুম।

সন্ধ্যায় worker-রা ফিরে এল, তাদের সঙ্গে গল্পে বেশ স্ফূর্তিতে সময় কাটল।

২১-৫-১৯১৯

ভোরে উঠে স্নান সেরে কাগজপত্র নিয়ে বসলুম—সারা সকালটি সকলে মিলে কেরানীগিরি করে আমাদের Budget ঠিক করা গেল।

দুপুরে দ্বিজেনমামাকে সব খবর দিয়ে, Magistrate-কে ও মণিকে চিঠি লিখে বেরিয়ে পড়া গেল।

পথে কান্তিবাবুর সঙ্গে দেখা করে, Asansol হয়ে Bombay Mail ধরে Gaya হয়ে Patna যাত্রা।

২২-৫-১৯১৯

সকাল ১॥টা আন্দাজ পৌঁছে শুনলুম Jayaswal Arrah case-এ গেছেন—এখান থেকে তার করতেই আমায় ধরে রাখবার হুকুম এল—সারাদিন উমেশের সঙ্গে তার বিলাত যাওয়া নিয়ে গল্প হল—সন্ধ্যাটা বেড়িয়ে বিশ্রাম করা গেল—কাল সারা রাত ঘুম হয়নি।

২৩-৫-১৯১৯

সারাদিন Griffith-এর 'Ajanta' ও Nietzsche-র 'Zarathustra' পড়লুম।

সন্ধ্যায় Arrah থেকে জয়সওয়াল এলেন—অনেক গল্প হল।

২৪-৫-১৯১৯

আজ Bihar-Orissa Research Institute, High Court, Museum ইত্যাদি দেখে এলুম।

স্বজাতার চিঠি পেয়ে জবাব দিলুম।

রাখালবাবুর আসা হঠাৎ স্থগিত হল।

২৫-৫-১৯১৯

আজ সারাদিন জয়সওয়ালের সঙ্গে আমার কিছু work করা নিয়ে পরামর্শ চলল, সন্ধ্যাটা তাঁর জীবনের একটি crisis-এর গল্প শোনালেন।

স্বজাতা রমেশবাবুর স্ত্রী ও গুণময়কে চিঠি লিখলুম।

২৬-৫-১৯১৯

সকালে রাখালবাবুর আসবার কথা এলেন না—ভারি disappointed হলুম—সারাদিন পড়ে Griffith-এর 'অজন্তা' শেষ করে সন্ধ্যায় বিদায় নিয়ে কলকাতা রওনা হলুম।

২৭-৫-১৯১৯

আজ সকালে পৌঁছে স্বজাতার চিঠি পেলুম—দুপুরে খেয়ে বেরিয়ে University এসে জানলুম বাঁকুড়া থেকে আসতে দেরি হয়েছে বলে আমার papers redistributed হয়ে গেছে।

তারপর দ্বিজেনমামার কাছে এসে হিসাব ও কাজের কথা বলে—স্বজাতার সঙ্গে একটু দেখা করে নিশিবাবুর সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ফেরা।

২৮-৫-১৯১৯

সকালে M. N. Bose-এর সঙ্গে দেশের কথা বলে শ্রীশবাবুর কাছে এসে খানিক পড়াশোনা করে খেয়ে—প্রশান্তর FRS confirmed হয়েছে জেনে তাকে congratulate করতে এলুম, তারপর বিচিত্রায় এসে কবির সঙ্গে দেখা—Punjab ও present discontent সম্বন্ধে যে চিঠি পড়লেন, শুনে অবাক। তারপর হিতেনের বিবাহে নিমন্ত্রণ খেয়ে তাতাদার সঙ্গে এসে শোয়া গেল—রাতে গল্প করতে২ ঘুমিয়ে পড়া।

২৯-৫-১৯১৯

সকালটা তাতাদার সঙ্গে Art চর্চা করে দুপুরে ছটুকুকে সঙ্গে করে প্রশান্তকে নিয়ে কবির কাছে এসে গান শেখা—কী চমৎকার সব সুর এসেছে—কান জুড়িয়ে গেল।

তারপর সুজাতার কাছে এসে ৯॥টা পর্যন্ত কাটালুম।

পৃথিবীটা খুব—খুব মিষ্টি বোধ হচ্ছে অনেকদিন পরে।

৩০-৫-১৯১৯

আজ সকালটা নতুন গান চর্চা ও গোকুলকে তার লেখা সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া গেল।

দুপুরে ময়না ও অরুণের চিঠির জবাব দিলুম—পরে আগরওয়ালা এল—তার মোটরে চড়ে কবির কাছে এসে গান শিখে হঠাৎ তাঁর এক নতুন মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

সন্ধ্যাটা মণির কাছে কাটালুম।

৩১-৫-১৯১৯

ভোরে উঠেই কবির কাছে এসে দেখি Chelmsford-কে তাঁর Kt. hood resign দিয়ে এক চিঠি লিখেছেন—শোনালেন, গায়ের রক্ত গরম হয়ে গেল। বিকালে আগরওয়ালার কাছে পড়াতে আসার পথে সুজাতার একখানি চিঠি পেলুম।

১-৬-১৯১৯

সকালে D. C. Ghose রাধিকা লাহিড়ী ইত্যাদি 'অসবর্ণ মুখার্জি'কে সঙ্গে করে আমায় Social Reform League-এর কাজে প্রবৃত্ত হতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

দুপুরে ছাত্র কার্শিয়ং থেকে ফিরবে শুনে তাদের সঙ্গে দেখা করে কবির কাছে এসে সুকুমার আমি প্রশান্ত মিলে গল্প করা গেল—গান কিছু শোনা হল।

২-৬-১৯১৯

সকালে সুজাতার চিঠি পেয়ে 'Paradise Regained' তাকে পড়াবার জন্যে প্রস্তুত হলুম—তার মস্ত চিঠিখানির জবাব লিখে তার হাতে গিয়ে দিলুম—পড়ানো শেষ করে জীবনের কাছে এসে একটু গল্প করে জামাইষষ্ঠীর কাপড় কিনে ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা গেল—এসে রমেশবাবুর স্ত্রীর চিঠি পেলুম।

৩-৬-১৯১৯

সকালে উঠে কষে ব্যায়াম করলুম, শরীরটা আবার চাঙা করে নিতে হবে। তারপর শ্রীশবাবুর সঙ্গে পড়ে ছাত্রের বাড়ি এসে খেয়ে সুজাতাকে পড়াতে এলুম—বিকাল অবধি পড়িয়ে প্রশান্তর ঘরে এসে তাদের সঙ্গে কবির কাছে এলুম—তারপর বিপিনবাবুর সঙ্গে ট্রেনে ফিরে ও তাঁর লেখা শুনে বাড়ি ফেরা।

৪-৬-১৯১৯

আজ দুপুরে সুজাতাকে পড়িয়ে—প্রশান্তর ঘরে এলুম, সেখানে তাকে ও জীবনকে সঙ্গে নিয়ে কবির কাছে এলুম।

Miss Larcher-এর এক মাদ্রাজী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হল।

৫-৬-১৯১৯

ভোরে উঠে ছাত্রের বাড়ি গিয়ে খবর দিলুম সে horous পেয়েছে—তারপর Mayo-তে এসে সারাদিন কাজ করে সুজাতার কাছে এলুম—তাকে পড়িয়ে তাতাদার বাড়ি এলুম—সে দার্জিলিঙ যাচ্ছে।

পথে অজিতদার মা'র সঙ্গে দেখা করে এলুম।

৬-৬-১৯১৯

সকালে শ্রীশবাবুর সঙ্গে পড়া—দুপুরে খুব বৃষ্টি, তার মধ্যে সুজাতার কাছে এসে পড়িয়ে 'Paradise Regained' শেষ করে প্রশান্তর ঘরে এসে গল্প করে বাড়ি ফেরা।

আমার নিজের সম্বন্ধে খানিক গল্প সুজাতার সঙ্গে হল।

৭-৬-১৯১৯

সকালটা শ্রীশবাবুর সঙ্গে পড়া—দুপুরে বেরিয়ে সুজাতাকে পড়িয়ে সটান কবির কাছে এলুম—রাত ৯টা পর্যন্ত গান ও নতুন লেখা শোনা।

আজ 'Paradise Regained' শেষ করা গেল।

৮-৬-১৯১৯

সকালে ছাত্রর বাড়ি গিয়ে অনেকক্ষণ C. C. Ghose-এর সঙ্গে রবির ভবিষ্যৎ আলোচনা করা গেল। তারপর তাদের নিমন্ত্রণ করে এলুম।

আজ দুপুরে সুজাতাকে Coleridge-এর 'Biographia Literaria' পড়ালুম—বিকালে জীবন ও কিরণ এল—সন্ধ্যাটা গানে-গল্পে সকলে কাটানো গেল।

৯-৬-১৯১৯

আজ থেকে Spencer-এর 'Faerie Queen' সুজাতাকে পড়াতে আরম্ভ করলুম।

সন্ধ্যায় রবি ও তার ভায়েদের খাওয়ানো গেল—জীবনও এল, রাতে থেকে গেল।

ময়নার চিঠি পেলুম।

১০-৬-১৯১৯

আজ দুপুরে সুজাতাকে পড়িয়ে খুব ক্লান্তি লাগল দেখে কবির কাছে এলুম। দ্বিজেন-মামা এসেছিলেন, অনেক গান শেখা গেল। কাল নতুন লেখা শোনাবেন বললেন।

১১-৬-১৯১৯

সকালে সটান দুর্গার শ্বশুর বাড়ি এসে তাঁর মামাশ্বশুরকে নিয়ে Mayo এসে দ্বিজেনমামাকে দেখিয়ে ভর্তি করানো গেল. তারপর League-এর কিছু কাজ করে খেয়ে সুজাতার কাছে এলুম, তাকে পড়িয়ে কবির সভায় এসে নতুন গদ্য কাব্যগুলি শোনা গেল—অপূর্ব! তারপর গান চলল; আমার গানের খাতাখানা সীতা-নিয়ে গেল।

প্রশান্তর সঙ্গে ফিরে গিরিভির চিঠির বিষয়ে কথা হল।

১২-৬-১৯১৯

আজ সুজাতাকে পড়িয়ে মণির কাছে এলুম—রাত ৯॥টা পর্যন্ত তার সঙ্গে গল্প করে গান শিখিয়ে বাড়ি ফেরা।

লাবণ্যর চিঠি পেলুম, খাশুড়ীর সঙ্গে একত্র থাকতে রাজি হয়েছেন।

১৩-৬-১৯১৯

সকালে উমেশ সিং এসে হাজির, Medical Collage-এ ভর্তি হতে এসেছে, বিলেত যাওয়া এখন হল না!

সুজাতাকে পড়িয়ে সটান জোড়াসাঁকো এলুম—আরো দুটো নতুন গদ্যকাব্য

লেখা হয়েছে, কবি শোনালেন ও কাল চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন, তারপর প্রশান্তর সঙ্গে ফিরলুম।

লাবণ্যর চিঠি পেলুম—কবির সঙ্গে কথা হল, নেপালবাবুও ছিলেন।

১৪-৬-১৯১৯

আজ সকালে রবিকে syllabus করে দিলুম পড়বার—তারপর শ্রীশবাবুর সঙ্গে পড়ে সুজাতার কাছে পড়াতে এলুম—আজ কবি চা খেতে ডেকেছেন তাই সকাল ২ বেরিয়ে তাঁর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে বালিগঞ্জে প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি এসে, সেতার শুনে জীবনের সঙ্গে ফেরা গেল।

১৫-৬-১৯১৯

সকালটা রবির ভবিষ্যৎ নিয়ে তার পিতা ও পিতামহের সঙ্গে কথা হল—আমায় ডেকেছিলেন—তারপর খেয়ে শিবপুরে এসে দেখি কড়ীলাল আবার মহা গোলমাল বাঁধিয়েছে—জ্যৈষ্ঠ মাসের ভাড়া নিয়ে সুজাতার কাছে এলুম, তাকে পড়িয়ে জীবনের কাছে আসতে সে ধরে নিয়ে গেল রামানন্দবাবুর বাড়ি—আমার সন্ধান হয়েছে—নতুন গান শোনাবার ও শেখাবার জন্যে। রাত ৯টা পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে সমালোচনার জন্যে কিছু বই নিয়ে জীবনের সঙ্গে hotel-এ খেয়ে বাড়ি ফেরা।

১৬-৬-১৯১৯

দুপুরে সুজাতার কাছে এসে তাকে পড়িয়ে একটা লেখা দিয়ে—কথা বলে কবির কাছে এলুম—তিনি যেন আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন—নতুন আরো দুটি লেখা শোনালেন ও 'জালব না' গানটি শেখালেন—কাল বোলপুর যাচ্ছেন—প্রণাম করে ফিরলুম।

১৭-৬-১৯১৯

আজ দুপুরে সুজাতাকে পড়ালুম—জীবনের খবর নিতে বললে—এসে দেখি সে গোবরডাঙা গেছে।

সন্ধ্যায় অজিতের মা'র সঙ্গে দেখা করে কথা বলে এলুম ও খুদুকে সুশীলের খবর আনতে বলে এলুম।

১৮-৬-১৯১৯

দুপুরে সুজাতাকে পড়িয়ে সুকুমারের বাড়ি এলুম—টুলু দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এসেছে—হিতেনও ছিল—নতুন গান শোনানো গেল—বেশ জমল।

বিকালে জীবন এসে মানিকতলায় আমার ছাতা দিয়ে গেল। Miss Larcher আজ কিছু ছবি দেখালেন, তাঁকে 'Roads to Freedom' দিয়ে এলুম।

১৯-৬-১৯১৯

সকালে Mayo-তে এসে লীলামামীর সঙ্গে দেখা করে League-এর কাজ সেরে সুজাতার কাছে এলুম—খানিক পড়াতে মণি এল—তার সঙ্গে গল্প করে—সন্ধ্যায় সুজাতার সঙ্গে ছাদে একটু বেড়িয়ে আগরওয়ালার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরা।

আজ Spencer-এর 'Faerie Queen' শেষ হল।

২০-৬-১৯১৯

আজ সকালে ভাণ্ডারকার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে Foucher ফেরত দিলুম—তারপর ছাত্রর বাড়ি হয়ে—বাড়ি ফিরে খেয়ে Imperial Library-তে এসে সুরেনবাবুর সঙ্গে কথা—সেখান থেকে সুজাতার কাছে এসে—তাকে পড়িয়ে আগরওয়ালার কাছে এলুম—কথা হল।

আজ Swinburne-এর 'Atalanta' শুরু করা গেল।

২১-৬-১৯১৯

সকালে রায়বাহাদুরের সঙ্গে ও C. C. Ghose-এর সঙ্গে রবির সম্বন্ধে শেষ কথা হয়ে গেল, ইংরাজিতে M. A. পড়বে।

D. C. Ghose-এর সঙ্গে গল্প করা গেল—এক document দেখালেন।

তারপর Imperial Library এসে রামানন্দবাবুর জন্যে notes নিয়ে সুজাতার কাছে এলুম—৮টা পর্যন্ত পড়িয়ে বাড়ি ফেরা গেল—শরীরটা খারাপ লাগছে। মণির সঙ্গে দেখা হল।

২২-৬-১৯১৯

আজ দুপুরে সুজাতার কাছে এলুম—জীবন এল—তার সঙ্গে রামানন্দবাবুর বাড়ি এসে Politics চর্চা করে সীতা-শান্তাকে গান শিখিয়ে ফেরা গেল।

২৩-৬-১৯১৯

আজ দুপুরে বেরিয়ে সুজাতাকে পড়াতে এলুম—মণি এসেছিল—কথা হল—Miss Larcher-এর সঙ্গে art চর্চা হল—তারপর ছাত্র পড়িয়ে ফেরা গেল।

২৪-৬-১৯১৯

দুপুরে বেরিয়ে Imperial Library-তে এলুম—বই-এর খোঁজ করে—নেপাল-বাবুর সঙ্গে পথে কথা বলে—S. K. Roy-এর সঙ্গে কথা বলে সুজাতাকে পড়াতে এলুম—জীবন এল Mayo-র খবর দিলে, তারপর ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরা।

২৫-৬-১৯১৯

সকালে Mr. Chatterjeeকে দেখে এলুম, তারপর বীরেনের কাছে এলুম। দুপুরে গোকুল এল। তার নতুন লেখা নিয়ে আলোচনা করে সুজাতাকে পড়াতে এলুম—সন্ধ্যায় খুব জল এল—৮॥টা পর্যন্ত পড়িয়ে অরুণের খোঁজে বেরিয়ে অনেক ঘুরে দেখা করে ফেরা—ভারি শ্রান্তি!

২৬-৬-১৯১৯

সকালে বেরিয়ে Mayo-তে এসে কাজ করে লীলামামীমাকে গান শিখিয়ে সুজাতাকে পড়াতে এলুম—মণিও এসেছিল—আজ 'Atalanta' শেষ করা গেল। তারপর মণিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফেরা গেল।

২৭-৬-১৯১৯

আজ ভারি শরীরটা খারাপ লাগছিল—সুজাতা জোর করে কুইনিন খাওয়ালে—মণি এসেছিল—তারও শরীর ভালো নয়।

ননী মজুমদার Fleet-এর, 'Gupta Inscription' দিয়ে গেল।

২৮-৬-১৯১৯

আজ সকালে ভাণ্ডারকারের বাড়ি গিয়ে গল্প করে ননীর সঙ্গে ফেরা গেল—দুপুরে সুজাতার কাছে পড়ে University এসে ভাণ্ডারকারের সঙ্গে আমার কাজ সেরে সতীশের সঙ্গে দেখা করে ছাত্রর বাড়ি এসে মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

আজ থেকে Landor পড়াতে শুরু করলুম।

রাতে রমেশবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে গান শোনানো গেল।

২৯-৬-১৯১৯

সকালে Sir Asutosh-এর জন্মতিথি উৎসবে যোগ দিয়ে B. L. Mitter-এর কাছে এলুম—ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়োবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হল—তারপর সুজাতার কাছে এসে Quiller Couch শেষ করে Landor একটা পড়ে ছাদে বসে খানিক গল্প করে বাড়ি ফেরা।

৩০-৬-১৯১৯

আজ দুপুরে এসে সুজাতাকে পড়িয়ে—Scott, Landor, 'Henry VIII' ও 'Anne Bolyen'—বাড়ি এলুম। D.C. Ghose অপেক্ষা করছিলেন—রাত ৯॥টা পর্যন্ত নানা বিষয়ে তাঁর personal কথাবার্তা শোনা গেল। বেশ ভাব জমছে।

১-৭-১৯১৯

সকালটা শ্রীশবাবুর সঙ্গে পড়ে ছাত্রর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেলুম—খেয়ে তার বই কিনবার direction দিয়ে অরুণ ও চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। তারপর সুজাতার কাছে এসে তাকে পড়িয়ে খানিকক্ষণ চন্দ্রশেখর দেখে বাড়ি এলুম।

২-৭-১৯১৯

আজ সুজাতাকে পড়িয়ে সন্ধ্যাটা তার সঙ্গে ছাদে বসে খানিক গল্প করা গেল। তারপর জীবনের কাছে এসে নড়ালের হেডমাস্টারির খবর দিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

৩-৭-১৯১৯

দুপুরে সুজাতার কাছে পড়াতে এসে দেখি জীবন এসেছে, তার চাকরির কথা সেরে—সুজাতাকে পড়িয়ে—একটু রাস্তায় বেড়িয়ে ফিরে এলুম—এসে নিমন্ত্রণ বিভ্রাট।

৪-৭-১৯১৯

আজ সকালটা শ্রীশবাবুর সঙ্গে পড়ায় ও গল্পে কাটিয়ে তাঁকে ও কুসুমবাবুকে সঙ্গে নিয়ে খাওয়া গেল, তারপর S. K. Roy-এর সঙ্গে Small Causes court ও পুলিস court-এ অধরবাবুর দরুন চাঁদা তোলার বন্দোবস্ত করে Imperial Library-তে এসে পড়ে সুজাতাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে এলুম।

৫-৭-১৯১৯

সকালে B. L. Mitter-এর বাড়ি গিয়ে বীরেনের পড়ার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে ও জীবনের চাকরির জোগাড় করে C. C. Ghoseকে Congratulate করতে এলুম। তিনি Highcourt Judgeship পেয়েছেন—তারপর D. C. Ghose-এর সঙ্গে গল্প করে খেয়ে সুজাতার কাছে এলুম, মণি এল। পড়ানো খানিক সেরে মণিকে বড়কুর বিবাহে দিয়ে রামানন্দবাবুকে Paul-এর 'History' দিয়ে আবার সুজাতার কাছে এসে পড়া সেরে ভিজতে ২ বাড়ি ফেরা গেল।

'Cambridge History of Literature' আজ দেখা শেষ হল।

৬-৭-১৯১৯

আজ সুজাতাকে পড়িয়ে সন্ধ্যায় তার বন্ধু গিরিডী স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রীকে গান শুনিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

৭-৭-১৯১৯

আজ সুজাতাকে তার খাতা ফেরত দিলুম—কিছু কথা হল—তারপর সুকুমারের বাড়ি এসে অনেক রাত পর্যন্ত নানা কথা বলে ফেরা গেল।

৮-৭-১৯১৯

আজ প্রথম কলেজ খুলল—সকলের সঙ্গে দেখা—তারপর সুজাতার জন্যে Elton ও অন্যান্য বই নিয়ে এলুম—পড়া আরম্ভ করে—Landor শেষ করে বাড়ি ফেরা, ভারি শ্রান্তি!

৯-৭-১৯১৯

আজ প্রথম Ist yearকে address করলুম—তারপর সুজাতার কাছে এসে তাকে পড়িয়ে—তার ভাই অশোকের নম্বর জানবার জন্যে অতীশ ঘোষের বাড়ি হয়ে বৌবাজারে রাজাবাবুর memorial meeting-এতে এলুম—তারপর ঠাকুমার কাছে এসে দাদাবাবুর কাছে গল্প করে—খেয়ে বাড়ি ফিরলুম।

ভয়ানক লাগছে!

১০-৭-১৯১৯

সকালে গোকুল এল—তার সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে খানিক আলাপ করা গেল,

তারপর কলেজ সেরে—University এসে অশোক বসুর mark নিয়ে—সুজাতার কাছে এলুম—সে আজ রাতের গাড়িতে গিরিডী যাচ্ছে—তাকে পড়িয়ে কিছু কথা বলে—বাড়ি ফিরলুম—পথে আকাশ ভেঙে জল এল।

অসহ্য বোধ হচ্ছে!

১১-৭-১৯১৯

কলেজের পর ছাত্র পড়িয়ে প্রশান্তর ঘরে এলুম—তার সঙ্গে রাত ৯টা পর্যন্ত নানা কথা কয়ে ফেরা গেল।

১২-৭-১৯১৯

আজ দুপুরে Imperial Library থেকে সুজাতার জন্যে কিছু বই নিয়ে—ছাত্রর বাড়ি হয়ে প্রশান্তর কাছে এলুম—তার প্রবন্ধ শুনে—বড়কুর বৌভাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরা গেল।

মায়ার সঙ্গে দেখা হল—একদিন যেতে বললে।

১৩-৭-১৯১৯

সকালে ছাত্রর বাড়ি গেলুম—C. C. Ghose রবিকে পড়াতে বললেন—সে-সম্বন্ধে কথা বলে বাড়ি এলুম—সন্ধ্যায় বেরিয়ে মণির কাছে এসে রাত ৯॥টা পর্যন্ত নানা বিষয়ে কথা বলে ফিরলুম।

১৪-৭-১৯১৯

আজ দুপুরে সুজাতা এসে কলেজে চিঠি পাঠালে—তাকে পড়াতে এলুম—পড়িয়ে ছাত্রর বাড়ি হয়ে ফেরা গেল।

১৫-৭-১৯১৯

আজ সকালে দিদিমণিদের শিবপুর যাওয়া ঠিক্ করে কলেজ এসে পড়িয়ে সুজাতার কাছে এলুম—তার সঙ্গে ৮টা পর্যন্ত পড়ে বাড়ি ফিরলুম। Coleridge আজ থেকে শুরু করা গেল।

আজ C. C. Ghose High Court Bench-এ বসলেন।

১৬-৭-১৯১৯

আজ কলেজের পর সুজাতাকে পড়িয়ে ঠাকুরবাড়ি এসে গোপালবাবুর হাতে ১০০০্ টাকা জমা দিলুম পতিসর ব্যাঙ্কে রাখবার জন্যে 7% সুদে।

তারপর ছাত্র পড়িয়ে মণিদের বাড়ি এসে খুব যত্নের খাওয়া বহুদিন পরে খেলুম—প্রাণটা ভরে উঠল।

১৭-৭-১৯১৯

আজ কলেজের পর নির্মলের বাড়ি এসে চা খেয়ে—মণি হঠাৎ কাল ভাগলপুর যাচ্ছে খবর পেলুম, তার সঙ্গে বহুকষ্টে দেখা করে ফেরা গেল।

চন্দ্রার অসুখের খবর পেয়ে অরুণকে ও লাবণ্যকে চিঠি লিখলুম।

১৮-৭-১৯১৯

কলেজের পর সুজাতাকে পড়িয়ে সাহিত্যসভায় preside করে তাতাদার বাড়ি এলুম—কাপড় ছেড়ে party-তে যোগ দেওয়া গেল—রাত ১১টা পর্যন্ত মজলিস চলল, তারপর তাতাদার সঙ্গে রাতটা কাটানো গেল।

১৯-৭-১৯১৯

সকালটা তাতাদার শালীকে ও টুলুকে নতুন গান শেখানো গেল—দুপুরে ওখানে খেয়ে সুজাতার কাছে এসে তাকে পড়িয়ে ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম—এসে ময়নার চিঠি পেলুম. খুব বৃষ্টি নামল।

২০-৭-১৯১৯

সকালে শ্রীশবাবুকে পড়িয়ে শিবপুরে এসে সকলের সঙ্গে দেখা করে—দিদিমণির ফেরার বন্দোবস্ত করে সুজাতাকে পড়াতে এলুম—তারপর সুকুমারের কাছে এসে—বুবা, আমি, মণি, সুকুমার মিলে All Comics দেখে ঠাকুমার কাছে এসে খেয়ে বীরেনের সঙ্গে ফেরা গেল।

আজ Coleridge-এর 'Christabel' শেষ করা গেল।

২১-৭-১৯১৯

সকালে C. C. Ghose-এর সঙ্গে কথা বলে রবির কাছ হয়ে কলেজ এলুম—

মণিকে ও ময়নার জবাব দিয়ে সুজাতার কাছে এলুম—আজ অনেকক্ষণ পড়া হল—Shelley's 'Intellectual Beauty' ও 'Alastor' শেষ হল।

রাতে বৌবাজারে এসে ছোড়দা ও মিককাকার সঙ্গে খাওয়া গেল ও কিছু কথা হল।

২২-৭-১৯১৯

আজ দুপুরে সুজাতা কলেজে বই পাঠালে—জবাব দিয়ে কাজ সেরে বিকালে তাকে পড়াতে এলুম—Shelley's 'Witch of Atlas' দুজনে শেষ করা গেল—ভারি ভালো লাগল—তারপরে সুকুমারের সঙ্গে প্রশান্তর ঘরে এসে খানিক গল্প করে ছাত্রর কাছ হয়ে ফেরা গেল।

সকালে গোকুল এসে খবর দিলে বাবলীর খুব অসুখ দার্জিলিঙে। দ্বিজেনমামা গেছেন।

২৩-৭-১৯১৯

আজ কলেজের পর সুজাতার কাছে এসে Sensitive plant ইত্যাদি পড়া গেল —তারপর ছাত্রর বাড়ি হয়ে ফেরা—ভারি শ্রান্তি লাগছে—বাড়ি ফিরে মণির চিঠি পেলুম।

২৪-৭-১৯১৯

আজ সুজাতাকে Shelley ও Coleridge শিখিয়ে একটা Comparative Study করে—ছাত্র পড়িয়ে Mayo-তে এসে লীলামামীমার সঙ্গে দেখা করলুম—কাল সকালে বাবলীকে নিয়ে দ্বিজেনমামা আসছেন।

২৫-৭-১৯১৯

আজ কলেজের পর সুজাতার কাছে এসে পড়াতে আরম্ভ করলুম—Shelley আজ শেষ হবে—'Epipsychidion' দিয়ে শেষ করা গেল—বিকালে সুশোভন এল—তার সঙ্গে ইতিহাসচর্চা করে ছাত্র পড়িয়ে ফেরা গেল।

পথে Mayo-তে বাবলীকে দেখে এলুম—আজ গোকুল রাতে থাকল।

২৬-৭-১৯১৯

সকালটা শ্রীশবাবুকে পড়িয়ে ছাত্রর কাছে এলুম—C. C. Ghose-এর সঙ্গে গল্প

করে রবিকে পড়িয়ে খেয়ে সুজাতার কাছে এলুম। আজ Miss Larcher Dr. Sarkar-এর বাড়ি ছিলেন—অনেকক্ষণ পড়িয়ে ফিরলুম। জীবন মধ্যে দেখা করে গেল।

তারপর Mayo-তে এসে রাতে বাবলীকে attend করলুম—সুরেনমামাও ছিলেন—আজ খারাপ turn নিলে। Keats-এর গল্পগুলি পড়া গেল।

২৭-৭-১৯১৯

সকালে Mayo থেকে বেরিয়ে শিবপুরে এলুম—বাড়ি মেরামতের বন্দোবস্ত করে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করে সুকুমারের কাছে এসে আড্ডা দিয়ে সুজাতাকে পড়াতে এলুম—জীবন এল—খানিক গল্প করে—রাত ৯টা পর্যন্ত পড়িয়ে সুধাংশুকে দেখে বাড়ি ফেরা।

২৮-৭-১৯১৯

সকালে ছাত্রর বাড়ি এসে গল্প করে—C. C. Ghose-এর সঙ্গে কথা বলে কলেজ এলুম—তারপর সুজাতার কাছে এসে 'Hyperion' শেষ করা গেল—বিকালে প্রশান্ত নিমন্ত্রণ করতে এল—তার সঙ্গে বেরিয়ে—তার ঘরে মুখ ধুয়ে শোভার বাড়ি এলুম—তার পাস-এর নিমন্ত্রণ খেয়ে ছাত্র পড়িয়ে ফেরা গেল।

২৯-৭-১৯১৯

আজ কলেজের পর সুজাতাকে পড়িয়ে প্রশান্তর বাড়ি নিমন্ত্রণে আসা গেল—খেয়ে জীবনের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ফেরা।

৩০-৭-১৯১৯

আজ কলেজের পর সুজাতাকে Byron পড়িয়ে—Mayo-তে এসে জীবন ও আমি রাত কাটালুম। বাবলী ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।

৩১-৭-১৯১৯

সকালে Mayo থেকে কলেজ এসে পড়িয়ে সুজাতার কাছে এসে 'Vision of judgement' শেষ করা গেল—VI paper একরকম শেষ হল।

১-৮-১৯১৯

কলেজের পর সুজাতার কাছে এলুম—তার শরীর খারাপ হয়েছে—Bacon পড়তে আরম্ভ করা গেল—দোতলার ঘরে—মধ্যে জীবন এসে তাকে যে নতুন ছাত্র জোগাড় করেছি তার কথা জেনে গেল। রাতে Mayo-তে এসে আবার দুজনে দেখা—বাবলীর অবস্থা ভালো না। গোকুলও এসেছে, তার সঙ্গে কথা হল।

২-৮-১৯১৯

সকালে শ্রীশবাবুর সঙ্গে খানিক পড়ে ছাত্রর কাছে এলুম। D. C. Ghose এলেন—পড়া সম্বন্ধে খানিক কথা বলে মুরলীকে Direction দিয়ে বাড়ি এলুম। উমেশকে খাইয়ে সুজাতার কাছে এলুম—তার শরীরটা ভালো নেই—Bacon পড়া গেল। তারপর ছাদে একটু বেড়িয়ে সুকুমারের কাছে এলুম। কাল কবির কাছে সকালে খাবার কথা ঠিক হল।

৩-৮-১৯১৯

সকালে বিচিত্রায় এসে শুনি কবি অসুস্থ। অবনীবাবু তাঁর 'যাত্রা' শোনালেন। তারপর কবিকে দেখে তাতা ও টুলুর সঙ্গে আমি ও বুবা এসে সারাদিন কাটানো গেল। বিকালে বেড়িয়ে উমেশের present কিনে সুজাতার কাছে এসে ৯॥টা পর্যন্ত পড়া গেল: Bacon's 'Essays' ও Meyer's 'Wordsworth'।

তারপর উমেশকে attache case উপহার দিয়ে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

৪-৮-১৯১৯

সকালে ছাত্রকে পড়ালুম। প্রথম 'Atalanta'-র ভূমিকা হিসাবে Swinburne's place in eng. literature—discuss করা গেল। কলেজের কাজ সেরে দুপুরে সুজাতার কাছে এলুম। আজ Miss Larcher Dr. Sarkar-এর বাড়ি গেছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত সুজাতার সঙ্গে পড়ে 'Bradley' ও Keats' 'Sonnets', ক্ষিতিমোহনের 'রবিদাস' শুনে—প্রশান্তর সঙ্গে খানিক গল্প করে Mayo-তে এলুম। সারা রাত যমে-মানুষে টানাটানি! আজ অনেক বই সুজাতা ফেরত দিলে।

৫-৮-১৯১৯

সকালে প্রাণকৃষ্ণবাবু এসে দেখে গেলেন—তাঁর সঙ্গে মোটরে বেরিয়ে নীলরতন-

বাবুকে খবর দিয়ে এলুম—তিনি এসে দেখে গেলেন—আজ সকালে হঠাৎ বাবলী আমায় ডাকলে—জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করলে।

কলেজে এসে পড়িয়ে সুজাতার কাছে এলুম—তার কাছে খেয়ে Coroner's Court-এ এলুম—সেখান থেকে বেবীদের বাড়ি এসে তার বিবাহের গানের প্রোগ্রাম ঠিক করে বাড়ি ফেরা—ভয়ানক শ্রান্তি।

সকালে কবিকে দেখে এলুম—একটু ভালো আছেন।

রাখালবাবুকে চিঠি দিলুম।

৬-৮-১৯১৯

আজ কলেজের পর সুজাতার কাছে এলুম—জীবন এল—আজ রাতে Mayo-তে থাকবে বললে। এসে প্রথম শুনলুম বাবলী ভালো আছে—এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল। Hadows' 'Age of Chaucer' সুজাতার সঙ্গে পড়া গেল।

৭-৮-১৯১৯

আজ সকালে Mayo-তে খেয়ে কলেজ এলুম—প্রথম III yr. meet করা গেল—তারপর সুজাতার কাছে এসে Elton পড়ে Hadows' Chaucer কিছু পড়ে আশুকে Logic দিয়ে বাড়ি ফেরা গেল।

৮-৮-১৯১৯

সকালে রবিকে পড়িয়ে আজ কলেজের পর সুজাতাকে পড়াতে এলুম, Courthope আরম্ভ করা গেল—Wordsworth to Byron শেষ করে ছাদে একটু বেরিয়ে—আগরওয়ালার কাছে এলুম। সেখান থেকে Mayo-তে এসে জীবনের সঙ্গে গল্প করে রাত কাটানো গেল।

৯-৮-১৯১৯

সকালে রবিকে পড়িয়ে খেয়ে Wann Hostel এলুম—'জাতি ও জাতি সংঘ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও আলোচনা—সভাপতির অভিভাষণ সেরে সুজাতার কাছে এলুম। Miss Larcher ড. সরকারের বাড়ি গিছলেন—রাত ৯টা পর্যন্ত পড়ে ফিরলুম। পরে রমেশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে গান শুনিয়ে এলুম।

১০-৮-১৯১৯

সকালে রবিকে পড়িয়ে খেয়ে Mayo-তে এলুম—League সম্বন্ধে Conference

সেরে প্রশান্তের ঘরে এসে তার অনেক কথা শোনা গেল, তারপর বেবীর বিবাহের গানের অনুবাদ দুজনে revise করে সুজাতাকে পড়াতে এলুম—Abbot's 'Bacon' পড়া গেল। তারপর আগরওয়ালার ঝুলন দেখে ফেরা।

১১-৮-১৯১৯
আজ কলেজের পর সুজাতার কাছে এসে 'Bacon' পড়া গেল—খুব বৃষ্টি এল—বেবীর বিবাহে যাওয়া প্রায় হয় না। ৭টায় একটু ধরতে word making খেলে নিমন্ত্রণে এলুম।

১২-৮-১৯১৯
আজ কলেজের পর সুজাতাকে পড়িয়ে খানিক ছাদে বেরিয়ে Dr. Sarkar-এর দ্বিতীয় কন্যাদায় উদ্ধার করে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরা গেল—মায়ার সঙ্গে দেখা ও কথা হল।

১৩-৮-১৯১৯
আজ সকালে মণি ও ময়নাকে চিঠি লিখলুম—কলেজে কাজ সেরে সুজাতার কাছে এলুম Shelley's 'Defence of Poetry' নিয়ে—খানিক পড়ে League office examine করে আবার এসে পড়িয়ে ফিরলুম।

১৪-৮-১৯১৯
আজ সকালে রবিকে History of Literature-এর syllabus করা শেষ হল—তারপর কলেজের কাজ সেরে সুজাতার কাছে এলুম ও 'Defence of Poetry' চলল—মধ্যে বিকালে League-এর meeting সেরে আবার এসে সুজাতার কাছে Shelley শেষ করা গেল। তার শরীরটা ভারি খারাপ যাচ্ছে।

১৫-৮-১৯১৯
সকালে Modern-এর জন্য বই review করে কলেজে এসে পড়িয়ে সুজাতার কাছে এলুম—Hamlet revise করে দেখা গেল। সন্ধ্যায় একটু ঘুরে জীবনের খবর নিয়ে এসে আবার সুজাতার কাছে এলুম ও রাত ৯টা পর্যন্ত পড়িয়ে ফেরা গেল।

আজ প্রাণকৃষ্ণবাবুর কাছে সে prescription করে আনল আমার তাড়া খেয়ে।

১৬-৮-১৯১৯

আজ সকালে শ্রীশবাবু ও ছাত্রকে পড়িয়ে বাড়ি এসে Modern Review-র জন্ম লেখা শেষ করে চারুবাবুকে দিয়ে প্রশান্তর সঙ্গে গল্প করে তার Act III প্রসঙ্গে শুনে সুজাতার কাছে এলুম। Philasterটা revise করে দুজনে খানিক ছাদে বেড়ালুম—তারপর Mayo-তে এসে দ্বিজেনমামার সঙ্গে কাজ করে শুয়ে পড়া গেল।

১৭-৮-১৯১৯

ভোরে বাবলীর সঙ্গে দেখা করে সমাজে এসে দেখি সুকুমার অসুস্থ, উপাসনা হল না—প্রশান্তর ঘরে খানিক গল্প করে তাতার কাছে এসে দুপুরটা কাটিয়ে সুজাতার কাছে এলুম—আজ Elton শেষ করে Institute-এ সংগীত পরিষদের meeting attend করে ফেরা গেল।

১৮-৮-১৯১৯

সকালে শ্রীশবাবু এলেন। খানিক পড়ে ছাত্রকে পড়িয়ে হিতেনের অফিসে এলুম ও বুবা ও তাকে সঙ্গে নিয়ে Mackenzie Lyall-এর sale-এর বই দেখে সটান সুজাতার কাছে এলুম। তাকে পড়িয়ে—একটু ঝগড়া করে সন্ধ্যায় বেড়িয়ে অরুণ-বাবুর কাছে এসে তার বিলাত যাওয়ার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে আগরওয়ালার সঙ্গে দেখা করে ফেরা গেল।

শেষ notes পড়া যাচ্ছে।

১৯-৮-১৯১৯

সকালে রমেশবাবুর কাছে গিয়ে Orientalist Congress (Poona-তে) যাওয়া ও সঙ্গে Kashmir-Rajputana ঘুরে আসা যায় কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ করে কলেজে আসার পথে এক কাশ্মীরী motor driver-এর কাছে সব খবর পেলুম। —পরে কলেজ সেরে সুজাতার কাছে এসে পড়া। শ্রান্তি বোধ হতে দুজনে বেড়িয়ে আগরওয়ালার জন্মাষ্টমী উৎসব দেখে ফেরা গেল।

২০-৮-১৯১৯

কলেজের পরে সুজাতাকে পড়াতে এলুম। পড়াতে ২ হঠাৎ এককথায় দুজনে ঝগড়া! জীবন, শচী বেড়াতে এল—তারা চলে গেলে আমিও চলে এলুম। শরীর ভারি খারাপ লাগছে।

মণির প্রকাণ্ড চিঠি পেলুম।

২১-৮-১৯১৯

সকালে ছাত্রকে পড়ানো গেল। বিকালে সুজাতাকে পড়াতে এলুম—Prelude পড়া গেল—তারপর ভারি অবসাদ নিয়ে ফিরলুম।

মণিকে জবাব দিলুম।

২২-৮-১৯১৯

কলেজের পরে এসে সুজাতার সঙ্গে Coleridge আরম্ভ করা গেল—সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়ে League office হয়ে—আবার পড়াতে এলুম। ৯টা পর্যন্ত পড়িয়ে ফেরা। মণির চিঠি সুজাতা পড়তে চাইলে।

২৩-৮-১৯১৯

সকালে রবিকে প্রথম Poetry পড়াতে শুরু করলুম—Wordsworth-এর 'Tinturn Abbey' খুব জমল। তারপর Modern Review Office এসে চারু-বাবুর সঙ্গে সুনীতির farewell-এর বন্দোবস্ত করে সুজাতার কাছে এলুম। ঝগড়া এক নিমেষে মিটে গেল। শরীরটা খারাপ লাগছিল-॰ জোর করে ওষুধ খাওয়ালে। Coleridge, Wordsworth শেষ করে ফেরা গেল।

২৪-৮-১৯১৯

সকালে ছাত্রকে পড়িয়ে খেয়ে সুজাতার কাছে এলুম—Chaucer-এর notes শেষ করে—তাতাদার বাড়ি এসে বুবা, ছিতেন রথীবাবু ইত্যাদির সঙ্গে গল্প করে আবার সুজাতার কাছে এসে নটা পর্যন্ত পড়িয়ে Hazlitt—শেষ করে আগর-ওয়ালার উৎসবে এসে গানের মজলিসে রাত কাটিয়ে দেওয়া গেল। শেষ রাতে তার motor-এ বাড়ি পৌঁছে দিলে।

২৫-৮-১৯১৯

সকালে প্রথম ১২টায় সুজাতার কাছে এসে পড়িয়ে Honours class সেরে আবার এসে পড়িয়ে প্রশান্তর ঘরে এসে রমেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তাতার বাড়ি এসে সুনীতি-বাবুকে farewell দেওয়া গেল—হঠাৎ খোদন এসে হাজির হয়েছে।

Raleigh's 'Shakespeare' শেষ করা গেল।

২৬-৮-১৯১৯

কলেজের পর সুজাতার কাছে এসে খানিক পড়িয়ে সুনীতিবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে আবার সুজাতার কাছে এসে পড়িয়ে ৮টা পর্যন্ত ছাদে বেড়িয়ে ছুটে Mrs. Urquhart-এর dinner-এ এলুম। ১০॥টা পর্যন্ত নানা আলোচনা করে গাড়ি করে বাড়ি ফেরা।

২৭-৮-১৯১৯

সকালে কলেজে I yr. নিয়েই সুজাতার কাছে এলুম। Coleridge-এর শেষ summary করে—আবার কলেজে এসে Honours Class নিয়ে ফের সুজাতার কাছে এলুম। Miss Larcher ও মনীষা B. C. Ghose-এর বাড়ি গেলেন। রাত ৯টা পর্যন্ত সুজাতাকে Dowden পড়িয়ে আগরওয়ালার কাছে এলুম—তার সঙ্গে কথা কয়ে ভয়ানক বৃষ্টি দেখে বাড়ি ফিরলুম। Mayo-তে যাওয়া হল না।

২৮-৮-১৯১৯

আজ III yr.-এর ছেলেরা আমার V.I. Smith-এর criticism খুব appreciate করলে। তারপর Social Service Union-এর meeting সেরে সুজাতার কাছে এলুম—Keats revise করা গেল—'Lamia' নিয়ে তর্ক হল। নেপাল এসে পড়ল। Miss Larcher বাইরে ছিলেন—এলেন। তারপর Mayo-তে এসে দেখি দ্বিজেনমামা, খোদন কাল থেকে অপেক্ষা করছেন, রাতটা থেকে গেলুম।

২৯-৮-১৯১৯

সকালে উঠে খোদনকে তার Graham Co.-এতে Rs 3000/- (Double Endowment)-এর policy সই করলাম। তারপর বাবলীকে গান শুনিয়ে কলেজ সেরে সুজাতাকে পড়াতে এলুম—'Areopagitica' পড়া গেল দুজনে—খুব ভালো লাগল।

তারপর ব্রজবাবুকে শিবপুরের দরুন বাকি tax দিয়ে ফিরলুম।

৩০-৮-১৯১৯

সকালে ছাত্র পড়িয়ে খেয়ে Graham Co. medical examinor-কে বৃথা খুঁজে সুজাতার কাছে এলুম—'Areopagitica' শেষ করে খানিক আলোচনা করে মিনার্ভা থিয়েটারে এসে 'মিশরকুমারী' দেখে খোদনের সঙ্গে Mayo-তে এসে শুয়ে পড়া গেল।

৩১-৮-১৯১৯

সকালটা নিশিবাবু, দ্বিজেনমামা মিলে League-এর annual meeting-এর বন্দোবস্ত করে খেয়ে medical examination দিতে খোদনের সঙ্গে এলুম। সেখান থেকে সুজাতার কাছে এলুম—'Hamlet' পড়া গেল। তারপর Miss Larcher-এর সঙ্গে music-এর theory সম্বন্ধে আলাপ করে তাতার বাড়ি এসেই দেখি খোদনের would-be-র সঙ্গে interview! আমায় গান করতে হল আসর জমাতে!

১-৯-১৯১৯

সকালে রবিকে পড়িয়ে ফিরে দেখি গোকুল অপেক্ষা করছে—ছোটোমাসি যায় যায়!

খেয়ে বেরিয়ে সুজাতার কাছে ১২টায় এলুম—প্রায় ২॥টা পর্যন্ত নানা আলোচনা করে honours class পড়িয়ে চৌধুরীকে routine করে দিয়ে তাতাদার বাড়ি হয়ে সকলে club-এ আসা গেল। চারুবাবু গণেশের কুষ্টি পাতলেন—তারপর গান খুব জমল—পরে জীবনের এক নতুন মাস্টারি ঠিক করে ফিরলুম।

২-৯-১৯১৯

আজ কলেজের পর সুজাতার কাছে গিয়ে দেখি সুজাতা অসুস্থ। অল্প একটু পড়ে League-এর কাজ সেরে আশুকে পড়াতে এলুম—Keats-এর 'Nightingale' পড়ালুম।

৩-৯-১৯১৯

সকালে খুব Exercise করা গেল—তারপর ছেলেদের নতুন মাস্টারের বন্দোবস্ত করে

সুজাতার ওষুধ কিনে ক্লাস সেরে তার কাছে এলুম ও প্রায় ৬টা পর্যন্ত তার সঙ্গে পড়ে ও গল্প করে League-এর কাজ করে ছাত্র পড়িয়ে ফেরা গেল।

ঢাকায় বৌদিকে জবাব দিলুম।

৪-৯-১৯১৯

আজ এসে দেখি সুজাতার বেশ dysentry দেখা দিয়েছে। বিকালে প্রাণকৃষ্ণ-বাবুকে খোঁজ করে পাওয়া গেল না—Dr. Dasgupta-কে এনে দেখানো হল। League Office হয়ে ছাত্র পড়িয়ে সুজাতাকে আবার দেখে এলুম।

৫-৯-১৯১৯

আজ কলেজের পর সুজাতার কাছে এসে দেখি সে ভালো আছে তবে দুর্বল। খানিক পড়িয়ে Historical Society-র annual meeting সেরে রমেশবাবুকে তুলে দিয়ে League Office হয়ে নতুন জুতা নিয়ে আবার সুজাতার কাছে এলুম। খানিক পড়িয়ে, ছাত্র পড়িয়ে ফেরা গেল।

৬-৯-১৯১৯

আজ সকালে ছাত্রকে পড়িয়ে খেয়ে সুজাতার কাছে এলুম—শুনলুম রামানন্দবাবুর ছোটোছেলেটি কাল মারা গেছে। সন্ধ্যায় সুকুমারের সঙ্গে প্রশান্তর কাছে এসে সব খবর শুনলুম ও রাতে থেকে গেলুম।

৭-৯-১৯১৯

সকালে প্রশান্তর ঘরে চা খেয়ে দুজনে ব্রজগোপাল নিয়োগীর শ্রাদ্ধে আসা গেল। তারপর League Office-এ কাজ করে, সুজাতাকে খানিক পড়িয়ে, আগর-ওয়ালার বাড়ি হয়ে আবার সুজাতার কাছে এসে, প্রায় ১০টা পর্যন্ত পড়িয়ে ফেরা গেল।

৮-৯-১৯১৯

সকালটা রবিকে পড়িয়ে রাখালবাবুর চিঠির জবাব দিয়ে ও মণিকে লিখে, কলেজ সেরে সুজাতার কাছে এলুম, খবর নিয়ে, পাসের আশা আছে দেখে League-এর meeting-এ এলুম—পরে হিতেনের বাড়ি, club সেরে হঠাৎ বৃষ্টিতে আটক পড়ে শোদনের ও তাতার সঙ্গে গড়পাড়ে এসে থাকা গেল।

৯-৯-১৯১৯

সকালে তাতা, আমি, খোদন গড়পাড়ে আড্ডা দিলুম ও খেয়ে কলেজ সেরে সুজাতার খবর নিলুম, আজ আর একটু ভালো—drama paper। পরে প্রশান্তর ঘর হয়ে রামানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করে ছাত্র পড়িয়ে সুজাতার কাছে এসে তাকে Swinburne পড়ালুম। রাতে বাড়ি ফিরে মণির চিঠি পেলুম।

Miss Ganguli-কে জবাব দিলুম।

১০-৯-১৯১৯

সকালে বেরিয়ে ননীগোপালের বাড়ির খবর নিয়ে সুধাংশুদিদির সঙ্গে দেখা করে কলেজ এলুম—তারপর সুজাতার খবর নিলুম—বেশ লিখেছে poetry paper। জীবন এসেছিল। তারপর ছাত্র পড়িয়ে রামানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করে, প্রশান্তর ঘর হয়ে আবার সুজাতার কাছে এসে রাত ১০টা পর্যন্ত পড়ে বাড়ি ফিরে মণি ও ময়নার চিঠি পেলুম। Miss Ganguli-কে wire-এ জবাব দিলুম।

১১-৯-১৯১৯

সকালে রবিকে পড়ালুম—পড়ে শ্রীশবাবুর সঙ্গে খেয়ে কলেজ আসবার সময় মণি ও Jayaswal-এর চিঠি (Inscription of নিমন্ত্রণ) পেলুম।

কলেজ সেরে জবাব দিয়ে সুজাতার কাছে এসে জানলুম—ভয় কেটে গেছে—IV paper একরকম লিখে এসেছে—তারপর প্রশান্তর ঘর হয়ে ছাত্র পড়িয়ে—সুজাতার কাছ হয়ে বাড়ি ফেরা।

১২-৯-১৯১৯

আজ Chaucer paper মন্দ লেখেনি। Miss Larcher-এর সঙ্গে সন্ধ্যায় বিলাতের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা হল, তাঁর শরীরটা খারাপ ছিল, বেশ গল্প জমল।

১৩-৯-১৯১৯

আজ দুপুরে বেরিয়ে তাতাদার কাছে এসে Jayaswal-এর inscription-এর ছাপ থেকে photo তুলে সুজাতার কাছে এলুম। সেখান থেকে Dr. P. C. Roy-এর lecture ছাত্র সমাজে শুনে হেদোতে বেরাতে ২ জয়গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা ও অনেক কথা। তারপর সুজাতার কাছে এসে কাজ সেরে বাড়ি ফেরা।

১৪-৯-১৯১৯

শরীরটা কেমন খারাপ করছে। সকালে রবিকে পড়িয়ে শ্রীশবাবুর বাড়ি হয়ে খেয়ে সুজাতার কাছে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটালুম। তারপর আগরওয়ালাকে পড়িয়ে, আশুকে পড়িয়ে বাড়ি ফিরে ঢাকা থেকে বৌদির চিঠি পেলুম।

১৫-৯-১৯১৯

আজ কলেজের পর ছাত্র পড়িয়ে সুজাতার খবর নিয়ে League Office এলুম। চারুবাবুর প্রবন্ধ শোনা হল। তারপর জীবনের সঙ্গে গল্প করতে২ চলে এলুম।

১৬-৯-১৯১৯

কলেজের পর ছাত্র পড়িয়ে সুজাতার কাছে এলুম, আজ তার পরীক্ষা শেষ হল, একরকম পাসের আশা আছে। সন্ধ্যাটা নেপালের সঙ্গে মনীষার সঙ্গে, কথা বলে—সুজাতার সঙ্গে ছাদে বেরিয়ে তাতাদার বাড়ি হয়ে inscription-এর ছাপ নিয়ে বুবার সঙ্গে গল্প করতে২ ফিরলুম।

১৭-৯-১৯১৯

সকালে অজিতদার মা ও স্ত্রীকে চিঠি লিখলুম। কলেজে গিয়ে একেবারে অবাক; আমার offer accepted—appointed Principal Mahinda College, Galle, salary Rs. 400/-, Quarters ; Rs. 100/- passage T. M. O. পাঠিয়েছে। জবাব দিয়ে wire করে Jayaswalকে লিখে কলেজের কাজ সেরে ছাত্র পড়িয়ে সুজাতাকে নিয়ে মাঠে বেড়িয়ে এলুম। এই শেষ বেড়ানো—অনেক কথা হল।

১৮-৯-১৯১৯

সকালে ছাত্র পড়িয়ে কলেজ সেরে সুজাতার ফেরত বই সব জমা দিয়ে তাতাদার বাড়ি এসে নতুন চাকরি সম্বন্ধে পরামর্শ করা গেল। তারপর সুজাতার কাছে এসে বিদায় নিয়ে ফেরা। সে আজ ঢাকায় গেল—ফিরে সিমলা যাবে। হিতেন বুবার সঙ্গে বিলাতে থাকা সম্বন্ধে অনেক কথা হল।

১৯-৯-১৯১৯

সকালে, রবিকে ও জ্ঞানাঞ্জনকে Ceylon-এর কথা জানালুম। পরে কলেজ এসে

Miss Ganguli-কে wire করে সর্বত্র চিঠি লিখে, লাবণ্যকে Rs 50/- পাঠিয়ে, জীবনের সঙ্গে ও প্রশান্তর সঙ্গে পরামর্শ করে, সন্ধ্যাটা তাতাদার ঘরে ছিতেন, বুবা আমি কাটালুম।

২০-৯-১৯১৯

সকালে রবিকে পড়িয়ে রায়বাহাদুর ও ধীরেনের সঙ্গে কথা বলে, ওখানে খেয়ে রবির সঙ্গে জয়গোপালবাবুর কাচে এসে কলেজ হয়ে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা সেরে, দুর্গার বাড়ি হয়ে বিদায় নিয়ে ব্রজেনবাবুর কাছে এসে সব বলে বাড়ি ফেরা। এসে মণি ও সুরেনবাবুর চিঠি পেলুম।

২১-৯-১৯১৯

সকালে ধীরেনের সঙ্গে কুমার অরুণ সিংহের কাছে এসে, সেখান থেকে ছাত্রের কাছ হয়ে C. C. Ghose-এর সঙ্গে কথা সেরে, সুধাংশুদির কাছে খেয়ে সারাদিন শ্রীশবাবুর সঙ্গে কাটিয়ে, সন্ধ্যায় কুমার সিংহের বাড়ি এসে গান শুনিয়ে, D. C. Ghose-এর সঙ্গে খেয়ে ফেরা।

২২-৯-১৯১৯

সকালে হীরেন ও গোকুলকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে, কলেজ এসে Principal সাহেবের সঙ্গে শেষ কথাবার্তা বলে, জিনিসপত্র কিনতে ২ রাত। ৯টায় প্রশান্তর ঘরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়লুম।

২৩-৯-১৯১৯

সকাল ১০টার গাড়িতে এক দল: হাবল, নির্মল. অশোক, সুশোভন, কিশোরী, ইত্যাদি বোলপুরে আসা গেল। খুব স্ফূর্তিতে কাটানো ও শারদোৎসব দেখা গেল। —অপূর্ব প্রেরণায় কবি সন্ন্যাসীর ভূমিকা করলেন। তারপর তার সঙ্গে কথা বলে আশীর্বাদ নিয়ে ফিরলুম। খুব উৎসাহ দিলেন নতুন কাজে। বিধুশেখর ও মহাস্থবির অনেক সাহায্য করলেন।

২৪-৯-১৯১৯

সকালে কলকাতায় পৌঁছে হীরেনের গাড়িতে চড়ে সারাদিন ঘুরে Grasham

Co.-এর কাছে Ist premium জমা দিয়ে টিকিট কিনে, কলেজে Dr. Walt-এর সঙ্গে শেষ কথাবার্তা বলে, বাকি সব জিনিসপত্র কিনে রাত ৮টায় সুজাতা ও Miss Larcher-এর সঙ্গে শেষ দেখা করা গেল। সুজাতা আজ সকালে ঢাকা থেকে এসেছে—শুক্রবার সিমলা রওনা হবে।

২৫-৯-১৯১৯

সকালে দ্বিজেনমামা ও সুকুমারকে phone করলুম—আজ যাচ্ছি। দুপুরে দ্বিজেনমামা Justice Ghose-এর বাড়ি এলেন—শেষ কথাবার্তা হল। তারপর ছাত্রের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি এসে pack করে বেরিয়ে পড়া গেল। আজ আবার অরুণ এসে পড়েছে, Station-এ আমার সব বন্ধুরা এসেছিলেন। সকলকে দেখতে২ 'Leap into the dark'! গাড়িতে আমার সঙ্গী একটি সাহেব, Scotch, বড়ো ভালো লোক—গল্প করতে২ চললুম।

২৬-৯-১৯১৯

সকালে দেখি পিথাপুরমের সেই বীনকার এই গাড়িতে চলেছেন। তাঁর কাছে এসে সারা সকালটা সংগীত আলোচনায় কাটল—ভারি ভালো লাগল। দিনটা বড়ো dull। রাতে বৃষ্টি এল। ঘুমিয়ে পড়লুম মণি, চারুবাবু, তাতাদা, দিদিমণি, প্রফুল্ল, বুবা ইত্যাদিকে চিঠি লিখে।

২৭-৯-১৯১৯

সকালে মাদ্রাজ পৌঁছে রামের চিঠি পেলুম ও তার বন্ধুর সঙ্গে Egmore এসে সারাদিন কাটিয়ে দিদিমণি ও গোকুলকে চিঠি লিখে সন্ধ্যায় Ceylon Boat Mail ধরে ভেসে পড়া গেল।

২৮-৯-১৯১৯

সকালটা তাঞ্জোর হয়ে মাদুরা এসে খেয়ে গাড়ি চড়া। মণ্ডপম এসে medical exam. দিয়ে Pamban Bridge পার হয়ে সুজাতা, অমল, খোদন ইত্যাদিকে চিঠি লিখে সন্ধ্যায় জাহাজ চড়া গেল। একটি officer-এর সঙ্গে গল্প করতে২ পার হয়ে Cylon Railway এসে খেয়ে শুয়ে পড়া গেল।

২৯-৯-১৯১৯

ভোরে উঠে প্রথম সিংহল চোখে পড়ল—দেখতে২ সকাল ৮টায় Colombo

Fort পৌঁছানো গেল। Miss Ganguli এসে গাড়ি করে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। Principal Kularatna-র সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর guest হয়ে উঠলুম। সারাদিন এখান সেখান ঘুরে বাজার সেরে সন্ধ্যাটা আনন্দ কলেজের teacher-দের সঙ্গে আলোচনায় কাটানো গেল। রাতে কুলরত্নর সঙ্গে গল্প করে শুয়ে পড়া গেল।

৩০-৯-১৯১৯

সকালে খবর পেলুম আজ Manager Amarasuriya আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। সকালটা Education সম্বন্ধে বই কিছু পড়ে Miss Ganguli-র কাছে এলুম, Manager-এর সঙ্গে কথা হল। একসঙ্গে বেরিয়ে motor-এ করে শহর museum ইত্যাদি দেখে আসা গেল। তারপর সন্ধ্যাটা Miss Ganguli, Miss Gould-এর সঙ্গে কাটিয়ে কুলরত্নর সঙ্গে ফেরা গেল। Woodward প্রকাণ্ড notes পাঠিয়েছেন।

১-১০-১৯১৯

আজ দুপুরে Principal Woodward আমার সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে দিলেন—আশ্চর্য লোক, ১৭ বৎসর ধরে নীরবে কাজ করে এসেছেন।

তারপর Manager M. Amaransuriya আমায় সঙ্গে করে তাঁদের বাড়ি এনে তুললেন, রাতটা কাটালুম। নতুন জীবন—দেখি ভাগ্যবিধাতার কী ইচ্ছা। তাঁকে প্রণাম করে ঘুমিয়ে পড়লুম।

২-১০-১৯১৯

ভোরে ইষ্টদেবকে স্মরণ করে উঠলুম—স্নান সেরে প্রস্তুত হলুম। মোটর করে ম্যানেজার আমায় কলেজে নিয়ে এলেন। সমবেত ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীকে অভিবাদন করে আসনে বসলুম, পঞ্চশীল হল, তারপর দু-এক কথায় আমি আমার মনের ভাব ব্যক্ত করলুম। সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছি মনে হল। তারপর ··· দিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে সংগত করে আসতে মাসিমা, টুবলী, সুজাতা, Miss Larcher, মায়ার চিঠি পেলুম। বিকালে এখানকার বৌদ্ধ সংগতের অভ্যর্থনা নিয়ে সন্ধ্যাটা নিজের সঙ্গে সংগত।

৩-১০-১৯১৯

সকালে উঠে কলেজে কাজ দেখলুম। ১০টায় নেমে পঞ্চশীল সেরে 6th ও 5th

form-কে প্রথম নিলুম—বেশ বোঝাপড়া হয়ে গেল; আমার কাজ ঠিক হয়ে গেল।

৩॥টার আগে একবার Laboratory ও Drawing class দেখে এলুম—পরে ঘণ্টা বাজলে teachers-দের কাছ থেকে daily collections নিয়ে, Debating Society সেরে accounts প্রথম বুঝিয়ে দিয়ে চা খেলুম। তারপর বাগান ও compound দেখে সন্ধ্যায় চিঠির সব জবাব দিতে বসলুম। আজ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর চিঠি ও মহাস্থবিরের পত্র পেলুম।

৪-১০-১৯১৯

আজ প্রথম বিশ্রাম—যতটা পারি কাজ করে নিলুম। সকালে manager এসে নিয়ে গেলেন Health Officer-এর কাছে, দেখিয়ে Station। সেখান থেকে Miss Ganguli-কে নিয়ে manager-এর বাড়ি খেয়ে আমার বাসায়। সেখান থেকে meeting, Cent a day fund, মজা দেখে সন্ধ্যাটা সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে, Dinner খেয়ে ফেরা গেল।

আজ সকালের ডাকে মাসিমা, টুবলী ও গোকুলকে registry করে এবং সুজাতা, Miss Larcher ও মণিকে ডাকে চিঠি লিখলুম। শ্রীশবাবুকে বিজয়ার প্রণাম পাঠালুম।

৫-১০-১৯১৯

সকালটা ছেলেদের পড়ানোর জন্য প্রস্তুত হলুম। একটু পরে চামেলী এল—নতুন গান শুনিয়ে, তারপর নানা কথা। সে কুলরত্নর বাড়ি খেতে গেলে আমি Reading Roomটা গুছিয়ে ফেললুম। দুপুরে কাপড়চোপড় গুছিয়ে বিকালে Miss Gangulিকে station পৌঁছে দিয়ে ফিরলুম।

৬-১০-১৯১৯

6th form-এ Pitt পড়িয়ে St. 5th-এ Composition নিয়ে যাওয়া গেল। এই সময়টা বেশ ক্ষুধা হয়। তারপর 8th form-কে Tennyson পড়াতে আরম্ভ করলুম, বেশ জমল। তারপর Suriya-র সঙ্গে বসে accounts মিলিয়ে attendanceগুলি সব Sept. register-এ তুলে ফেলা গেল। সন্ধ্যায় এখানকার মঠের এক ভিক্ষু দেখা করতে এলেন। তার সঙ্গে পালি পড়ার বন্দোবস্ত হল। কোনো চিঠি পাচ্ছি না—খারাপ লাগছে।

৭-১০-১৯১৯

সকালে History of Br. Empire Lectures-এর জন্য প্রস্তুত হলুম। তারপর 6th form-এ Pitt ও 5th form-এ··· নিয়ে History class সেরে, ছেলেদের admission formsগুলি গুছিয়ে ফেলা গেল।

গোকুল রাখালবাবুর inscriptionটা পাঠালে, রাতে তাতাকে চিঠি লিখলুম ও 'Where Three Empires Meet' পড়লুম।

৮-১০-১৯১৯

S.Y.M.A.কে জবাব দিলুম বক্তৃতা দিতে রাজি হয়ে।

কলেজে আজ প্রথম visiting-এ বেরলুম—committee members তিনজনের সঙ্গে দেখা হল। সন্ধ্যাটা সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে রাতে কুলরত্নদের বাড়ি খেয়ে ফেরা গেল।

চামেলী কিছু জিনিস ও চিঠি পাঠিয়েছে।

৯-১০-১৯১৯

আজ দুপুরে Principal কুলরত্ন কলেজ দেখতে এলেন—অনেক কথা হল।

আজ manager আমার নামে Bank a/c open করলেন। বিকালে Old Boys meeting attend করলুম ও তার করলুম।

সুজাতার চিঠি পেলুম এতদিন পরে—রাতে জবাব লিখলুম।

১০-১০-১৯১৯

আজ সারাদিন কলেজ করে বিকালটা চিঠি লিখতে বসলাম। সকালে ডাকের গোল হয় বলে এখন থেকে সন্ধ্যায় চিঠি পোস্ট করব। দিদিমণি, গোকুল, প্রিয়বালা, ননীগোপাল, আশু চৌধুরী এবং সুজাতা ও Miss Larcher—সকলের চিঠি এক সঙ্গে post করা গেল—কাল ভোরের ডাকে যাবে। আজ সন্ধ্যায় সুজাতার তারে জবাব পেলুম।

১১-১০-১৯১৯

আজ সারাদিন ছাত্রদের জন্য পড়া ও চিঠি লেখা গেল। জয়সোয়াল, রাখালবাবু দ্বিজেনমামা, Fernando, চামেলী, সুজাতা—সকলকে লিখলুম চিঠি নিয়মিত না পাওয়াতে মনটা বসছে না।

রাতের ডাকে গোকুল, দিদিমণি, মণি, সুরেনবাবু ও দুটি ছাত্রের চিঠি পেলুম।

১২-১০-১৯১৯

আজ সারাদিন চিঠি লেখা। কবি, ডাঃ শীল, মণি ও সুরেনবাবু, রবি (ছাত্র) ইত্যাদিকে লিখলুম।

বিকালে ভিক্ষুরা এলেন, তাঁদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ হল। তারপর সন্ধ্যাটা Boarding-এর ছাত্রদের সঙ্গে কাটানো গেল।

রামের বন্ধু মথুস্বামীকে মাদ্রাজে চিঠি লিখলুম।

১৩-১০-১৯১৯

আজ কলেজের পর বিকালটা হিসাব মিলিয়ে গোকুল, দিদিমণি, সুজাতা, Miss Larcher ও মায়া বন্দ্যো—এদের চিঠি লিখলুম।

১৪-১০-১৯১৯

আজ আবার ব্যাঙ্কে ২৫০৲ টাকা জমা দিলুম—তারপর বিকালে জীবনকে চিঠি লিখে Subba Sinha-র বাড়ি দেখা করতে গেলুম Giringe-র সঙ্গে—সন্ধ্যায় একটু পরে হঠাৎ গোকুলের এক চিঠি পেলুম—তার জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম।

১৫-১০-১৯১৯

সকালের ডাকে জীবন ও গোকুলের চিঠি গেল। তারপর সারাদিন ভীষণ খাটুনি, ৫ ঘণ্টা ক্লাস, তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত accounts দেখে—ব্যাঙ্ক-বই মিলিয়ে—সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—এমন সময় সুজাতা, মণি, কিশোরী, গুণময় ইত্যাদির চিঠি এল। সেই রাতেই কিশোরী ও সুজাতাকে লিখে রাখলুম।

১৬-১০-১৯১৯

আজ ব্যাঙ্কে ৫০০৲ টাকা জমা দিলুম, তারপর সারা বিকালটা সুজাতা, Miss Larcher, রবি, সুনীল ও সুরেনকুমারকে লিখলুম, কালকের ডাকে যাবে। আজ রাতে আবার গোকুল, সুজাতা, প্রিয়বালার চিঠি পেলুম।

১৭-১০-১৯১৯

সারাদিন কলেজ সেরে বিকালে Literary Society attend করে চিঠি লিখতে

বসলুম ; গুণময় ও প্রিয়বালাকে জবাব দিলুম, রাতে 'খেরো গাথা' ও 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক' পড়া গেল। 27th বক্তৃতার দিন ঠিক হয়েছে। তারজন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।

১৮-১০-১৯১৯

সকালে Mr. Ghose ও Jayaloth-এর সঙ্গে আলাপে কাটল দুপুরে খানিক পড়ে ও অফিস গুছিয়ে Bank-এ Rs 120/-পাঠালুম—সর্বসমেত আমার হাতে Rs 1150/-
ও Manager Rs 220/-
Rs 1370/-

জমা হয়েছে Pass Book পেলুম।

S.Y.M.A-তে চামেলী বীরসিংহকে ও B.L ও M.L Mitter ও গোকুলকে চিঠি লিখলুম।

১৯-১০-১৯১৯

আজ সারাদিন অফিস গোছানো ও পড়া গেল। বিকালে Teacherরা অনেকে দেখা করতে এলেন—তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি অনেক বিষয়ে কথা হল। তারপর Boarding-এতে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বেশ আমোদে কাটানো গেল।

আজ খোদনমামার চিঠি ও Grasham Policy পেলুম ; তাকে জবাব দিলুম। শ্রীশবাবুরও চিঠি পেলুম ও জবাব দিলুম। কাল সব যাবে।

২০-১০-১৯১৯

আজ দুজন Teacher absent, সুতরাং আমায় ৫ period class নিতে হল। তারপর বিকালে ছেলেদের football match pichmond-এর সঙ্গে—মাঠে গেলুম, 2 গোলে আমার ছেলেরা জিতল। বাড়ি এসে সুজাতা, শ্রীশবাবু, পুলিন ইত্যাদির চিঠি পেলুম।

কলেজের ছেলেদের ও সুশীলের চিঠি পেলুম।

২১-১০-১৯১৯

আজ সকালে ছেলেদের congratulate করলুম। বিকালে Mr. de Silva-র সঙ্গে অনেক বিষয়ে খুব দরকারি কথা হল।

রাতে দিদিমণি ও ছেলেদের চিঠি লিখলুম—গোকুলকে খবর পাঠালুম।

২২-১০-১৯১৯

আজ কলেজের পর Jayasimgha ও Sig. Silva দুজনের সঙ্গে Register মেলালুম। তারপর Mr. Ghosh-এর সঙ্গে তাঁর বাসা ও বীররত্নের সঙ্গে দেখা করে এলুম।

রাতে সুজাতা ও চারু বন্দ্যোর চিঠি পেলুম।

২৩-১০-১৯১৯

আজ গোকুলের কাছ থেকে তিনখানা বই 'ধম্মপদ' ইত্যাদি পেলুম ও চিঠি পেলুম —রাতে তাদের জবাব দিলুম।

খোদনের Grasham Co. থেকে certificate পেলুম।

বিকালে Y.M.B.A.-তে Theosophical Society-র monthly meeting attend করে জয়সুন্দরের সঙ্গে গল্প করে ফেরা গেল।

২৪-১০-১৯১৯

সকালের ডাকে চারু বন্দ্যোকে চিঠি লিখলুম। Giringe absent হওয়ায় class extra নিয়ে চালানো গেল। তারপর D.P.I-র চিঠি ২খানা receive করে teacher-দের meet করে—বিকালটা শ্রীশবাবুর চিঠির জবাব দেওয়া গেল ও রাতে 'Dialogues of Buddha' পড়া গেল।

Bank-এ Rs 150/- জমা দিয়ে সর্বসমেত Rs 1300/- fees হল।

২৫-১০-১৯১৯

আজ সকালের ডাকে শ্রীশবাবু, সুধাংশুদি, প্রভাত গঙ্গো, অরুণ ও সুকুমারকে চিঠি লিখলুম।

দুপুরে ডি সিলভা ও একজন শিক্ষক এলেন, সব furniture-এর list করে ফেলা গেল।

রাতে বক্তৃতার outline শেষ করে ফেললুম।

আজ কোনো চিঠি পেলুম না।

২৬-১০-১৯১৯

আজ সকালে কালকের রাতের ডাকে যে-সব চিঠি এসেছে সেগুলি পেলুম—সুজাতা

রবি ও চামেলী ; প্রশান্তকে আজ চিঠি পাঠালুম, সকালটা বীররত্নের সঙ্গে কথা হল।

দুপুরে Y.M.B.A.-এর Secretary ও Manager এলেন—কিছু কাজ হল। তারপর সকলে Boarding গিয়ে Social সেরে ফিরে কালকের বক্তৃতার জন্যে প্রস্তুত হলুম।

২৭-১০-১৯১৯

সকালে কাজ সেরে বিকালে ৫টায় বক্তৃতা দিতে গেলুম। ১ ঘণ্টার জায়গায় প্রায় ১॥ ঘণ্টা সকলকে ধরে রেখেছিলুম। সকলে বেশ appreciate করেছে ও impressed হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাড়ি ফিরে সুজাতাকে চিঠি লিখলুম।

২৮-১০-১৯১৯

সকালের ডাকে সুজাতা ও রবিকে চিঠি পাঠালুম।

দুপুরে কবির সুন্দর এক চিঠি—Miss Larcher-এর প্রকাণ্ড চিঠি পেলুম।

২৯-১০-১৯১৯

আজ সকালের ডাকে Jayaswal, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও চামেলীকে লিখলুম।

সন্ধ্যায় Dr. Walt ও Protul Addy-কে কলেজ সংক্রান্ত কাজে লিখলুম।

বিকালে Theosophical Society-র কাগজপত্র দেখা হল।

রাতে সুজাতার মস্ত মিষ্টি চিঠি ও শ্রীশবাবুর চিঠি ও রবির Book Post পেলুম।

৩০-১০-১৯১৯

ভোরে উঠে Miss Larcherকে বড়ো চিঠিতে জবাব দিলুম ও সেইসঙ্গে সুজাতাকে একটু লিখলুম। আজ বিকালে Old Boys Meeting হবার কথা ছিল হল না। বিজয়নায়কের সঙ্গে গল্প করে সন্ধ্যায় বারন্দায় বসলুম, খুব জল এল, বহুকাল পরে বাদলের গান সব গাইলুম।

নতুন একটা Boy পাওয়া গেছে।

৩১-১০-১৯১৯

সকালে Managerকে চিঠি পাঠালুম। দুপুরে B.L. Mitter-এর মস্ত চিঠি পেলুম, গোকুল ও প্রিয়বালার চিঠিও এল।

বিকালে সব staff ও servantsদের মাইনে দিয়ে Mr. Ghoseকে সঙ্গে নিয়ে Gymkhana Club-এতে Boy Scout Meeting-এ এলুম তারপর Ghoseকে খাইয়ে বিদায় নেওয়া গেল। খুব বৃষ্টি, তার মধ্যে জ্যোৎস্না, তার উপর ইন্দ্রধনু !

১-১১-১৯১৯

সকালে 6th form ছেলেদের 'As you like it' সম্বন্ধে extra lectures দিয়ে Giringe-র সঙ্গে Albion press এসে College Magazine ছাপতে দেওয়া গেল ও কিছু stationery নিয়ে bank এসে Rs 400/- cash করে গোকুলকে Tel. M. O.-তে Rs 300/- পাঠিয়ে P. O. থেকে সুজাতা, শ্রীশবাবু, দ্বিজেনমামা, ননীগোপাল, গুণময় ইত্যাদির চিঠি নিয়ে suit order নিয়ে ফেরা গেল।

২-১১-১৯১৯

সকালে হিসাব করে—Proctor জয়সুন্দরের বাড়ি নিমন্ত্রণে গেলুম, সারাদিন বেশ আলাপে কাটল। পরে Amarasuriya-এর বাড়ি হয়ে বাসায় ফিরে সত্যেন দত্ত ও চারুবাবুর চিঠি পেলুম।

৩-১১-১৯১৯

সকালের ডাকে সত্যেনবাবুকে চিঠি লিখলুম, দুপুরে জীবন ও রমেশ মজুমদারের চিঠি পেলুম।

বিকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত Fees-হিসাব check করলুম।

৪-১১-১৯১৯

সকালে জীবন ও সুরেন গঙ্গোকে চিঠি লিখলুম।

দুপুরে ময়নার চিঠি পেলুম ও জবাব লিখলুম।

৫-১১-১৯১৯

সকালে ময়নাকে জবাব পাঠালুম, সকালের ডাকে সুজাতার Miss Larcher ও গোকুলের চিঠি ও gown ইত্যাদির parcel পেলুম, সঙ্গে শ্রীশবাবুরও চিঠি পেলুম।

সারাদিন কবির সম্বন্ধে প্রসঙ্গর জন্য প্রস্তুত হলুম।

৬-১১-১৯১৯

সকালে গোকুল, প্রফুল্ল, সঙ্গমলাল ইত্যাদিকে লিখলুম।

বিকালে কলেজ সেরে S.Y.M.A. গেলুম, লোকে লোকারণ্য দেখে দমে যেতে হয়। গুরুকে স্মরণ করে আরম্ভ করলুম, বলতে২ শ্রোতাদের একেবারে ভাসিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে চললুম, জনগণ গানটির অনুবাদ ও আসল কী শুনিয়ে শেষ।

প্রভাত (জঙ্গলী), কিশোরী ও গোকুলের চিঠি ও কাবির বই পেলুম।

৭-১১-১৯১৯

সকালে S.Y.M.A. Secy. আবার দেখা করতে এল, তার সঙ্গে পরামর্শ হল।

সুজাতা ও মণিকে চিঠি লিখলুম। সকালে আবার গোকুলের দুখানা চিঠি ও interest (War Bond) পেলুম। সন্ধ্যায় বিজয়ানন্দ বিহারে আমার অভ্যর্থনা হল। 'ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম' সম্বন্ধে কিছু বললুম। ভিক্ষুদের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরলুম।

৮-১১-১৯১৯

আজ সুজাতা, গোকুল, মহেন্দ্রবাবু ও সুরেন ও মণির চিঠি পেলুম। সারাদিন Records ও Register নিয়ে খাটলুম, সন্ধ্যাটা চুপ করে থাকা ; সকালের ডাকে কিশোরী ও আশু চৌধুরীকে লিখলুম।

৯-১১-১৯১৯

শ্রীশবাবু ও ননী মজুমদারকে লিখলুম। শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বলে জোলাপ নিয়ে সারাদিন accounts ঠিক করলুম ; বিকালে Boarding House-এ গিয়ে ছেলে-দের প্রথম music lessons দিলুম।

১০-১১-১৯১৯

আজ সকালে গোকুল, দিদিমণি, বীরেন ও হীরেনকে চিঠি লিখলুম।

বিকালে একসঙ্গে তাতাদা, প্রশান্ত, অরুণ, নির্মল ও রবি, পাঁচজনের, চিঠি ও এক বস্তা Statesman এল। এতদিন পরে আমার কলকাতার খবর পেয়ে মনটা যে কী ভালো লাগছে বলতে পারি না।

১১-১১-১৯১৯

সকালের ডাকে প্রশান্ত ও B. K. Mitter-কে জবাব দেওয়া গেল—

বিকালে Dr. Walt ও সুশীল মজুমদারের চিঠি পেলুম। সন্ধ্যায় বিক্রম নায়কের সঙ্গে পড়ার কথা ঠিক হল।

১২-১১-১৯১৯

সকালের ডাকে তাতাদার চিঠির জবাব দিলুম।

গোকুলের চিঠি ও Statesman কাগজ পেলুম। কুলরত্ন ও চামেলীর চিঠি পেলুম।

১৩-১১-১৯১৯

সকালে manager এলেন—Vice Principal-র সম্বন্ধে পরামর্শ করা গেল।

সারাদিন ভীষণ ঝড়বৃষ্টি যাচ্ছে। কলকাতার কোনো চিঠি পেলুম না, উমেশ সিং-এর চিঠি redirected হয়ে এল।

বিকালে সারানন্দ এলেন, আমাদের পড়ার ব্যবস্থা করা গেল। বিজয়ানন্দ বিহার থেকেও একটি উপাসক এলেন—কথাবার্তা হল।

১৪-১১-১৯১৯

সকালে কুলরত্ন, চামেলী সস্ত্রীক ও রমেশবাবুকে লিখলুম, দুপুরে সুজাতার চিঠি পেলুম।

Mrs. Jayasunder কিছু খাবার পাঠালেন। সন্ধ্যায় প্রশান্তকে খানিক লিখলুম।

১৫-১১-১৯১৯

আজ ভোরে প্রথম উঠেই তার পেলুম—সুজাতা, মনীষা দুজনেই 2nd class-এ পাস হয়েছে।

সকালের ডাকে Dr. Walt ও অরুণকেও লিখলুম, তারপর খেয়ে বেরিয়ে P.O. এসে সুজাতাদের congratulate wire করে মণি, সুরেনবাবু, চারুবাবু, গোকুল, ইত্যাদির চিঠি নিয়ে বাড়ি ফিরলুম। W. Pereira 'National Ideas' সম্বন্ধে S.Y.M.A-তে বক্তৃতা দিলেন।

১৬-১১-১৯১৯

সকালে সুজাতা গোকুল দিদিমণি ও ইন্দুমতী দত্তকে লিখলুম। তারপর ১১টা পর্যন্ত সারানন্দের সঙ্গে 'ধম্মপদ' পড়া গেল।

বিকালে Hostel-এ গিয়ে বিক্রম নায়কের I. A. পড়ার সব ব্যবস্থা করা গেল ও ছেলেদের গান শেখানো গেল।

১৭-১১-১৯১৯

সকালের ডাকে প্রথম Daily News Office থেকে কাগজ পেলুম ও দৈনিক বসুমতীকে পাঠাচ্ছে এখনো টের পাইনি! গোকুলও কিছু কাগজ পাঠাচ্ছে।

বিকালে ছেলেরা Aloyshians-দের হারিয়ে দিলে। সারা বিকাল হিসাব মেলালুম।

১৮-১১-১৯১৯

সকালে Bank-এ Rs 350/- পাঠালুম। ফেরত ডাকে এক ছাত্রের চিঠি ও কাগজ পেলুম।

সারাদিন লাইব্রেরি মেলানো ও হিসাব ঠিক করা গেল। বিকালে এক ভিক্ষু এলেন। Oxford-এর Wickramasingha আসছেন। তাঁর সঙ্গে অনুরাধাপুর ইত্যাদি দেখার বন্দোবস্ত করতে। আজ উমেশ সিংকে বিলাতে ও কবিকে চিঠি লিখলুম কলকাতার ঠিকানায়।

১৯-১১-১৯১৯

সকালে Warren সাহেবকে, গোকুল ও প্রফুল্লকে চিঠি লিখলুম।

সারাদিন ক্লাস নিয়ে বিকালে দুজন teacherকে Inter Arts-এর জন্য coach করতে আরম্ভ করা গেল।

রাতে প্রশান্তকে চিঠি লিখে রাখলুম।

সন্ধ্যমলাল 'গীতাঞ্জলি' পাঠালে।

২০-১১-১৯১৯

সকালে প্রশান্ত, চারুবাবু ও একজন ছাত্রকে লিখলুম।

সুজাতা, মণি, সুরেনবাবু, বীরেন ইত্যাদির চিঠি কাল সন্ধ্যায় এসেছিল, সকালে পেলুম।

বিকালে Teacherদের পড়ালুম। রাতে মণি ও সুরেনবাবুকে লিখলুম।

২১-১১-১৯১৯

সকালে রবি, মণি ও সুরেনকে চিঠি লিখলুম ; দুপুরে অরুণ খোদনমামা ও দুটি ছাত্রের চিঠি পেলুম—রবি আমার দুখানি চিঠি (কবির) পাঠিয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় কি বরষা নামল ! যেন প্রাণের ভিতরের কত জন্মজন্মান্তরের তৃষ্ণাকে মিটিয়ে সব বিচ্ছেদ, সব বিরহকে নিবিড় প্রেমমিলনে সার্থক করে দিলে।

২২-১১-১৯১৯

সকালে অবনী (ননীগোপাল ও রবিকে সেইসঙ্গে), খোদনমামা, Jayaswal ও সুধাংশুকে চিঠি লিখলুম।

সকালটা সারানন্দের সঙ্গে পড়া ও ছেলেদের পড়ানো গেল।

দুপুরে সত্যেন দত্ত ও চামেলীর চিঠি পেলুম। বিকালে Temperance meeting সেরে de Silva-র সঙ্গে সিংহলী পড়ার ব্যবস্থা করা গেল।

রাতে আবার প্রাণজুড়ানো বর্ষা নামল, কী তৃপ্তি !

২৩-১১-১৯১৯

সকালে সারানন্দের সঙ্গে পড়া গেল—দুপুরে সুজাতা, মণি, সুরেন, প্রভাত, Jayaswal ইত্যাদির চিঠি পেলুম।

২৪-১১-১৯১৯

সুজাতা, মণি, সুরেন, বিশুবাবু, বীরেন, প্রভাত, তাতাদা ও সত্যেন দত্তকে একত্র চিঠি পাঠালুম।

বিকালে আমাদের ছেলেরা Football Shield জিতলে, খুব স্ফূর্তি।

বাড়ি ফিরতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি ; বহুকাল পরে বৃষ্টির ধারার সঙ্গে সুর বেঁধে নিয়ে গানের পর গান প্রাণ ভরে গেয়ে গেলুম।

২৫-১১-১৯১৯

সকালে Woodward সাহেবকে প্রথম চিঠি লিখলুম, shield জেতার খবর দিয়ে ও কলেজের অবস্থা জানিয়ে।

শ্রীশবাবুকেও তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে (১৪ অঘ্রান) চিঠি লিখলুম।

গোকুল কবির ইংরাজি বই কিছু পাঠালে—পেলুম। রবি অঘ্রানের 'প্রবাসী' পাঠালে—আগাগোড়া কবির লেখায় ভরা।

মণির ও জীবনের চিঠি (ও তার ছাত্রের চিঠি) পেলুম।

২৬-১১-১৯১৯

রামের বন্ধু মথুস্বামীকে ও প্রতুল আড্ডকে চিঠি লিখলুম।

সকালে ছেলেরা আমায় নিয়ে Football Shield group-এ, বিকালে Giringe-র সঙ্গে form group তুললে।

কিশোরীর চিঠি পেলুম।

২৭-১১-১৯১৯

সকালে গোকুলের সবিস্তার চিঠি পেলুম—টাকাকড়ির সম্বন্ধে।

বিকালে Theosophical Society-র monthly meeting-এতে Library-র জন্য ২৫০্ টাকা পেলুম।

২৮-১১-১৯১৯

সকালে গোকুলকে চিঠি লিখলুম। Manager 1200/- টাকা দিয়ে গেলেন—staff-কে মাইনে দিয়ে নিজের ৪০০্ থেকে ২০০্ টাকা গোকুলকে পাঠালুম—ছেলেরা আজ Shield নিয়ে এল!

রবি Rationalistic Review পাঠালে।

২৯-১১-১৯১৯

সকালে কতক হিসাব মেলানো গেল। দুপুরে Modern Review-তে কিছু লেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে বিকালে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলুম। ফেরবার পথে মণি, সুরেন, মায়া, ননী মজুমদার ইত্যাদির চিঠি পেলুম।

৩০-১১-১৯১৯

সারাদিন চিঠি লিখলুম ও হিসাব মেলালুম।

সন্ধ্যায় একজন বাঙালি (চট্টগ্রামের) ভিক্ষু দেখা করতে এলেন; তারপর Boarding House-এ গেলুম।

আজ কিশোরী, মণি result পাঠালে—চারুবাবুর চিঠি পেলুম।

১-১২-১৯১৯

সকালে মায়া বন্দ্যো, মণি, সুরেন ও রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলুম। বিকালে গোকুল, বিধুশেখর শাস্ত্রী, মণি ইত্যাদির চিঠি পেলুম।

২-১২-১৯১৯

সকালে কিশোরী, গোকুল ও বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লিখলুম।

দুপুরে চামেলী ও জয়সুন্দরের চিঠি পেলুম। Proctor Gunaratne-এর Library আমাদের হাতে আসবে, সে সম্বন্ধে কথা বলতে গেলুম।

ফিরে সুজাতার ছোটো এক চিঠি পেলুম।

৩-১২-১৯১৯

সকালে সুজাতাকে ও ছাত্রদের চিঠি লিখে উমেশকে বিলেতে লিখলুম। বিকালটা বিজয়নায়কের সঙ্গে Register মেলানো গেল—খুব বৃষ্টি আজ নামল।

৪-১২-১৯১৯

সকালে চারুবাবুকে কিছু Review পাঠালুম—পরে Bank-এ গিয়ে নিজের personal a/c open করে, দোকানের Bill দিয়ে রবির অন্যান্য চিঠি নিয়ে ফিরলুম।

আজ Jaffna থেকে নিমন্ত্রণ এল Y.M.H. A. Address দেবার জন্য। রাতে হিসাব ঠিক করলুম।

৫-১২-১৯১৯

সকালে মুরলীকে ও চামেলী কুলরত্ন ও Jaffna-তে চিঠি লিখলুম।

বিকালে Giringeকে farewell দেওয়া হল। Jayaratne এসে দেখা করলেন।

বিকালে Y.M.B.A. ও Aloysian College Prize দেখে ফেরা গেল।

৬-১২-১৯১৯

সকালে সারানন্দের সঙ্গে সিংহলী সাহিত্য প্রসঙ্গ ও বীরসিংহের সঙ্গে দেখা সেরে

Bank-এ গিয়ে প্রথম নিজের নামে personal a/c open করে এলুম সুজাতার চিঠি নিয়ে।

দুপুরে Giringe-এর সঙ্গে কলেজ প্রসঙ্গ ও শিক্ষকদের পড়ানো।

সন্ধ্যায় Giringe-র dinner।

৭-১২-১৯১৯

সারা সকাল হিসাব ঠিক করে দুপুরটা চিঠি লেখা গেল; সন্ধ্যায় Boarding গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কাটানো গেল।

দুপুরে কবি ও গোকুলের চিঠি পেলুম।

৮-১২-১৯১৯

সকালের ডাকে সুজাতা, গোকুল, দিদিমণি, প্রফুল্ল, নির্মল, অরুণ ও Dr. Waltকে চিঠি পাঠালুম।

দুপুরে Bank-এ গিয়ে গোকুলকে Library fund থেকে Rs. 100/- draft পাঠালুম।

আজ Cambridge Exam. আরম্ভ হল—বিকালে Richmond College-এ visit দিয়ে এলুম।

৯-১২-১৯১৯

সকালের ডাকে রবিকে চিঠি লিখলুম; তারপর magazine notes শেষ করে—কলেজ সেরে, Y.M.B.A. meeting attend করে, Albion Press-এ সন্ধ্যাটা কাটালুম proof দেখে ও direction দিয়ে, আশা হচ্ছে কাল ছেলেদের হাতে mag. দিতে পারব।

দুপুরে S. Church College magazine ও গোকুলের চিঠি পেলুম, Provident Fund-এর টাকা পেয়েছে Rs. 391-11-9।

১০-১২-১৯১৯

সকালে গোকুলকে detail-এ instructions পাঠালুম ও হীরেন, বীরেনকে চিঠি লিখলুম।

দুপুরে Albion Press থেকে Magazine নিয়ে ছেলেদের দিয়ে, শিক্ষকদের ½ pay দিয়ে, term শেষ করলুম। এ বছরের মধ্যে এই প্রথম বিশ্রাম!

১১-১২-১৯১৯

আজ প্রথম Congress—ভীষণ তাড়া। ভোরে Manager এসে হাজির motor নিয়ে। শ্রীশবাবু ও ইন্দুমতীকে চিঠি লিখে বেরনো গেল। রাস্তায় ২বার break-down হয়ে, ১টায় পৌঁছে, ঠিক সময়ে হাজির Congress বসল—একেবারে meeting-এর মতো, nationalত্ব কিছু নেই। রামনাথন একজন personality, বেশ লাগল; Arundaleকে দেখলুম।

১২-১২-১৯১৯

আজ Congress ভারি disappointing—বিশেষত University Problems একেবারেই ভালো করে কেউ tackle করলে না। আমায় বলতে অনুরোধ করে-ছিল, বিকালে refuse করে পাঠালুম—অনর্থক shock দিতে চাই না।

সন্ধ্যাটা Proctor কুলরত্নের সঙ্গে গল্প করা গেল।

১৩-১২-১৯১৯

আজ শেষ Congress, সকালে marketting সেরে খেয়ে আসা গেল। আজ বেশ জমল—বিশেষত labour problem। তারপর বাসায় আসবার পথে চামেলীর সঙ্গে সকলে গল্প করে tour-এর আয়োজন করা গেল।

সুজাতার চিঠি পেলুম।

১৪-১২-১৯১৯

সকালে উঠে কুলরত্নের Car ঠিক করে চামেলীর কাছে এলুম। ১২টা পর্যন্ত নানা কথা বলে বাসায় ফিরে খেয়ে একতাড়া চিঠি পেলুম—গোকুল, সুবর্ণ, রবি, গুণময়, ননী মজুমদার ইত্যাদি—গোকুল ও সুজাতাকে আজই জবাব দিয়ে এক পল্লীগ্রামে Sunday School-এ Prize দেখতে এসে—সন্ধ্যায় শুনলুম—কাল ভোরে যাওয়া।

১৫-১২-১৯১৯

সকালে মণি, চারুবাবুর ইত্যাদির চিঠি ডাকে দিয়ে যাত্রা করা গেল। দুপুরে পুত্তলম্

এসে খাওয়া, বিকাল ৪টা নাগাদ অনুরাধাপুরে পৌঁছানো বাসা, নেই দেখে তখুনি মিহিনতাল Rest House এসে আশ্রয় করে পর্যবেক্ষণে বেরনো গেল। সন্ধ্যাটা ঘুরে একরকম চোখ বুলোনো গেল। রাতে আবার মিহিনতাল এসে কাটানো গেল।

১৬-১২-১৯১৯

সকালে বেরিয়ে মিহিনতাল বেড়িয়ে—আবার অনুরাধাপুরে এসে বাকি দেখা শেষ করা গেল—তারপর সটান্ পোলন্নারুয়া এসে ওঠা। দুপুর রৌদ্রে একরকম ঘুরে দেখা হল। তারপর তিনটায় ছেড়ে ৫টায় সিজিরিয়া পাহাড়ে এলুম—পথে মিনারোওয়া হ্রদ দেখে।

সন্ধ্যাটা সিজিরিয়া পাহাড় ও গুহাচিত্র দেখা—অনেকদিন মনে থাকবে। Rest House আসতেই ভীষণ বৃষ্টি।

১৭-১২-১৯১৯

ভোরে উঠে দাম্বুল্ল যাত্রা—১০টায় পৌঁছানো। ঘণ্টাখানেক দেখে আলু বিহার এলুম। সেখান থেকে সটান Kandy এসে বিশ্রাম করা গেল। বিকালটা পেরাদেনিয়া Rest House ও Botanic Garden কাটিয়ে—রাতে তাস খেলে কাটানো গেল।

১৮-১২-১৯১৯

ভোরে যাত্রা করে ১॥.টায় কলোম্বো পৌঁছানো গেল। গোকুলের চিঠি পেলুম, কবিকে ৭ই পৌষ উপলক্ষে চিঠি লিখলুম। দুপুরে Teachers Conference attend করে ফিরতে পথে Colombo Museum ও Library দেখে এলুম। এসে জীবন, মণি, সুরেন, পুলিন ও ছাত্রদের চিঠি পেলুম, রবি magazine পাঠিয়েছে।

Grasham Policy পেলুম।

১৯-১২-১৯১৯

সকাল থেকে বসে সব চিঠির জবাব দিলুম ; জীবন, পুলিন, কভু (সুবর্ণ), অজিতের মা, বলাই ও রবিকে লিখলুম।

বিকালে বেরিয়ে Cave Stn. এসে বই ইত্যাদি দেখে ঠিক করে এলুম।

২০-১২-১৯১৯

সকালে Y.M.B.A. Congress ও পরে Teachers Conference সেরে আবার Y.M.B.A., ও রাত ১১টা পর্যন্ত dinner ইত্যাদি।

গোকুলের চিঠি ও Book List পেলুম।

অজিতের মাকে ২০৲ টাকা পাঠালুম।

২১-১২-১৯১৯

সকালে বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হলুম—বিকালে Y.M.B.A. Congress-এ Oratorial Contest বসল। আমায় একজন Judge করলে, কাজ সেরে কিছু বলে বাসায় ফেরা।

Jaffna থেকে চিঠি পেলুম ও জবাব দিলুম।

২২-১২-১৯১৯

সকালে Tour-এর a/c settle করে বেরোনো গেল—বাজার ইত্যাদি ঘুরে জিনিসপত্র ও organ কিনে ফেরা—বিকালে গোকুলকে চিঠি ও Jaffna wire করে বক্তৃতার outline ঠিক করলুম।

আজ গোকুল Library a/c Rs 100/- পেয়ে চিঠি লিখলে; আশুবাবুর lectures ইত্যাদি রমাপ্রসাদ পাঠালে, সঙ্গে তার Thesis.

২৩-১২-১৯১৯

সকালটা বক্তৃতার জন্যে প্রস্তুত হলুম। বিকালের গাড়িতে জাফনা যাত্রা করা গেল। শ্রীশবাবু ও গোকুলকে চিঠি লিখলুম। অনেকের চোখের জল যেন আজ ৭ই পৌষের শেষ রাত্রে বন্যা বয়ে আমায় ভাসিয়ে দিলে।

২৪-১২-১৯১৯

সকাল ১১টা আন্দাজ Camp-এ পৌঁছে, দেখা করে মুট্টুকুমারের বাড়ি অতিথি হয়ে উঠলুম—২॥টায় আমার প্রথম বক্তৃতা : 'Tagore, Modern Literature'. Sir Kanakaswami, Honbl. Nancaswayan ইত্যাদি উপস্থিত, বেশ জমল। তারপর বাসায় ফিরতে ছেলেমেয়েরা গান শোনালে, চমৎকার লাগল।

২৫-১২-১৯১৯

সকালটা মুট্টুকুমারের ছেলেমেয়েদের গান শোনা গেল। দুপুরে আমার দ্বিতীয় বক্তৃতা, 'Tagore : Modern World' খুব ভিড়—বেশ impression হল। তারপর সন্ধ্যাটা motoring করে বাসায় ফেরা।

২৬-১২-১৯১৯

সকালে host আমায় Kytes Isles দেখাতে নিয়ে গেলেন—Ceylon-এর ও বাইরে সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াতে বেশ লাগল। পথে ভাসমান কেল্লা, ডাচদের, দেখা গেল।

বিকালে Students camp এসে তাদের সঙ্গে work programme settle করা গেল। রাতে গানের মজলিস বসল।

২৭-১২-১৯১৯

সকালে উঠে স্নান সেরে host-এর সঙ্গে Point Pedro—সিংহলের শেষ সীমান্তে এলুম—পথে বল্লীপুরম, বিষ্ণুমন্দির দেখে এলুম। Pt. Pedro-র সমুদ্রতীর অপূর্ব!

বাসায় ফিরে খেয়ে, এখানকার যুবকদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে, বিকালে তামিল মহিলার বক্তৃতায় এলুম—ভাষার উপর অসাধারণ অধিকার—সকলে খুব impressed হল। রাতে ফিরে স্থানীয় বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা গেল। শেষ রাত্রি জাফনায় কাটল।

২৮-১২-১৯১৯

সকালে Ramanathan Girls College দেখতে গিয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে দেখা! দু ঘণ্টা ধরে নানা কথা।

তারপর জাফনায় বৌদ্ধপ্রভাব, তার নিদর্শন দেখে, কিছু coins ইত্যাদি নিয়ে Ayar-এর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে Fort দেখে, বাসায় ফিরে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, Colombo রওনা হওয়া গেল।

Dr. Walt & Miss Larcherকে New Year's Greetings পাঠালুম।

২৯-১২-১৯১৯

ভোরে আনন্দ কলেজে পৌঁছে কুলরত্ন, বিখা ইত্যাদির কাছে গল্প করা গেল

তারপর কিছু shopping সেরে দুপুরের গাড়িতে Galle যাত্রা ; সন্ধ্যায় এসে হাজির।

ছাত্রেরা অপেক্ষা করছিল—দেখা ও কথাবার্তা হল। বাড়ি ফিরে সুজাতা ও তাতাদার মস্ত চিঠি পেলুম।

৩০-১২-১৯১৯

সুজাতাকে চিঠি লিখে—কাগজপত্র গোছানো গেল। সকালে ছাত্র ও Teachers কেউ ২ দেখা করতে এলেন। তারপর দরকারি চিঠির জবাব দিয়ে New Year's presents—শিবলোকনাথন, বীরেন ইত্যাদিকে পাঠিয়ে সুধাংশুর চিঠি পেয়ে তার জবাব দিয়ে P. Office ঘুরে এলুম।

রাতে বহুকাল পরে organ-টির সঙ্গে আলাপ করলুম।

৩১-১২-১৯১৯

আজ সকাল থেকে সারাদিন বৃষ্টি। প্রায় সারাদিন আশ মিটিয়ে গান—বর্ষার গান সব গেয়ে গেলুম!

বিকালে Mr. Silva-র সঙ্গে Boarding Fund সংগ্রহ করবার Plan করা গেল।

—